প্রকাশক:- শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রিন্টার - কে, সি, ধর
৩১৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

অশেষ-স্নেহভাজন সুলেখক নাট্যরসিক

শ্রীমান ফেলুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যভারতীর

করকমলে—

মাষ্টার মশাই।

—প্রসিদ্ধ যাত্রারদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

সাহেব বিবি গোলাম

শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। কাল্পনিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। জোড়াদীঘির বুনিয়াদী রাজবংশের লোমহর্ষণ কাহিনী। বিবাহের শঙ্খধ্বনির মধ্যে লৌহ-শৃঙ্খলের ঝঞ্ঝনা। রাজবংশধর মদনের বন্ধন, ফুলশয্যার রাত্রে নববধুর উপর কামান্ধ নরপশুর লোহার থাবা, দৈবানুগ্রহে কুসুমের পলায়ন !! তারপর ? কামানের গর্জ্জন, রক্তের হোলিখেলা, পাপের সঙ্গে পুণ্যের সংগ্রাম, লোভের বিরুদ্ধে শান্তির প্রতিরোধ, চিরন্তন সত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—যথা ধর্ম্ম, তথা জয়, আবার বাজল ফুলশয্যার মঙ্গল শঙ্খ,—বন্দীরা গাইল, বরবধূ নূতন করে সাজল, কুসুমের মুখে হাসি ফুটল, মদন ফিরে পেল তার দয়িতাকে। কোথায় গেল ভুবন রায় ? কোথায় তলিয়ে গেল মোহন ? কে অসম্ভবকে সম্ভব করল জানেন ? সাহেব বিবির গোলাম। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

বাংলার বধূ

শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত। অম্বিকা নট্ট কোম্পানির কোহিনুর-মণি। ঐতিহাসিক নাটক। বাংলার বধূ বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা! তাই কি তার জীবন খেয়ালী বিধাতার খেয়াল-খেলাঘরের সামগ্রী ? পতি দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিল তার ফুলের মত জীবন! কার অভিশাপে স্বামীর বিরূপতায় সে জীবন-পুষ্প শুকিয়ে গেল ? শেষ পর্য্যন্ত কি ব্যর্থ হোল সতী-সাধ্বীর জীবনতপস্যা ? এর উত্তর কি দেবে নির্ব্বাক অদৃষ্ট ? এই অদৃষ্ট চক্রেই বাংলার নবাব মীরকাশেমের রাজশক্তিও হার মানলে ভাগ্যহীনার সৌভাগ্য বিধানে ? যুদ্ধ এল—রক্তের বান ডাকল—গ্রামজনপদ শ্মশান হয়ে গেল। নিয়তি হাত ধরে বাংলার বধূকে কোথায় নিয়ে গেল ? মূল্য ২·৭৫ টাকা।

যাদের দেখে না কেউ

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত। কাল্পনিক নাটক। বস্তীর মানুষ যারা— পেটে যাদের ভাত নেই, পরণে নেই কাপড়—যম যাদের নিত্য অতিথি ; যারা রাজভাণ্ডারে সর্ব্বস্ব ঢেলে দেয়, কিন্তু পায় শুধু কশাঘাত, তাদেরই কান্না ঝরা কাহিনী! অভাবের জ্বালায় বস্তীর মানুষ গোকুল যাকে বিলিয়ে দিলে, কোথায় গেল তার সে ভাই ? একদিকে তার রাজসিংহাসন, অন্যদিকে বস্তির ডাক !! বস্তীতে আর রাজপ্রাসাদে সঙ্ঘর্ষ, ভগ্নী-অন্ত-প্রাণ গৌতমের আত্মবলি, জনতার জয়—পশুশক্তির পরাভব! এমনি পাঁচ ফুলের অপূর্ব্ব সাজি "যাদের দেখে না কেউ।" মূল্য ২·৭৫ টাকা।

ভূমিকা

রামায়ণ-রচয়িত্রী কবি চন্দ্রাবতীর অশ্রুঝরা কাহিনীর এই নাট্যরূপ যাত্রামোদিগণের তাগিদে প্রকাশিত হইল। এই নাটকের অভিনয়ে নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহা যে কোন যাত্রাপার্টির গর্ব্বের বিষয়। তিন বছর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ দর্শক কাঁদিয়াছে কবির সেই গানে, "ধূপের মতন আমারে জ্বালাব, গন্ধে ভরাব ধরণী", লক্ষ লক্ষ শ্রোতা হাহাকার করিয়াছে তারই জন্য, যে কবির জীবন বিষময় করিয়াছে।

এ দেশের সাহিত্যসেবীরা প্রায়ই ভাগ্যহীন, মহিলা কবিরা আরও দুর্ভাগিনী, তাদের মধ্যে চন্দ্রাবতীর মত দুর্ভাগ্যের এত বড় বলি বোধহয় কেউ নাই। নিজেকে ধূপের মত পোড়াইয়া তিনি যে কাব্যসৌরভ পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন, শহরের মানুষ তার সন্ধান বেশী জানে না, কিন্তু পল্লীর মানুষ তাহা ভোলে নাই।

কবির কাহিনী যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়া যাত্রার আসরে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে আমি চেষ্টার ক্রটি করি নাই। যাত্রারসিকেরা যে এই নাটকটিকে সুনজরে দেখিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

নাটকে সুরারোপ করিয়াছেন যশস্বী সুরকার অমিয় ভট্টাচার্য্য।

ইতি—

গ্রন্থকার।

—প্রসিদ্ধ যাত্রারদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

শয়তানের চর শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানির দলে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক : কে শয়তানের চর ? চণ্ডীপ্রসাদ, প্রাণবল্লভ, কানন, না বেণী পণ্ডিত ? বাখর খাঁর সঙ্গে পাঠকও খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রাণ হইবেন। এলোকেশী পাগলী মেয়ে টগরকে যদি দেখিতে চান, বসির খাঁর মহত্ত্বে যদি অবগাহন করিতে চান, দস্যুহস্তে সর্ব্বহারা, গামছাপরা শালা-ভগ্নীপতির আলাপ শুনিয়া হাসিয়া যদি খুন হইতে চান,—পাঠ করুন রহস্যঘন নাটক এই শয়তানের চর। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

রাজা গণেশ শ্রীঅরুণকুমার দে, এম-বি, বি-এস, প্রণীত। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ বি-টি, কর্তৃক সংশোধিত। নিউ চণ্ডী অপেরায় অভিনীত। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। দেশের হিতে নিবেদিত প্রাণ এক বাঙ্গালী রাজার চমকপ্রদ কাহিনীর অপূর্ব্ব নাট্যরূপ। সেই গণেশ নারায়ণ, সেই যদুনারায়ণ,সেই দস্যু-ভ্রাতৃদ্বয় রামাশ্যামা ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তাহাদের পুনরুজ্জীবন যদি দেখিতে চান, "রাজা গণেশ" পাঠ করুন। মূল্য ২·৭৫।

গরীবের মেয়ে শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। রামায়ণের জন্ম দুঃখিনী সীতার মতই এ যুগের আর একটি সীতার করুণ কাহিনী অপূর্ব্ব ভাষায় রূপায়িত। রাজপুত্র থাকে প্রাসাদে, গরীবের মেয়ে থাকে কুটিরে। প্রজাপতি সম্বন্ধ গড়ে তুললেন, মানুষ দিল ভেঙ্গে। কনিষ্ঠ রাজকুমার জুড়ে দিল ছিন্নতার। অলক্ষ্যে হাসল নিষ্ঠুর নিয়তি। তারপর ? নীলকণ্ঠের ষড়যন্ত্র, কঙ্করের পত্নীত্যাগ, মহারাণীর নিষ্ফল প্রতিরোধ। বয়ে গেল অশ্রুর বন্যা, মাটির বুকে আঁকা রইল রক্তের আলপনা। গরীবের মেয়ে কলির সীতা কোথায় গেল ? প্রাসাদে না পাতালে ? মূল্য ২·৭৫ টাকা।

ছিন্নতার শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, মহাশয়ের লেখনীর আর একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। অম্বিকা নাট্য কোম্পানির যশের হিমালয়। ঐতিহাসিক নাটক। দুর্দ্ধর্ষ মারাঠারাজ শিবাজীর সহিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের লোমহর্ষণ যুদ্ধ। তেজস্বিনী রাণী সাবিত্রীবাঈ, মাতৃভক্ত যুবরাজ কিঙ্কর, শয়তান মাথুজী, ভাগ্যহীনা কুন্তলী আর রাজর্ষি শিবাজী—এই পাঁচ ফুলে কি অপূর্ব্ব সাজি প্রস্তুত হইয়াছে, দেখিয়া তৃপ্ত হউন। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

পরিচয়

—পুরুষ—

বংশিদাস	...	...	কবিরাজ।
কাঙালী	...	...	ঐ শ্যালক।
শিবচন্দ্র	...	...	সম্ভ্রান্ত পল্লীবাসী।
জয়চন্দ্র	...	...	ঐ ভ্রাতা।
ভূতনাথ	...	...	শিবচন্দ্রের পুত্র।
কেনারাম	...	...	ডাকাত।
কাশেম আলি, হাসেম আলি	...	...	জায়গীরদারের পুত্রদ্বয়।
রহিম	...	...	কাশেম আলির শ্যালক।
হলায়ুধ, পুষ্পায়ুধ	...	...	সৈন্যাধ্যক্ষগণ।

ভৈরব, মেহের আলি।

—স্ত্রী—

চন্দ্রাবতী	...	...	বংশিদাসের কন্যা।
নাদিরা	...	...	কাশেমের স্ত্রী।
জুলেখা	...	...	ঐ কন্যা।
ময়না	...	...	হাসেমের স্ত্রী।

—প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ—

বংশিদাস—সুনীল মুখার্জী [পরে] ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

কাশেম আলি—পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাসেম আলি—বিজন মুখার্জী।

রহিম আলি—রাধারমণ পাল [পরে] শিব ভট্টাচার্য্য।

জয়চন্দ্র—শান্তিগোপাল।

কাঙালী—অমূল্য ভট্টাচার্য্য।

হলায়ুধ—মণি চ্যাটার্জী।

পুষ্পায়ুধ—রূপকুমার [পরে] গৌর অধিকারী।

সিপার—মাঃ উপানন্দ [পরে] মাঃ ধীরেন।

কেনারাম—মধু মল্লিক।

শিবচন্দ্র—বিজয় ভদ্র।

ভূতনাথ—নীলরতন মান্না [পরে] দিলীপকুমার।

মেহের আলি—রঞ্জন চন্দ্র।

ভৈরব—রাধেশ্যাম নন্দী।

বৈষ্ণব—ক্ষুদিরাম অধিকারী।

চন্দ্রাবতী—বুলবুল [পরে] জনার্দ্দন নন্দী।

নাদিরা—বীণা ঘোষ।

জুলেখা—পুতুল।

ময়না—দেবকুমার।

সুরশিল্পী—অমিয় ভট্টাচার্য্য।

কবি চন্দ্রাবতী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জালিয়া হাওর।

দস্যুগণ গাহিতেছিল।

দস্যুগণ। গীত।

জালিয়া হাওর, জালিয়া হাওর, তোমার এ নলবনে,
কত মাথা মাটির তলায় আছে সঙ্গোপনে।
কত নারীর ভাঙ্গল শাঁখা,
রক্তে কাদায় হল মাখা,
গড়িয়ে গেল কত টাকা, কেই বা বসে গণে ?
আমরা সবাই দত্যিদানা,
মানুষ হতে মোদের মানা,
জ্যান্তে মরে ভূত হয়েছি আমরা জনে জনে।

কেনারামের প্রবেশ।

কেনারাম। থাম্ থাম্, চলে আয় শীগ্‌গির। জায়গীরদার কাশেম আলির বজরা নিশান উড়িয়ে যাচ্ছে।

১ম দস্যু। সে কি! বজরাটা এখনও আছে ?

কেনারাম। দিয়েছে বজরা ফুটো করে। বজরার মাল সব ডাঙ্গায় তোল। মেয়েগুলো জলে ঝাঁপ দিয়েছে। যাকে পাবি, তুলে এনে গয়না

কেড়ে নিবি। কাশেম আলির আত্মীয় যারা, তাদের কাউকে বাঁচতে দিবি না।

১ম দস্যু। কাশেম আলির কি করব ?

কেনারাম। কাশেম আলি কোথায় ? এ তার বাড়ীর লোকজন। সে ব্যাটা থাকলে ত ভালই হত, নলবনের ভেতর জ্যান্ত পুঁতে ফেলতুম। কেনারাম ডাকাতকে চেনে না ব্যাটা। যার নামে সারা পরগণার লোক থরথর করে কাঁপে, তাকে গ্রেপ্তার করতে আসে কোথাকার কে কাশেম আলি না কেশোমিঞা ! সে আমার ছুটো লোককে মেরেছে, আমি তার ছুশো লোকের মাথা নেব। দে, কুকী দে।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ]

দস্যুগণ। মৌমাছি সাবধান, খোলা রাখো চোখকাণ। কু—উ।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে গুলির শব্দ]

কেনারাম। ফের গুলি ?, তবে রে কাশেম আলির নিকুচি করেছে ! ভেবেছিলাম বাজে লোকগুলোকে ছেড়ে দেব। না, তা হবে না। মার মার্, সবগুলোকে মার। মৌমাছি সাবধান,—কু—উ।

[প্রস্থান।

জুলেখার নিস্পন্দ দেহ কাঁধে করিয়া জয়চন্দ্রের প্রবেশ।

জয়চন্দ্র। [দেহটি মাটিতে শোয়াইয়া দিয়া] কে তুমি ? তুমি কে ? কেন এখানে এসেছিলে ? কথা কও। এ যে নিস্পন্দ নীরব ! নিঃশ্বাস ত পড়ছে না। বোধহয় মরেই গেছে। একি বিপদে পড়লুম। সর্ব্বাঙ্গে মূল্যবান্ অলঙ্কার, বোধহয় কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের মেয়ে। কাকে ডাকি ? কাছাকাছি কাউকেই ত দেখতে পাচ্ছি না। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু নলখাগড়ার বন ! কে আছ এখানে, কে আছ ?

বংশিদাসের প্রবেশ ।

বংশিদাস । এ কি জয়চন্দ্র, তুমি এখানে !

জয়চন্দ্র । মামার বাড়ী বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছিলাম । ঝড়ের বেগে নৌকো কোথায় এসেছে, বুঝতে পাচ্ছি না ।

বংশিদাস । আর বুঝে কাজ নেই ; পালাও শীগ্‌গির । কোন্ স্থানে দাঁড়িয়ে আছ জান ? এর নাম জালিয়া হাওর ।

জয়চন্দ্র । কেনারাম ডাকাতের জালিয়া হাওর ! তাইত, আমি না হয় না জেনে এসেছি, কিন্তু আপনি এখানে এলেন কোন সাহসে ?

বংশিদাস । আমার মত দীন দরিদ্রের গায়ে ডাকাতেরা হাত দেয় না বাবা । তারা জানে বংশিদাস কবিরাজকে কেটে ফেললেও একটি পয়সা মিলবে না । অসুবিধে হচ্ছে মেয়েটাকে নিয়ে ।

জয়চন্দ্র । চন্দ্রাবতীকেও নিয়ে এসেছেন না কি ?

বংশিদাস । না এসে কি ছাড়লে ? কিছুতেই আমায় একা ছেড়ে দিলে না । দেখ দেখি পাগলামি ! কদিন তুই আমায় আগলে রাখবি ? আর দশদিন পরে যখন তোমার ঘর করতে যাবে, তখন যিনি দেখবেন, এখনও তিনিই দেখবেন । যাক যাক, তুমি ভেবো না বাবা । কেনারাম ডাকাত হলেও গরীব মেয়েদের কিছু বলে না ।

জয়চন্দ্র । আপনি হয় ত ভুল শুনেছেন ।

বংশিদাস । না বাবা, আমি জেনে শুনেই তাকে নিয়ে এসেছি । কিন্তু তুমি আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িও না । তোমারই জন্যে কেনারামের ডাকাতের দল তোমাদের গাঁয়ে ঢুকতে পাচ্ছে না । সে নিশ্চয়ই তা ভুলে যায় নি । আর কিছু না করুক, মাথাটা যদি ফাটিয়ে দেয়, তুমি ত শয্যাশায়ী হবে, কিন্তু আমার মেয়েটার যে গতি হবে না । যাও যাও, পালাও ।

জয়চন্দ্র। পালাবার উপায় নেই। ওই দেখুন।

বংশিদাস। তাই ত, কে এ বালিকা? এখানে আনলে কে?

জয়চন্দ্র। আমিই এনেছি। নদীর ধারে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, আমি তুলে এনেছি। ভালই হল, ভগবান্ বোধহয় এই বালিকার জন্যই আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন। শুনেছি আপনার মনসার বড়ি খেলে মৃতদেহে প্রাণ ফিরে আসে। কাছে আছে বড়ি?

বংশিদাস। আছে বাবা, আছে। কিন্তু—

জয়চন্দ্র। কিন্তু কি?

বংশিদাস। মুসলমানেরা বলে মনসার বড়িতে শূয়ারের চর্ব্বি আছে।

জয়চন্দ্র। কথাটা ত সত্যি নয়।

বংশিদাস। তাই কি হয় রে বাবা? এসব হেকিমরা রটিয়ে দিয়েছে। মুসলমানেরা জানে, মনসার বড়ি খেলে তাদের জাত যায়। এ মেয়েটি ত দেখছি মুসলমানী।

জয়চন্দ্র। তা হক, আপনি ওষুধ দিন। মিথ্যাকে কখনও আপনি প্রশ্রয় দেন নি। আজ কার ভয়ে দেবেন?

বংশিদাস। ভয় আমার জন্যে নয় বাবা, হিন্দুসমাজের জন্যে। যাক, আমি চিকিৎসক, আমার ধর্ম্ম রোগীর সেবা করা। খাও মা, ওষুধ খাও। [ঔষধ খাওয়াইলেন] নাড়ী ভালই আছে। বোধহয় ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়েছে। মা মনসার দয়া হলে এখনি চোখ মেলে চাইবে।

গীতকণ্ঠে ভবিতব্যের প্রবেশ।

ভবিতব্য। গীত।

ওরে পাগলী মায়ের ছেলে,
আগুন তাতে আপনারে তুই কেন দিলি ঠেলে?

ও যে কেউটে সাপের ছানা ;
বিধর্ম্মীদের সবি ওদের ভালবাসতে মানা ;
তুই ত দিলি সুধার বড়ি,
পড়বে তোরই গলায় দড়ি,
মন্দ কত হন্দ হল, মিশল না রে জলে তেলে ।

[প্রস্থান ।

জুলেখা । আঃ, এ আমি কোথায় ?

বংশিদাস । ওঠ মা, কিছু হয় নি তোমার । শুয়ে থাকবার সময় নেই । এ স্থানের নাম জালিয়া হাওর ।

জুলেখা । [উঠিয়া বসিল] কেনারাম ডাকাতের জালিয়া হাওর ! তারই লোকেরা কি আমাদের বজরায় হানা দিয়েছিল ? কোথায় গেল সব ? আমি ছাড়া আর কি কেউ বেঁচে নেই ?

জয়চন্দ্র । বোধহয় না । তোমারও বাঁচবার কারণ ছিল না । কবিরাজ বংশিদাসের দয়ায় বেঁচে উঠেছ । যদি এখানে বেশী দেরী কর, কেনারাম এসে তোমার মাথাটা নামিয়ে দিয়ে গহনা খুলে নেবে । তখন আর মনসার বড়িতে কোন ফল হবে না ।

জুলেখা । আমাকে এখানে নিয়ে এল কে ?

জয়চন্দ্র । আমি । তুমি নদীর ধারে পড়েছিলে, আমি তুলে এনেছি ।

জুলেখা । কেন আনলেন ? আমি ভাসান দেখতে এসেছিলাম । ঝড়ের বেগে বজরা দিকভ্রষ্ট হয়ে এদিকে চলে এসেছে । আমার জন্তে এতগুলো লোক প্রাণ দিলে, আর আমি মরলে কি ক্ষতি হত ?

জয়চন্দ্র । কিছু না ! তোমাকে তুলে এনে গুরুতর ভুল করেছি । যদি বল, আবার টেনে নিয়ে জলে ফেলে দিতে পারি ।

বংশিদাস। চুপ কর জয়চন্দ্র। কোথা থেকে আসছ তুমি? কার মেয়ে তুমি মা?

জুলেখা। আমার পিতা জায়গীরদার কাশেম আলি খাঁ।

বংশিদাস। কাশেম আলি খাঁ!

জয়চন্দ্র। এঃ! এত বড় জায়গীরদারের মেয়ে তুমি, এখানে মরতে এসেছিলে কেন?

জুলেখা। বললুম ত, শুনতে পান নি? কালা ত আপনি নন।

জয়চন্দ্র। তুমি আমায় চেন?

জুলেখা। আপনাকে কে না চেনে? আপনি ত আমাদের রণখোলার প্রজা। আপনার মত মড়া পোড়াতে আর ডাকাত তাড়াতে কেউ জানে না। আর মুসলমানকে এত দূর ছাই করতেও কেউ পারবে না।

জয়চন্দ্র। বাজে কথার সময় নেই! এখন তুমি কি করবে, তাই বল।

জুলেখা। আপনিই বলুন কি করব।

জয়চন্দ্র। গলায় কলসী বেঁধে আবার ডুবে মরগে।

জুলেখা। মরবই যদি, তবে তুলে আনলেন কেন?

জয়চন্দ্র। তখন কি জানি তুমি হিন্দুবিদ্বেষী কাশেম আলির মেয়ে?

বংশিদাস। আঃ, কি বলছ জয়চন্দ্র? আর দেরী করো না। এই মুহূর্ত্তে মেয়েটিকে নিয়ে চলে যাও।

জয়চন্দ্র। কার মেয়েকে কোথায় নিয়ে যাব আমি? যাকে তাকে আমি নিয়ে যেতে পারব না।

বংশিদাস। তবে কি মেয়েটা ডাকাতের হাতে মরবে?

জয়চন্দ্র। মরুক।

জুলেখা। মুসলমানের মেয়ে যত মরে, ততই ভাল।

বংশিদাস। পাগলামি করো না জয়চন্দ্র। তুমি জান, কাশেম আলি কেনারামের কত বড় শত্রু। সে যদি টের পায় যে কাশেম আলির মেয়ে এখানে এসেছে, তাহলে এ বালিকাকে হয়ত জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। যাও যাও, ওকে নিয়ে তুমি চলে যাও। উপকার যদি করেছ,—খেয়ালের বশে তা প্রত্যাহার করো না।

জয়চন্দ্র। তাহলে আপনারাও আমাদের সঙ্গে চলুন।

বংশিদাস। তা হয় না বাবা। মা মনসা আমায় স্বপ্ন দিয়েছেন, এই নলবনে এক পঞ্চপর্ণ গুল্ম আছে; তার শেকড় বেটে মনসার বড়িতে মিশিয়ে খাওয়ালে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হবে। সংসারে কেউ আর মরবে না। যমরাজের অকারণ অবারণ দণ্ড আমি ব্যর্থ করব; মানুষকে আমি অমর করব। ওই কার পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। যাও বাবা যাও।

জয়চন্দ্র। আপনি এ কি অন্যায় আদেশ কচ্ছেন? একটা মুসলমানের মেয়েকে নিয়ে—

জুলেখা। নিঃশ্বাস গায়ে লাগলে জাত যাবে, না? থাক হিন্দু থাক, তোমার জাত নিয়ে তুমি নিরাপদে থাক, আমি একাই চলে যাচ্ছি, যা হয় হবে।　　　　　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

বংশিদাস। কি করলে তুমি নির্ব্বোধ? মেয়েটাকে রক্ষাই বা করলে কেন, আর এমনি করে মৃত্যুর মুখে ঠেলেই বা দিলে কেন?

জয়চন্দ্র। আমি কি জানি ও কাশেম আলির মেয়ে? তাহলে যেটুকু প্রাণ ছিল, গলা টিপে তা শেষ করে দিতাম। এই কাশেম আলি কত হিন্দুকে যে মুসলমান করেছে, তার সংখ্যা নেই।

বংশিদাস। তার জন্য তার মেয়ে ত দায়ী নয়—

জয়চন্দ্র। এরা সব সমান। এই মেয়েটা যদি সুযোগ পায়, হয়ত আপনার আর আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেবে।

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। সেই ভয়ে তুমি একটা অসহায় মেয়েকে একা বিপদের মুখে ছেড়ে দিলে? তুমি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, মানুষের জীবনের দাম এতটুকু তোমার কাছে? বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তুমি, দধীচির বংশধর তুমি, নিজের জীবন দিয়ে তুমি সবাইকে রক্ষা করবে, ক্ষুদ্র এ সঙ্কীর্ণতা তোমার জন্য নয়।

জয়চন্দ্র। চন্দ্রাবতি,—

চন্দ্রাবতী। যাও যাও, যাকে বাঁচিয়েছ, তাকে নিরাপদে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এস। নইলে বুঝব তুমি কাপুরুষ, তোমার কবিত্ব মুখের কথা, তোমার ব্রাহ্মণত্ব অভিনয়!

জয়চন্দ্র। তোমার নারীত্ব ছলনা, তোমার বিবেকবুদ্ধি অতীতের কাহিনী, তোমার চোখ আছে—দৃষ্টি নেই। কাশেম আলির মেয়ে বেঁচে যাবে,—কিন্তু মরব তুমি আর আমি।

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। ওষুধ পেয়েছ বাবা?

বংশিদাস। না মা, এই যাচ্ছি।

কেনারামের প্রবেশ।

কেনারাম। এ ঠাকুর, কি নাম তোমার?

বংশিদাস। আমার নাম কবিরাজ বংশিদাস ভট্টাচার্য্য।

কেনারাম। ও, তুমি সেই কবরেজ, যার বড়ি খেলে মড়া মানুষ বেঁচে ওঠে। তা এখানে মেয়ে নিয়ে এসেছ কি মরতে?

বংশিদাস। মরব কেন?

কেনারাম। মরবে কেন? জান না এ কেনারামের রাজত্ব?

বংশিদাস। জেনে শুনেই ত এসেছি।

কেনারাম। কেন এসেছ? আমায় ধরিয়ে দিতে? না, আমার ধনদৌলতের খোঁজ নিতে?

চন্দ্রাবতী। তুমি কে?

কেনারাম। আমিই দস্যু কেনারাম।

চন্দ্রাবতী। তুমিই কেনারাম! শুনেছি তুমি ব্রাহ্মণের সন্তান, দেখতেও ত ভদ্রলোকের মত। তবে এ অসভ্যতা কচ্ছ কেন?

কেনারাম। ছুঁড়ী বলে কি? আমি অসভ্য?

বংশিদাস। ডাকাতকে অসভ্যই বলে বাবা।

কেনারাম। চোপরাও।

বংশিদাস। কুলীগিরি করে পেট চালাও নি কেন? দোরে দোরে ভিক্ষে কর নি কেন? ভিক্ষে না জুটে থাকে, গলায় দড়ি দিয়ে মর নি কেন?

কেনারাম। তোমরা গলায় দড়ি দাও নি কেন? একটা বামুনের ছেলের মা যখন শৈশবে মারা গেল, বাপ হয়ে গেল পাগল,—তখন ত সে ছোট বোনটিকে কোলে করে বামুনদের দোরে দোরে "হা অন্ন হা অন্ন" করে কত কেঁদেছিল; কেউ ত তাকে এক মুঠো ভাত দেয় নি। তিনদিন উপোসী থেকে যখন সে মামার কাছে গেল, সে কি করেছিল জান? অত তার গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, সিন্ধুক ভরা টাকা, তবু সে আমাদের একমুঠো ভাত দিলে না, বোনটাকে এক মুসলমানের কাছে বিক্রি করে দিলে, আর আমাকে বেঁচে দিলে এক জেলে কৈবর্ত্তের কাছে।

বংশিদাস। তাই বুঝি তুমি মানুষ না হয়ে ডাকাত হয়েছ? ধিক তোমাকে নরাধম।

কেনারাম। লোকটা কি পাগল? দস্যু কেনারামের নাম শুনলে বড় বড় পালোয়ান মূর্চ্ছা যায়, আর এই কাঁচকলা খেকো বামুন তাকে

চোখ রাঙিয়ে শাসন করে ? আমি যদি তোমাকে তুলে আছাড় মারি কে তোমায় রক্ষা করবে ?

বংশিদাস। দস্যু কেনারামের হাত থেকে কাশেম আলি খাঁর মেয়েকে যিনি রক্ষা করেছেন, তিনিই এই সহায় সম্বল শক্তিহীন ব্রাহ্মণকে এতদিন রক্ষা করেছেন, আজও যদি প্রয়োজন হয়, তিনিই রক্ষা করবেন।

কেনারাম। কার মেয়ে বললে ? কাশেম আলির ? কোথায় সে ?

চন্দ্রাবতী। এখানেই ছিল। এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে, আর তাকে পাবে না।

কেনারাম। আমি যে সেই মেয়েটাকেই খুঁজে মরছি। কে তাকে সরিয়ে দিলে ?

বংশিদাস। আমি।

চন্দ্রাবতী। না আমি।

কেনারাম। গরীবের জানমাল আমি নিই না বলে তোমরা কি মনে করেছ যে তোমাদের দুশমনিও আমি সইব ? আমার মুঠোর মধ্যে এত বড় শত্রু এসে পালিয়ে গেল, আর তোমরা করলে তাকে সাহায্য ! আমি তোমাদের হত্যা করব ;

বংশিদাস। কর।

কেনারাম। তোমাদের দেহ আমি শেয়ালকুকুর দিয়ে খাওয়াব।

বংশিদাস। মরে গেলে দেহের কি হবে, সে ভাবনা আমাদের নয়।

চন্দ্রাবতী। শুধু একটা অনুরোধ, আগে আমাকেই মার।

বংশিদাস। না দস্যু, আগে আমাকে মার।

কেনারাম। দুজনে একসঙ্গেই যমালয়ে যাও। [দুই হাতে আগ্নেয়াস্ত্র বাগাইল]

চন্দ্রাবতী। গীত।

পাতকীর ভগবান্!
পতিত পাবন তুমি যদি প্রভু
[কর] পাপীরে করুণা দান।

কেনারাম। হতভাগী বলে কি?

চন্দ্রাবতী। পূর্ব্বগীতাংশ।

যে অভাগা মা'র পায় নি স্তন্য,
ধরণী যাহারে দেয় নি অন্ন,
সবার পাপে যে হয়েছে বন্য,
দাও তারে পায় স্থান।

কেনারাম। চুপ. চুপ।

চন্দ্রাবতী। পূর্ব্বগীতাংশ।

যদি কিছু থাকে আমার পুণ্য,
কর মোরে প্রভু রিক্ত শূন্য,
আমারি পুণ্যে পাপীরে দয়াল করাও পুণ্যস্নান।

কেনারাম। ভাল হবে না বলছি।

চন্দ্রাবতী। পূর্ব্বগীতাংশ।

বিচার করে ত দাও নাই স্নেহ,
তাই ফলে ফুলে ভরা ধরা গেহ,
তোমারি করুণা প্রদীপে জ্বালাও পাপীর কঠিন প্রাণ।

চন্দ্রাবতী। মার ভাই মার, শুধু কথা দাও, আর কখনও ডাকাতি করবে না।

কেনারাম। কে তুই? ওরে তুই কে?

চন্দ্রাবতী। আমি তোমার বোন।

কেনারাম। আঃ, আবার বোনের কথা কেন? সে মরুক। টাকা নিবি? গয়না নিবি? সোনা-দানা মণি-মাণিক্যের পাহাড় আমি মাটির তলায় পুঁতে রেখেছি। আমার যা আছে, দশটা কাশেম আলির তা নেই। নিবি? তুই নিবি?

চন্দ্রাবতী। ডাকাতির অর্থ আমি নিই না।

কেনারাম। তুমি নেবে ঠাকুর? এস এস, এক মুহূর্ত্তে রাজা হয়ে যাবে। মনের আনন্দে ভরা পেটে তুমি গাইবে মনসার ভাসান, আর তোমার এই শয়তানী মেয়েটা ডাকবে এমনি করে পাতকীর ভগবানকে। এস।

বংশিদাস। না বাবা, আমি চিরদরিদ্র ব্রাহ্মণ। না খেয়ে মরব, তবু অধর্ম্মের ব্যাসাত নিয়ে রাজা হব না।

[চন্দ্রাবতীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

কেনারাম। একি হল? মানুষ টাকা দিলে নেয় না! মেয়েছেলে গহনা পেলে পরে না? তবে আমার মামা আমাদের বেঁচে দিলে কেন? এই এই, কোন্ ব্যাটা ভেতরে বসে হাসছিস্? পালা বলছি পালা, আমি বামুন হব না। আমি হেলে কৈবর্ত্ত, আমি ডাকাত। কিন্তু হাত থেকে অস্ত্র পড়ে যাচ্ছে কেন? হতচ্ছাড়ী মেয়েটা কি বলে গেল? আমার বোন্? হ্যাঁ হ্যাঁ, বোন্ বই কি? সেই স্পর্শ, সেই মায়াভরা চাহনি, এখনও আমার মনে আছে। আঃ, আমি পাগল হয়ে যাব, আমি পাগল হয়ে যাব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ।

হাসেম আলির প্রবেশ।

হাসেম। তাই ত রে বাবা, রাজ্যের মানুষগুলো হাসে না কেন বল দেখ? এদের হল কি?

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ। গীত।

হাসতে মোরা ভুলে গেছি,
পা ভেঙ্গে যায় নাচতে;
নিদয় নসীব আর দিলে না বাঁচার মত বাঁচতে।
অশ্রু ঝরে হাসতে গেলে,
পাব না যা এলুম ফেলে,
কলম ছেড়ে ধরতে হল ফসল কাটা কাস্তে।
হাসব কত দেঁতো হাসি,
কান্না বুকে রাশি রাশি,
জনম বুঝি কাটবে পরের মাথার উকুণ বাছতে।

হাসেম। যা যা পালা, ওই ছোট বেগম আসছে। এই নে বকশিস্। যা চলে যা।

[গলার হার ছুঁড়িয়া দিল; বাঈজীগণ তাহা কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল]

হাসেম। কোথায় যেন কি গোলমাল হয়ে গেছে। এমন নিরানন্দ পুরী ত কখনও দেখি নি।

ময়নার প্রবেশ।

ময়না। বাঈজীদের গান শুনছিলে বুঝি ?

হাসেম। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ময়না। আমি যে বললুম, আমি গান গাইছি, সে কথাটা শুনতে পাও নি ? সেতার আনতে গেছি, এর মধ্যেই পালিয়ে এসেছ। কেন বল ত ? আমার গান আর ভাল লাগে না ?

হাসেম। না না, ভয়ানক ভাল লাগে। তবে তুমি নাচতে জান না কি না। আজকাল নাচ ছাড়া গান বেশ জমে না। মনীষীরা বলেন, নাচ হচ্ছে স্ত্রীলোকের ভূষণ।

ময়না। কোন্ মুখপোড়া মনীষী বলেছে ?

হাসেম। এই কবি কালিদাস,—

ময়না। হিন্দু কবির মুখে আগুন।

হাসেম। তা ছাড়া আবুল ফজল, কবি ফের্দৌসী,—

ময়না। মিছে কথা বলো না। আমিও কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছি।

হাসেম। বেশ করেছ। এত লেখাপড়া না শিখে দু চারখানা ভাল গান যদি শিখতে। এই ধর, [সুরে] আধ জনম হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল॥

ময়না। থামো। আমি ভাল গান জানি না ? জানে ওই শয়তানী বাঈজীরা ? জান, আমি দশ বছর ওস্তাদের কাছে গান শিখেছি ?

হাসেম। অতি উত্তম করেছ। কিন্তু প্রিয়ে, আমার কাণদুটো ত ওস্তাদ রেখে তৈরী করি নি। আমার এই হাংলা বাংলা বাঈজীদের গানই ভাল লাগে।

ময়না। আসল কথা বাঈজীদের মুখ দেখে তুমি ভুলেছ।

হাসেম। বুঝতেই ত পাচ্ছ, আর কেন লজ্জা দাও?

ময়না। লজ্জা শরম কি তোমার আছে?

হাসেম। একটু একটু আছে!

ময়না। ছাই আছে। মুখখানা সুন্দর কি না, রাস্তায় বেরুলেই মেয়েগুলো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, আর তুমিও মজা পেয়ে যাও। যত আমি তোমায় আড়াল করে রাখতে চাই, ততই তুমি শিস্‌পা তোল। বাঈজীগুলোকে আমি আজই তাড়াব।

হাসেম। অমন কাজ করো না। ওরা বেশ গায়,—

ময়না। বেশ গায়?

হাসেম। দেখতেও বেশ চমৎকার!

ময়না। কি?

হাসেম। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে ওরা খুব ভালও বাসে।

ময়না। যাচ্ছি আমি; এক্ষুণি তাড়াব।

হাসেম। অমনি হনহন করে চললে যে? কি বলতে এসেছিলে, তাও ত বললে না।

ময়না। আমি বলব, তবে তুমি বুঝবে? তুমি কি কাণা? কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না? তোমার বড় ভাই যে সর্ব্বস্ব গ্রাস করে নিলে।

হাসেম। তাই ত দেখছি।

ময়না। দেখছ ত নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝে নেবে কবে? তোমার বাবা মরার সময় রাজ্যটা দুভাগ করে রেখে গেছেন, শোন নি তুমি?

হাসেম। শুনেছি।

ময়না। তবে তোমার ভাগ তুমি এখনও চেয়ে নিচ্ছ না কেন? আমি আর কতদিন বড় বেগমের মুখনাড়া সইব? কি, কথা বলছ না যে?

হাসেম। তোমার বলা শেষ হক, তবে ত বলব?

ময়না। তোমার মত অপদার্থের হাতে কেন বাবা আমায় তুলে দিয়েছিলেন, তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না।

হাসেম। যদি বল ত আমি তোমায় তালাক দিই, তুমি আর কাউকে নিকে কর।

ময়না। কি?

হাসেম। চটো না প্রিয়ে। কথা হচ্ছে, অর্দ্ধেক রাজ্য পেলেও ত আমি রক্ষা করতে পারব না।

রহিমের প্রবেশ।

রহিম। এও কি একটা কথা হল মিঞা? ঘোড়া কিনতে পারলে আবার চাবুকের অভাব? তোমার কিচ্ছু করতে হবে না; আমার চাচাত বোন এই ময়না বিবি একা অমন দশটা রাজ্য চালাতে পারে।

হাসেম। আর তুমি ত আছই নৈবেদ্যের উপর ফুল বাতাসা।

রহিম। হেঃ-হেঃ-হেঃ।

হাসেম। এতক্ষণে প্রাণটা শীতল হল। দুদিন ধরে কারও মুখে হাসি দেখি নি। তোমার দন্ত বিকাশ দেখে মনে হচ্ছে, রাজ্যটা এখনও বাসের অযোগ্য হয় নি।

ময়না। বাজে কথা রাখ। খোদার কসম, আর একদিনও দেরী করো না; আজই তোমার ভাগ তুমি চেয়ে নাও।

হাসেম। তা ত চাইতেই হবে। কিন্তু চাইলে যদি না দেয়?

রহিম। না দেয় গলা টিপে আদায় করবে। পারবে না ?

হাসেম। তোমার মত বীরপুরুষ যখন আমার সহায়, তখন পারব না কেন ?

রহিম। কিচ্ছু ভাবনা নেই। তুমি তোমার পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে সব আমার হাতে ছেড়ে দাও, দেখবে রাজ্যটাকে আমি দশ বছরের মধ্যে—

হাসেম। নিলেমে তুলে দেবে।

রহিম। শুনলি ?

ময়না। সব কথায়ই তোমার ঠাট্টা। তুমি আমার কথা শুনবে কি না, তাই আমি জানতে চাই।

হাসেম। না শুনে কি পারি ? তুমি স্ত্রী, ভক্তিভাজন ; তোমার কথা অমান্য করলে নরকে যেতে হবে যে। তবে—

ময়না। ওসব 'তবে' 'কিন্তু' আমি শুনব না। রাজ্য আমার চাইই চাই, এই সোজা কথা বলে গেলুম।

[প্রস্থান।

হাসেম। হ্যাঁ হে মিঞা, বড় বেগম ত তোমার আপন বোন, তবে তার ক্ষতি করবার জন্যে এত উঠে পড়ে লেগেছ কেন বল ত ?

রহিম। তুমি ত জান, আমি চিরদিন ধর্ম্মের সেবক।

হাসেম। ধর্ম্মের জন্যেই বুঝি বউকে গলা টিপে মেরে ফেলেছ ?

রহিম। আরে মিঞা, ওর চরিত্র খারাপ ছিল।

হাসেম। তবে যে তোমার সম্বন্ধী বলে, তোমারই চরিত্র খারাপ।

রহিম। আমি এক ঘুষিতে ওর মাথা ভাঙ্গব।

হাসেম। ঘুষিটা আমাকে দেখাচ্ছ কেন ?

রহিম। দেখ হাসেম মিঞা তোমাকে বলি শোন—

হাসেম। একটু পরেই বলো। হঁ্যা হে রহিম মিঞা, রাজ্যের লোকেরা হাসে না কেন? জোরে কেউ কথা বলে না কেন? আর ঘরে ঘরে কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি ত আর শুনতে পাচ্ছি না।

রহিম। শুনবে কি করে? বড় বড় গেরস্থ যারা ছিল, সবাইকে ধরে কলমা পড়িয়ে দিয়েছে।

হাসেম। কলমা পড়িয়েছে কি হে?

রহিম। তবে আর বলছি কি?

হাসেম। এ অসম্ভব সম্ভব করলে কে?

রহিম। সব এই মাথা।

হাসেম। তোমার মাথাটা আমি পাঁচ হাজার আশরফি দিয়ে কিনে নেব যদি রাজ্যটা হাতে পাই।

রহিম। পাবে কি বলছ? পেয়ে গেছ।

হাসেম। তোমার দোয়া থাকলে সবই সম্ভব।

রহিম। হেঃ হেঃ হেঃ।

কাশেম আলির প্রবেশ।

কাশেম। কে এখানে?

রহিম। এই যে জনাব, আপনার কথাই হচ্ছিল। হাসেম ত অবাক; বলে;—এত হিন্দুকে তোমরা কলমা পড়ালে কি করে? আমি বললুম,—সব তোমার দাদার কীর্ত্তি। খোদার দোয়ায় আর দশ বছর যদি উনি বহাল তবিয়তে থাকেন, তাহলে এ রাজ্যে হিন্দু বলতে আর কেউ থাকবে না।

কাশেম। দশ বছর লাগবে?

হাসেম। দাদা, এই পাঁচ বছরে কত হিন্দুকে তুমি কলমা পড়িয়েছ?

কাশেম। প্রায় পঞ্চাশটা পরিবার।

হাসেম। এরা কি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে ?

কাশেম। তাই কি কেউ করে ? এক একটা অজুহাতে আমি এক এক জনকে ধর্ম্মত্যাগ করতে বাধ্য করেছি।

হাসেম। বেশ করেছ। এতে ইসলামেরও লাভ হয় নি, তোমারও লাভ হয় নি।

রহিম। এ তুমি বলছ কি হে হাসেম মিঞা ?

হাসেম। কি করে পারলে দাদা ? তুমি ত দেশের মালিক; প্রজাদের জান মান ধর্ম্ম রক্ষা করা তোমারই ত কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য কি তুমি এমনি করেই পালন করেছ ?

কাশেম। বাচালতা করো না যুবক। আমার কর্ত্তব্য আমি ঠিকই বুঝেছি।

হাসেম। বোঝ নি মালিক। ইসলামের ধ্বজা তুলে ধরবার জন্য মোল্লা-মৌলভী-হাফেজ-ইমাম অসংখ্য আছে; মক্কা মদিনা আছে, ফকির দরবেশ আছে; সে জন্য তোমার মাথা ঘামাবার প্রয়োজন ছিল না। তোমার কাজ প্রজাদের রক্ষা করা। তা যদি তুমি না পার, তামাম হিন্দুস্থানে ইসলামের জয়পতাকা উড়িয়ে দিলেও তোমার জাহান্নামের পথ কেউ রোধ করতে পারবে না।

কাশেম। হাসেম আলি খাঁ!

হাসেম। ছেলেবেলা থেকে ভোরবেলা উঠে শুনে আসছি,—রায়দের চণ্ডীমণ্ডপে ভটচায্যিদের পূজোর ঘরে কাসর ঘণ্টা শঙ্খধ্বনির সেই মন-মাতানো সমারোহ। তারই সঙ্গে মসজিদে মসজিদে পাগলকরা আজান-ধ্বনি। মনে হত খোদা আর ভগবানের আশীর্ব্বাদ একসঙ্গে মিশে ধারায় ধারায় আমাদের মাথায় ঝরে পড়ছে। এ অপূর্ব্ব সঙ্গীত তুমি বন্ধ করে দিলে দাদা ? প্রজাদের মুখের কথায় এই দেশেরই এক রাজা নিজের

স্ত্রীকে বনবাস দিয়েছিলেন ; আর তুমি প্রজাদের মুখের হাসিটুকুও কেড়ে নিলে ?

রহিম। আরে দূর মিঞা, হিন্দুদের জন্যে তোমার চোখ ছলছল কচ্ছে কেন ? ওরা মরুক।

হাসেম। তা ত বটেই। দেশটা তোমাদেরই পৈতৃক সম্পত্তি, তোমরাই ভোগ কর, তোমরাই শুধু বেঁচে থাক, ওরা সব মরে ছাই হয়ে যাক। চেয়ে থাকবে আরবের দিকে, আর ভোগ করবে এ দেশের ফলশস্য, তা হবে না মুসলমান। বহু জাতি, বহু ধর্ম্ম, বহু ভাষা নিয়ে এ দেশ গড়া। এদের সবাইকে সহ্য করে যদি মানিয়ে চলতে না পার, বেরিয়ে যাও তোমরা এ দেশ থেকে।

কাশেম। তুমি বেরিয়ে যাও কুলাঙ্গার।

নাদিরার প্রবেশ।

নাদিরা। কেন বল ত ? ছেলেটা সবে দুদিন এসেছে, এরই মধ্যে তোমার চোখ টাঁটিয়ে উঠল ? অত চোখ টাঁটানো ত ভাল নয় জনাব।

কাশেম। নাদিরা!

রহিম। তুমি আবার এর মধ্যে কেন এলে দিদি ? এদের ভাইয়ে ভাইয়ে কথা, তার মধ্যে তোমার মাথা গলাবার দরকার কি ?

হাসেম। তোমারই বা কি দরকার মিঞা ? তোমাকে ত কেউ ডাকে নি।

রহিম। নাই বা ডাকলে। আমি হচ্ছি—

হাসেম। তুমি হচ্ছ একটি দুপেয়ে জানোয়ার।

নাদিরা। তাও ভাল জানোয়ার নয়, খেকশিয়াল।

রহিম। খেকশিয়াল বই কি ? সেইজন্যেই ত তুমি আমার কথা গ্রাহ্যই কর না। বারবার করে তোমায় বারণ করলুম, মেয়েকে ভাসান

দেখতে পাঠিও না, তুমি তবু তাকে যেতে দিলে। এখন বোঝ কত ধানের কত চাল।

[প্রস্থান।

কাশেম। ভাসান দেখতে গেছে মুসলমানের মেয়ে!

নাদিরা। গুণাহ্ হল বুঝি?

কাশেম। তুমি তাকে পাঠালে কোন্ সাহসে?

নাদিরা। আমি পাঠাব কেন? সে নিজেই লোক লস্কর নিয়ে নাচতে নাচতে গেছে, আমি বাধা দিই নি, এই আমার অপরাধ।

হাসেম। জুলেখা এখনও ফেরে নি ভাবি?

নাদিরা। না।

কাশেম। না? দুদিন হয়ে গেল, তবু মেয়েটা ফিরল না? আর তুমি এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ?

নাদিরা। বসে আছি কে বললে? আমি তাদের সন্ধান নিতে দশজন লোক পাঠিয়েছি। মেয়ে ত একা যায় নি, সঙ্গে অনেক লোক গেছে।

কাশেম। কেউ ফিরবে না নারি, তারা সবাই নৌকাডুবি হয়ে মরেছে।

নাদিরা। মরে মরুক। ষোল বছর গায়ের রক্ত জল করে মানুষ করেছি। আর আমাকে কি করতে বল? মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও, আর আমি পারব না ও মেয়ের মেজাজ সহ্য করতে। দেখ দেখি, সেই গেছে, আজও ফিরল না? ভাবনায় বুকটা অসাড় হয়ে আসছে।

জুলেখার প্রবেশ।

জুলেখা। কিসের ভাবনা মা?

কাশেম। এই যে মা তুমি এসেছ ?

হাসেম। এত দেরী হল কেন মা ?

নাদিরা। কোথায় হাওয়া খেতে গিয়েছিলে ?

জুলেখা। জালিয়া হাওরে।

কাশেম। জালিয়া হাওর ! সেখানে যে দস্যু কেনারামের আড্ডা। সেখানে তুমি গেলে কেন ?

জুলেখা। আমাদের বজরা ঝড়ের বেগ সামলাতে না পেরে জালিয়া হাওরে গিয়ে পড়েছিল।

নাদিরা। কেনারাম তোমায় ধরে নিয়ে গিয়ে কাবাব করে খেলে না কেন ? তারও পেট ভরত, আমরাও বাঁচতুম।

জুলেখা। আমার দুর্ভাগ্য মা যে আমি প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি। সঙ্গে যারা গিয়েছিল সবাই মরে গেছে।

হাসেম। কেন কেন ? কি হল তাদের ?

জুলেখা। ডাকাতরা আমাদের বজরা লুট করেছে। পুরুষ যারা ছিল সবাইকে খুন করেছে।

কাশেম। তারপর ?

জুলেখা। আমি আর আমার সঙ্গিনীরা ডাকাত দেখে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়লুম। তাদের কি হল জানি না; আমিও বোধহয় মরেই গিয়েছিলুম,—কিন্তু আমায় বাঁচিয়ে তুলেছে এক হিন্দু। নিজের জীবন তুচ্ছ করে সেই আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে।

কাশেম। এ দুদিন কোথায় ছিলে তুমি ?

জুলেখা। এক রাত্রি একদিন ত নৌকাতেই কেটেছে। ঘুরে আসতে হল যে।

কাশেম। কার সঙ্গে এসেছ ?

জয়চন্দ্রের প্রবেশ।

জয়চন্দ্র। আমার সঙ্গে জনাব—

নাদিরা। কে বাবা তুমি? কোথায় বাড়ী তোমার?

জয়চন্দ্র। আমি রণখোলা গ্রামের শিবচন্দ্র শর্ম্মার ভাই জয়চন্দ্র।

হাসেম। তুমিই জয়চন্দ্র!! তোমার নাম আমরা অনেক শুনেছি। তোমার মত পরোপকারী যুবক আমাদের জায়গীরের গৌরব। বল কি পুরস্কার চাও তুমি।

জয়চন্দ্র। পুরস্কারের কাজ আমি কিছু করি নি জনাব। বিপন্নকে রক্ষা করা মানুষের ধর্ম্ম, আমি সেই ধর্ম্মই পালন করেছি। পুরস্কার যদি দিতে হয়, কবিরাজ বংশিদাসকে দেবেন। আমি আপনার কন্যার মুমূর্ষ, দেহটাকে ডাঙ্গায় তুলেছিলাম,—

কাশেম। নিজের হাতে!

নাদিরা। তারপর?

জয়চন্দ্র। হাত দিয়ে দেখলুম, নাসিকায় নিঃশ্বাস নেই, বুকে স্পন্দন নেই।

কাশেম। দেখলে? হুঁ। [পদচারণ]

জুলেখা। তারপর কবিরাজ বংশিদাস এলেন তার মনসার বড়ি নিয়ে। মনসার মন্ত্র পড়ে সেই বড়ি আমার মুখে ফেলে দিলেন।

কাশেম। মনসার বড়ি!!!

নাদিরা। চীৎকার কচ্ছ কেন? কি হয়েছে তাতে?

কাশেম। কি হয়েছে? মনসার বড়িতে কি আছে জান? শূয়ারের চর্ব্বি।

জয়চন্দ্র। মিথ্যা কথা।

নাদিরা। এ হিন্দুবিদ্বেষী হেকিমদের রটনা।

জুলেখা। হেকিমদের কথা তুমি বিশ্বাস করো না বাপজান। আমি যে ব্রাহ্মণকে দেখেছি; তিনি কোন অন্যায় করতে পারেন না। তাঁর কোন অনিষ্ট করার কল্পনাও তুমি করো না, মাথায় বজ্রাঘাত হবে।

[প্রস্থান।

নাদিরা। যাও বাবা জয়চন্দ্র, তুমি এখন যাও।

কাশেম। না শোন? আমার মেয়ে মরত, তুমি হিন্দু তার মুমূর্ষু দেহ তুলে আন কোন্ সাহসে?

জয়চন্দ্র। যে সাহসে প্রতিবেশীর বাড়ীতে ডাকাত পড়লে আমিই আগে এগিয়ে যাই, মুসলমানের বাড়ীতে আগুন লাগলেও আমিই গিয়ে পুড়ে মরি। মানুষের এ স্বাভাবিক ধর্ম্ম আমার ধমনীর রক্তে, অস্থিতে মজ্জায়। বুঝতে পারি নি জনাব যে বিপন্ন মুসলমানকে রক্ষা করলে হিন্দুর অপরাধ হয়। এ অপরাধ আর কখনও করব না জনাব, ক্ষমা করুন, ক্ষমা। [প্রস্থানোদ্যোগ।

কাশেম। দাঁড়াও যুবক।

নাদিরা। আশ্চর্য্য তোমার বিবেচনা। ছেলেটা তোমার এতবড় উপকার করেছে, আর তুমি তাকে মুখের ধন্যবাদটুকুও দিলে না, উল্টে ক্যাট ক্যাট করে দশটা কথা শুনিয়ে দিলে!

কাশেম। উপকার!

হাসেম। এর চেয়ে বেশী উপকার আর কে আমাদের করেছে দাদা?

কাশেম। বংশের ইজ্জৎ গেল, মানমর্য্যাদা রসাতলে গেল—

নাদিরা। তাহলে তুমি এবার থেকে ওই হাতুড়ে হেকিমের ওষুধই খেও, হিন্দু কবিরাজকে যেন আর ডেকো না; ইজ্জৎ যাবে, গুণাহ্ হবে, মোল্লা মৌলভীরা গোঁসা করবে। [প্রস্থানোদ্যোগ।

হাসেম। দাদা,—

নাদিরা। দাদা মরে ভূত হয়েছে ; এ রাজ্যে আর থেকো না মিঞা। নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে পালাও বলছি, পালাও। [প্রস্থান।

কাশেম। জয়চন্দ্র,—

জয়চন্দ্র। আদেশ করুন জনাব।

কাশেম। এ কাউকে বলাও যায় না, সওয়াও যায় না। কথা গোপন থাকবে না, সমগ্র মুসলমান সমাজ আমায় ধিককার দেবে।

হাসেম। তাহলে আমরা একঘরে হয়েই থাকব। তবু দোহাই তোমার, উপকারীর উপকার তুমি অস্বীকার করো না। যাও জয়চন্দ্র, তুমি যাও।

কাশেম। না, শোন। যা করেছ তুমি, এরপর এ মেয়েকে হয়ত আর কেউ গ্রহণ করবে না।

হাসেম। একজনকে চাইলে একশোজন আসবে।

কাশেম। তারা টাকাকে সাদি করবে, আমার মেয়েকে নয়। সবার সব নিন্দা তুমিই স্তব্ধ করে দাও যুবক। জুলেখাকে তুমিই বিবাহ কর।

হাসেম। বিবাহ!

জয়চন্দ্র। আমি পারব না জনাব!

কাশেম। পারতেই হবে।

হাসেম। তুমি কি পাগল হয়েছ? হিন্দুমুসলমানে বিবাহ!

কাশেম। হিন্দু মুসলমানে নয়, মুসলমানে মুসলমানে, জয়চন্দ্র,—

জয়চন্দ্র। আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে।

কাশেম। কার সঙ্গে?

জয়চন্দ্র। কবিরাজ বংশিদাসের কন্যা কবি চন্দ্রাবতীর সঙ্গে।

কাশেম। তার বিবাহের ভার আমি নিলাম।

জয়চন্দ্র। আপনি পিতৃতুল্য ; তবু আপনাকে বলছি,—আমার মন চন্দ্রাবতীতে ভরা, সেখানে স্বর্গের অপ্সরারও স্থান নেই। পাঠশালায় আমরা একসঙ্গে পড়তুম, একসঙ্গে কবিতা লিখতুম। সেই থেকেই আমি জানি সে আমার, আর সে জানে আমিই তার স্বামী।

হাসেম। যেতে দাও দাদা, যেতে দাও। দেশের মালিক তুমি, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের বিবাহ দিয়ে দাও। আশীর্ব্বাদ কর, ওরা সুখী হক, তোমার রাজ্যের সাহিত্য সম্পদ বৃদ্ধি করুক।

কাশেম। তুমি স্তব্ধ হও বাচাল। জয়চন্দ্র, শুনতে পাচ্ছ? জনাব কাশেম আলি খাঁর আদেশ।

জয়চন্দ্র। আমার পিতা স্বর্গ থেকে নেমে এসে যদি আদেশ করেন, তবু আমি আমার বাগদত্তাকে ত্যাগ করব না।

কাশেম। অর্থ দেব, জায়গীর দেব ; তুমি যা চাও, তাই দেব।

জয়চন্দ্র। আমি চাই, আমার আশা আপনি ত্যাগ করুন। আমি চন্দ্রাবতীকে ছাড়া কাউকে বিবাহ করব না।

কাশেম। তবে কারাগারে বসে চন্দ্রাবতীর স্বপ্ন দেখ গে যাও। মেহের আলি,—

মেহের আলির প্রবেশ।

মেহের। ফরমাইয়ে জনাব।

কাশেম। এই বেয়াদপ হিন্দুকে কারাগারে নিক্ষেপ কর। সূর্য্যের আলো যেন এর চোখে না পড়ে। একবেলা আধপেটা খেতে দেবে। দেখি এর কত হিন্দুয়ানি।

জয়চন্দ্র। চমৎকার কাজির বিচার! যে জন্য মুসলমান পেত জায়গীর, তার জন্য হিন্দুর হল কারাবাস! অপূর্ব্ব বিচার!

[মেহের আলি সহ প্রস্থান।

হাসেম। এমন অধর্ম্ম তুমি করো না দাদা। মাথায় বজ্রাঘাত হবে। ওকে ফিরিয়ে আন, পুরস্কার না দাও, অন্ততঃ আঘাত করো না।

কাশেম। শুধু ওকে নয়, ওর যে যেখানে আছে, সবাইকে আমি কারারুদ্ধ করব। আর বংশিদাসকে বেঁধে এনে জীবন্ত কবর দেব।

হাসেম। আসল কথা দুটো হিন্দুকে নির্য্যাতন করবার এমন সুযোগ তুমি ত্যাগ করবে না। তাহলে আমার প্রাপ্য তুমি মিটিয়ে দাও দাদা, আজই,—এখনি। তোমার অংশে তুমি সব হিন্দুকে ধরে এনে কলমা পড়িয়ে দাও, আমার অংশে হিন্দুরা একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক।

[প্রস্থান।

কাশেম। আচ্ছা, তাই হবে। কাফেরের সঙ্গে এক বাড়ীতে আমিও আর বাস করতে চাই না।

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। গীত।

মোদের শুধু বাঁচতে দাও,
চাই না বিভব চাই না খেতাব,
ধর্ম্ম রেখে প্রাণ বাঁচাও।
প্রভু তুমি সুখে থাক, দিই না মোরা বাধা,
থাকব মোরা সবাই হয়ে তোমার পায়ের কাদা।
রাম রহিমে ভেদ কি আছে,
মানুষ যারা তাদের কাছে,
আল্লা যিনি, তিনিই হরি, জেনেও কেন ভুলে যাও ?

কাশেম। কোথায় বাড়ী তোর ?

ভৈরব। রণখোলা গেরামে।

কাশেম। যা, কলমা পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাক। এ রাজ্যে হিন্দু কেউ থাকবে না; আমি সবাইকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা দেব। তবে আমার নাম কাশেম আলি খাঁ।

[প্রস্থান।

ভৈরব। হালার পো হালা মরে না?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বংশিদাসের বাড়ী।

ব৻শিদাসের প্রবেশ।

বংশিদাস। কিছুতেই ত মিশছে না। এতবার জ্বাল দিলুম, হয় পুড়ে যায়, না হয় জল হয়ে যায়। পারব না মৃত্যুঞ্জয়ী ঔষধ প্রস্তুত করতে? মা মনসা কি মিথ্যা স্বপ্ন দিলেন? মানুষ কি অমর হবে না? দিনের পর দিন মৃত্যু এসে তার বুকে হাঁটু দিয়ে বসবে? না না, তা হবে না; মানুষকে আমি নিশ্চয়ই অমর করব।

কাঙালীর প্রবেশ।

কাঙালী। সব বুঝে নাও ভটচাযি্য মশায়। একেবারে বাজার ঝেঁটিয়ে বিয়ের সব জিনিষ পত্র নিয়ে এলুম। কেউ আর বলতে পারবে না যে অমুক জিনিষটা নেই। বুঝে নাও,—এক মণ সর্ষের তেল,—

বংশিদাস। তেলে হবে না, তেলে হবে না, সব ওষুধ পুড়ে ড্যালা পাকিয়ে যাবে।

কাঙালী। চার মণ চাল, দু মণ গুড়, তি রিশ সের চিনি—

বংশিদাস। দেখা হয়েছে, দেখা হয়েছে ; চিনি দিয়েছ কি মরেছ,— সব ওষুধ একেবারে জল।

কাঙালী। তবে কি চিনি ফেরৎ দিয়ে বাতাসা আনব ?

বংশিদাস। দূর হতভাগা। এসব বাতাসার কাজ নয়। আচ্ছা, একটু হীরাকস দিলে কেমন হয় ?

কাঙালী। কিসের কস্ বললে ?

বংশিদাস। হীরাকস ?

কাঙালী। চাটনী হবে না কি ? কসের চাটনী বর যাত্রীরা খাবে কি করে ? তোমার কি মাথা খারাপ হল ? চাটনীর জন্যে ত আমড়া এনেছি।

বংশিদাস। আমড়া দিয়ে কখনও ওষুধ হয় ?

কাঙালী। ওষুধের কথা কে বলছে ওষ্ঠীর মাথা ? ভারী তুমি এক ওষুধ নিয়ে পড়েছ। দিন নেই, রাত নেই ; নাওয়া নেই, খাওয়া নেই ; খালিই জ্বাল দিচ্ছ, আর মা মনসাকে ডাকছ। মা মনসার বাপের ওলাউঠো হক।

বংশিদাস। কি বললি ?

কাঙালী। বলছি তোমার মাথা। কালী হরি মহাদেব লক্ষ্মী কাউকে তোমার মনে ধরল না, ধরল কি না চ্যাংমুড়ি কাণীকে।

বংশিদাস। কাণা কাণী করিস নি। জানিস্, কত বড় জাগ্রত দেবতা ?

কাঙালী। কেন জানব না ? আমি হালদারদের বাড়ী মনসার পাঁচালী শুনি নি ? লক্ষ্মীন্দরকে মেরেছিল বলে চাঁদ সদাগর কাণীকে জুতিয়ে তক্তা বানিয়েছিল।

৪১ বংশিদাস। যা যা, গোমুখ্যু কোথাকার। বামুনের ঘরে এতবড় গরু আর আমি কোথাও দেখি নি।

কাঙালী। তোমার মত বদ্ধ পাগলও আর আমি দেখি নি। আজ বাদে কাল তোমার মেয়ের বিয়ে, আর তুমি পড়ে পড়ে খালি তোমার বাপের পিণ্ডি জ্বাল দিচ্ছ।

৪২\ বংশিদাস। জ্বাল দেব না? তুই কি বুঝবি মূর্খ? মা মনসা স্বপ্ন দিয়েছেন,—

কাঙালী। মা মনসার মাথায় ঝাড়ু মারি আমি।

বংশিদাস। কাঙালি!

কাঙালী। আরে ঠাকুর, মেয়েটা যে নিজের বিয়ের কাজ করে নিজেই খাটতে খাটতে মরে গেল।

বংশিদাস। কে মরে গেল? আবার কে মরে গেল? অপেক্ষা করতে বল কাঙালি, ওষুধটা একবার নামলে হয়। কেউ আর মরবে না। মায়ের বুক শূন্য করে কেউ আর চলে যাবে না। কারও সিঁথির সিঁদূর হাতের শাঁখা আর ঘুচে যাবে না। হীরাকস্ দেব না যবক্ষার মিশিয়ে দেব?

কাঙালী। তার চেয়ে তোমার নিজের মাথাটা জ্বাল দাও গে। দেশে এত বামুন থাকতে তোমার মত অখাদ্য বামুনকে বাবা কেন মেয়ে দিয়েছিল, তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না। বলি মেয়ের বিয়ে কি তোমার না আমার?

বংশিদাস। মেয়ের বিয়ে!

কাঙালী। চোখ ছানাবড়া করলে যে? নিজের বিয়ের বেলা ত খুব গরজ ছিল, আর মেয়ের বিয়ের তারিখটাও বোধহয় মনে নেই?

বংশিদাস। কেন থাকবে না? এখনও সব আয়োজন করিস নি কেন হতভাগা? কাল যে অধিবাস। হীরাকস; যবক্ষার, কোয়াশিয়া। করেছিস্ কি তুই এতদিন?

কাঙালী। তোমার পিণ্ডি চটকেছি, আর তোমার কাণীর শ্রাদ্ধ করেছি।

বংশিদাস। থাম হতভাগা। হীরাকস, যবক্ষার, কোয়াশিয়া।

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। বাবা,—

বংশিদাস। এই যে মা। কোন ভয় নেই; আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

চন্দ্রাবতী। তুমি আহ্নিক করলে না বাবা?

বংশিদাস। আহ্নিক এখনও করি নি?

চন্দ্রাবতী। তোমার হল কি বাবা? জালিয়া হাওর থেকে ফিরে এসে তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? খেতে দিলে খাও না, আহ্নিক করতে ভুলে যাও, রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠ। মানুষকে অমর করতে গিয়ে তুমি নিজেই যে মরতে বসেছ।

বংশিদাস। ওরে না রে, তোকে পাত্রস্থ না করে আমি কি মরতে পারি? তোর ছেলে হবে, মেয়ে হবে; কেউ ধরবে ডান হাত, কেউ ধরবে বাঁ হাত; কেউ কাঁধে উঠবে, কেউ কোচা ধরে টানবে; আকাশ থেকে স্বর্গ নেমে আসবে আমার ঘরে। না রে কাঙালি?

কাঙালী। হ্যাঁ ভট্‌চায্যি মশায়। তারা এসে তোমার চ্যাংমুড়ি কাণীকে দেশছাড়া করবে।

চন্দ্রাবতী। কেন বাজে কথা বলছ মামা?

কাঙালী। বলছি কি সাধে? পরশু যার মেয়ের বিয়ে ; সে এখনও পিণ্ডি জ্বাল দেয়?

বংশিদাস। হীরাকস, যবক্ষার, কোয়াশিয়া—

কাঙালী। ওই শোন্। আরে ঠাকুর, টাকা বার কর। গয়না আনতে যেতে হবে না?

বংশিদাস। টাকা!

কাঙালী। হ্যাঁ টাকা।

বংশিদাস। টাকা ত নেই।

কাঙালী। টাকা না থাকলে তোমার শ্রাদ্ধ হবে কি দিয়ে? স্যাকরার টাকা তিনশো, বরের পণ চারশো, দোকানের হিসেব আড়াইশো—

বংশিদাস। সবই ছিল কাঙালি। ঘরে সিঁধ কেটে চুরি হয়ে গেল। কি করব বল্।

কাঙালী। সে কথা পাত্র শুনতে পারে, দোকানীও সবুর করতে পারে, কিন্তু স্যাকরা শুনবে কেন?

চন্দ্রাবতী। গহনায় কাজ নেই মামা। দোহাই তোমার, তুমি বাবাকে গঞ্জনা দিও না। উনি যা কচ্ছেন, তাই ওকে করতে দাও। ওর সাধনায় বাধা দিও না।

কাঙালী। তবে তুইই টাকা বার কর পোড়ামুখি। টাকা ছাড়া ত বিয়ে হয় না।

বংশিদাস। কিছু ভাবিস নি কাঙালি। মা মনসার কাজ আমি কচ্ছি, আমার কাজ মা মনসাই করবেন।

কাঙালী। করুক ; এই আমি বসলুম। দেখি কাণীর কত বড় ক্ষ্যামতা।

বংশিদাস। হীরাকস, যবক্ষার, কোয়াশিয়া।

কাঙালী। ব্যস ব্যস, ওতেই আকাশ থেকে টাকা ঝরে পড়বে।

ছদ্মবেশে কেনারামের প্রবেশ।

কেনারাম। এ ঠাকুর, এ কবিরাজ ঠাকুর, শীগ্‌গির নাও, ধর। আমার আবার বাড়ীতে অসুখ, এক্ষুনি ছুটে যেতে হবে। এই নাও, ধর। [হাতে পেটিকা দিল]

বংশিদাস। কি বাবা? কি নিয়ে এসেছ?

কেনারাম। খুলে দেখ না, আমি কি জানি? তোমার নাম বংশী কবরেজ ত? ব্যস ব্যস, তাহলে আর দেখতে হবে না। নিয়ে নাও।

চন্দ্রাবতী। কি নিয়ে নেব?

কেনারাম। অত কথা বলবার সময় নেই। কত্তা যা দিয়েছে, তাই পৌঁছে দিয়ে গেলুম।

বংশিদাস। কে তোমার কর্ত্তা? কি পাঠিয়েছে?

কেনারাম। বলছি ত অত কথা বলবার সময় নেই।

কাঙালী। অনেক কথা ত বললে ভেটকীলোচন, আর কে কি পাঠিয়েছে, এই ছোট কথাটা বলতে পাচ্ছ না? না বললে যে ছোঁবে না রে বাবা। দেখছ না যেমন বাপ, তেমনি বেটী। স্যাকরা পাঠিয়েছে বুঝি?

কেনারাম। স্যাকরার নিকুচি করেছে। বকুলহাটির জমিদার তোমার কাছে স্যাকরা হল?

চন্দ্রাবতী। বকুলহাটির জমিদার!

বংশিদাস। তাঁর কাছে ত আমার কোন পাওনা নেই।

কেনারাম। না থাকে, তার সঙ্গে বুঝে নাও গে। আমার অত কথার সময় নেই। আমায় বললে—তেনার মনসার বড়ি খেয়ে আমার আধমরা ছেলে বেঁচে উঠেছে, তাকে পেন্নামী দিয়ে আয়।

বংশিদাস। কি প্রণামী দিয়েছে ?

কেনারাম। আমি কি দেখেছি না দেখবার সময় আছে ? বাড়ীতে গিন্নীর অসুখ ; এতক্ষণে বোধহয় মরেই গেছে।

বংশিদাস। মরবে না, কেউ মরবে না। হীরাকস, যবক্ষার, কোয়াশিয়া।

কেনারাম। সে আবার কি ?

বংশিদাস। আছে আছে ; একবার মেশাতে পারলে হয়। যমের দাঁত ভেঙ্গে দেব আমি। শোক সন্তপ্ত পৃথিবীর এই মড়াকান্না আমি স্তব্ধ করে দেব। হীরাকস, যবক্ষার, কোয়াশিয়া। আচ্ছা ওই সঙ্গে একটু পিপুল বেটে দিলে কেমন হয় ? তুমি কি বল ?

কেনারাম। পিপুল ফিপুল কিচ্ছু লাগবে না যদি কাশেম আলির মাথাটা বেটে দিতে পার। আচ্ছা চলি, আমার আবার সময় নেই। পায়ের ধুলো দাও ঠাকুর। তুমি ত ঠাকুরের মেয়ে। তোমারই না কি বিয়ে ? তা অমন ব্যাজার হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন দিদি ? স্যাকরা বুঝি গয়না দেয় নি ? কিচ্ছু ভেবো না দিদি, মা মনসা সব ঠিক করে দেবে। নমস্কার, নমস্কার।

[প্রস্থান।

কাঙালী। [পেটিকা লইয়া খুলিল] আরে ও ভটচায্যি মশায়, এ কি গো ? এ যে গহনা পত্তর !

চন্দ্রাবতী। সে কি মামা ? লোকটা ভুলে দিয়ে যায় নি ত ?

কাঙালী। না না, ভুল কেন হবে ? শুনলি না তোর বাপের নাম বললে।

বংশিদাস। ও আমি জানি। এ মা মনসার দান।

কাঙালী। মা মনসার বাপের বয়সে এত গহনা চোখে দেখেছে? কাজ করে মানুষ, আর নাম হয় দেবতার। দূর দূর, দেবতাগুলো মানুষ না কি? ইতর, ইতর সব ইতর।

[পেটিকা লইয়া প্রস্থান।

হলায়ুধের প্রবেশ।

হলায়ুধ। কবিরাজ আছ, কবিরাজ? এই যে।

বংশিদাস। কি হয়েছে হলায়ুধ, অমন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছ কেন? ঘরে মুমূর্ষু রোগী আছে বুঝি? কোন ভয় নেই। দুটো দিন টেনে রাখ, ওষুধটা একবার ভালয় ভালয় নেমে গেলে কাউকে আমি মরতে দেব না। শোন নি আমার মেয়ের কবিতা?

মৃত্যুরে করিব জয়, ভাঙ্গিবে বিশ্বের ভয়,
প্রিয়জনে হারাবে না কেউ,
অমৃত উজাড় করে বিলাইব ঘরে ঘরে,
বয়ে যাবে আনন্দের ঢেউ।

হলায়ুধ। থামো ঠাকুর, থামো; আমি তোমার মেয়ের কবিতা শুনতে আসি নি। পরের মরার কথা তোমায় ভাবতে হবে না, নিজের মরার কথা ভাব।

বংশিদাস। তার অর্থ?

হলায়ুধ। অর্থটা সদরে গেলেই বুঝতে পারবে; চল। জনাব কাশেম আলি খাঁ তোমায় তলব দিয়েছেন।

বংশিদাস। কেন বাবা, আমার ত খাজনা বাকি নেই।

হলায়ুধ। খাজনার কথা কে বলছে তোমাকে? তুমি তার বংশের অপমান করেছ, তার মেয়ের অমর্য্যাদা করেছ।

চন্দ্রাবতী। কাশেম আলি যাঁর মেয়ের অমর্য্যাদা করেছেন সর্ব্বজন-মান্য ঋষিকল্প পুরুষ কবিরাজ বংশিদাস? এ আপনি বলছেন কি?

হলায়ুধ। কি বলছি তোমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা কর।

বংশিদাস। আমার ত মনে পড়ে না বাপু কবে কোন বংশের অপমান করেছি, কোন নারীকে কটু কথা বলেছি।

হলায়ুধ। কে তোমাকে বলেছিল কাশেম আলির মেয়েকে মনসার বড়ি খাওয়াতে?

বংশিদাস। বিবেক বলেছিল বাবা, চিকিৎসক কি না।

হলায়ুধ। মনসার বড়িতে যে শূয়ারের চর্ব্বি আছে সে খেয়াল ছিল না তোমার?

বংশিদাস। ও সব মিথ্যা কথা বাবা।

হলায়ুধ। চল, যা বলতে হয় জাঁহাপনাকেই বলবে।

বংশিদাস। আমার এখন যাবার সময় নেই। কড়ায় ওষুধ চাপিয়েছি, না নামিয়ে যেতে পারব না। তা ছাড়া কাল বাদে পরশু আমার মেয়ের বিবাহ।

হলায়ুধ। বিবাহ! কার সঙ্গে বিবাহ?

বংশিদাস। শিবচন্দ্র শর্ম্মার ভাই জয়চন্দ্রের সঙ্গে।

হলায়ুধ। জয়চন্দ্র কারাগারে।

চন্দ্রাবতী। কারাগারে!

বংশিদাস। কেন? কেন? কোন্ অপরাধে?

হলায়ুধ। যে অপরাধে তোমাকে তলব দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রাবতী। বংশের অমর্য্যাদা! শাহাজাদীর অসম্মান।

বংশিদাস। ছি-ছি-ছি, এতগুলো প্রজার যিনি দণ্ডমুণ্ডের মালিক, তাঁর এ বিচার।

চন্দ্রাবতী। বিচার নয় বাবা, বিচার নয়। এ আর এক নূতন ছলনা। আরও দুজন হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম্মে টেনে নেওয়ার ষড়যন্ত্র! দেশে দেশে ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন ত যে কাশেম আলি থাঁর মেয়েকে একটা হিন্দু বেইজ্জৎ করেছে? নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার এ চক্রান্ত তার মত নির্ব্বোধের পক্ষেই সম্ভব।

হলায়ুধ। মরার পালক গজিয়েছে, না?

চন্দ্রাবতী। মরেই ত আছি সৈন্যাধ্যক্ষ মশায়, আরও কি মরতে বাকি আছে। যে জাতির মধ্যে আপনার মত ঘরভেদী বিভীষণ জন্মেছে, সে জাতির বাঁচবার কথা ত নয়। অসংখ্য অপরাধ করেও ওরা রেহাই পেয়ে যায়, আর হিন্দুদের পান থেকে চুন খসলেই আপনি তাদের ধরে নিয়ে যান, আর আপনার মনিব জোর করে কলমা পড়িয়ে দেয়। আপনি মনে করবেন না যে আপনাকে সে রেহাই দেবে। যেদিন ভার বইবার শক্তি আর আপনার থাকবে না, সেদিন আপনাকেও কাণ ধরে কলমা পড়িয়ে দেবে।

হলায়ুধ। এ অসভ্য মেয়েটা কার?

বংশিদাস। আমার বাবা, আমার।

হলায়ুধ। এরই নাম চন্দ্রাবতী?

পুষ্পায়ুধের প্রবেশ।

পুষ্পায়ুধ। হ্যাঁ দাদা, এরই নাম কবি চন্দ্রাবতী। এরই কবিতা হাটে মাঠে ঘাটে সবার মুখে মুখে ফেরে। তোমার মেয়ে এরই গান গায়, তোমার ছেলে এঁরই ছড়া আবৃত্তি করে। সরে এস দাদা, সরে এস। হেন শাস্ত্র নেই, যা এই মেয়েটা পড়ে নি। একটা শ্লোক ভাঙ্গাতে বললে চোখে অন্ধকার দেখবে।

হলায়ুধ। তুমি এখানে কেন পুষ্পায়ুধ?

পুষ্পায়ুধ। তোমাকে আসতে দেখেই সঙ্গে এলাম। অনেক কীর্ত্তি তুমি করেছ দাদা। কিন্তু এখানে মাথা গলিও না। এ গঙ্গাধর ঘোষাল নয়, জগৎবল্লভ রায় নয়,—এ বংশিদাস কবিরাজ—গোখরো সাপের জাত! আর ওই মেয়েটি—সাত চড়ে কথা বলে না; কিন্তু যা বলবে, তা ফলবে।

হলায়ুধ। কেন বিরক্ত কচ্ছ? বেরিয়ে যাও। আমি মনিবের হুকুম পালন করতে এসেছি।

পুষ্পায়ুধ। মনিব ত আমারও দাদা। কই, আমাকে দিয়ে ত কোন হিন্দুকে নির্য্যাতন করাতে পারে নি। দাসত্বের পায়ে কি মনুষ্যত্বের সবটুকুই বিসর্জ্জন দিয়েছ?

হলায়ুধ। বাচালতা করো না নির্ব্বোধ। বংশিদাস,—তুমি যাবে কি না?

বংশিদাস। যাব বাবা যাব। গিয়ে বলব তোমার মনিবকে, জয়চন্দ্রের কোন দোষ নেই। দোষ যদি হয়েই থাকে, সে আমার, তাকে মুক্তি দিয়ে তুমি আমাকে কারারুদ্ধ কর।

চন্দ্রাবতী। না বাবা, তুমি যেও না। তুমি যা কচ্ছ, তাই কর। কোথাকার কে কাশেম আলি খাঁ, তার হুকুমে তুমি কেন যাবে তার কাছে? তুমি জ্ঞানতপস্বী সাধক, বসে থাক তুমি তোমার যোগাসনে; যার প্রয়োজন হয়, যে দন্তে তৃণ ধারণ করে তোমার কাছে আসবে।

হলায়ুধ। বটে। [তরবারিতে হাত দিল]

পুষ্পায়ুধ। থাক দাদা। হিন্দুদের উপর বীরত্ব অনেক দেখিয়েছ তুমি। সাহস থাকে, তরবারির মুখটা একবার মুসলমানদের দিকে ঘুরিয়ে দাও. দেখি তুমি কত বড় বীর।

বংশিদাস। বাধা দিস নি মা, আমি যাব। জয়চন্দ্র কারাগারে, আমি কি চুপ করে বসে থাকতে পারি? পরশু যে তোদের বিবাহ।

আমি গিয়ে তাকে মুক্ত করে দেব। নইলে ওরা তাকে ধরে মুসলমান বানিয়ে দেবে।

চন্দ্রাবতী। না বাবা না; তাঁর অনিচ্ছায় তাঁর ধর্ম্ম কেড়ে নিতে পারে, এতবড় মানুষ এখনও জন্মায় নি। একদিন তাঁকে মুক্তি দিতেই হবে, নইলে আকাশ ভেঙ্গে অত্যাচারীর মাথায় পড়বে।

বংশিদাস। কিন্তু বিবাহের দিন পার হয়ে গেলে—

চন্দ্রাবতী। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। তুমি যাও বাবা,—কিছুই ভাবতে হবে না তোমার। শুধু ভাব, কেমন করে স্বর্গের মৃতসঞ্জীবনী অমৃত মর্ত্তে নামিয়ে আনতে পার।

বংশিদাস। তবে তাই যাই। হীরাকস, যবক্ষার, কোয়াশিয়া। যাও হলায়ুধ, বল গিয়ে তোমার মনিবকে,—আমি মা মনসার সন্তান, তুচ্ছ কাশেম আলির হুকুমের গোলাম নই। [প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। প্রয়োজন হয়, পর্ব্বত মহম্মদের কাছে আসবে; মহম্মদ পর্ব্বতের কাছে যাবেন না।

হলায়ুধ। বটে! এত দর্প তোমাদের? কাশেম আলি খাঁকে চেন না? আমি তোমাদের ভিটেয় সর্ষে বুনব।

চন্দ্রাবতী। সাধ্য থাকে বুনবেন। এখন আপনি আমাদের বাড়ী থেকে নেমে যান। আর কখনও আসবেন না। এ কবিরাজ বংশিদাসের সাধনার মন্দির, আপনার মত বিজাতির পদলেহী গোলাম এখানে প্রবেশ করার যোগ্য নন।

হলায়ুধ। চন্দ্রাবতি!

চন্দ্রাবতী। মনে রাখবেন, আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু কুকুর আছে। আর সে কুকুর কাশেম আলির ধার ধারে না।

[প্রস্থান।

হলায়ুধ। আমি এ বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেব।

পুষ্পায়ুধ। অমন কাজ করো না দাদা। এ মা মনসার ভিটে, আর বংশিদাস কেঁচো নয় গোখরো সাপ।

হলায়ুধ। পদাঘাত করি আমি গোখরো সাপের মাথায়।

পুষ্পায়ুধ। মাথা ভাঙ্গলেও ল্যাজে বিষ থাকবে দাদা। সাবধান।

[প্রস্থান।

হলায়ুধ। আচ্ছা,—আমার নাম হলায়ুধ দলপতি। আমি দেখব তোমরা কত বড় শয়তান।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগার।

বন্দী জয়চন্দ্রের প্রবেশ।

জয়চন্দ্র। আলো—আলো—একটু আলো! একি দিন না রাত্রি? কাল না আমার বিবাহের দিন? হ্যাঁ, কালই ত। তারা জানে না যে আমি কারাগারে বন্দী। দূরে ওই আজানধ্বনি শোনা যাচ্ছে—বুঝি সন্ধ্যা হল। কবিরাজ বংশিদাসের বাড়ীতে কাল বাজনা বেজে উঠবে, চন্দ্রাবতী অপরূপ সাজে সেজে আমারই অপেক্ষায় বসে থাকবে। কে দেবে সংবাদ? কে তাদের বলবে যে আমি কারাগারে বন্দী?

রহিমের প্রবেশ।

রহিম। কি হে ছোকরা? কেমন আছ?

জয়চন্দ্র। আঃ—কে তুমি একরাশ গোধূলির আলো নিয়ে এলে? চোখ জুড়িয়ে গেল। আলোক যে এত সুন্দর, এর আগে কখনও তা বুঝি নি। ভগবানের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

রহিম। ভগবানের নিকুচি করেছে। সাতদিন ধরেই ত ভগবান্ ভগবান্ কচ্ছ। কই, ভগবান্ এসে তোমায় মুক্তি দিলে না?

জয়চন্দ্র। আমি ডাকতে জানি না, তাই তিনি আসতে পারছেন না। কিন্তু তিনি আছেন, সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে, সব পদার্থের মধ্যে।

আমি অভাজন, জানি না পূজন,
তবু মোরে ভালবাসে;
বারে বারে আমি দূরে সরে যাই,
তবু ফিরে ফিরে আসে।
করুণা তাহার ধারায় ধারায়
নিয়ত ঝরিছে শিরে,
আমারি সাজানো বিপদের মাঝে
আমারে রয়েছে ঘিরে।

রহিম। মরতে বসেও কবিতা আওড়ানো হচ্ছে?

জয়চন্দ্র। আমার কবিতা নয় মিঞা, এ আমার বাগদত্তা বধূ কবি চন্দ্রাবতীর রচনা।

রহিম। চন্দ্রাবতীকে এখনও তুমি ভুলতে পার নি ব্যাটা?

জয়চন্দ্র। সে কি ভোলা যায়? জগতে এমন কোন সম্পদ্ নেই, যা পেয়ে আমি আমার চন্দ্রাবতীকে ভুলে যেতে পারি। সে আমার ধ্যানের দেবী, আমার জীবনের ধ্রুবতারা, আমার আশৈশবের সখী। সে আমার কবিতা, সে আমার সাত রাজার ধন মানিক।

রহিম। একদম মানিক! মেয়েটা খুব সুন্দর বুঝি?

জয়চন্দ্র। তা জানি না। সুন্দর কি কুৎসিত, কখনও ভেবে দেখি নি। কিন্তু সে অপূর্ব্ব, অভিনব, সংসারে তার তুলনা নেই।

রহিম। যাবে না বিয়ে করতে? কাল ত তার সঙ্গে তোমার বিয়ে! তোমাদের ত শুনেছি বিয়ের তারিখ পেরিয়ে গেলে মেয়ের আর বিয়ে হয় না। তাহলে কি হবে বুঝতে পাচ্ছ? তোমাকে না পেলে রাস্তা থেকে বর ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেবে। আর তুমি ব্যাটা গিধেবাড় তার মুখ ধ্যান করে শুকিয়ে শুকিয়ে মরবে।

জয়চন্দ্র। চন্দ্রাবতী অন্য বর গ্রহণ করবে!

রহিম। না, তোমার জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে থাকবে। তুমি না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, তারপর ফের ঘুরে আসবে, তবে তোমার গলায় মালা দেবে।

জয়চন্দ্র। যাও মিঞা যাও; তোমাদের নির্য্যাতন সহ্য হয়? কিন্তু পরিহাস সহ্য হয় না। আগে তবু আধ পেটা খেতে দিত, আজ দুদিন তাও দেয় নি।

রহিম। বল কি হে? আমার যে চোখ ফেটে জল আসছে। আমি তোমার জন্যে খাবার এনেছি। খাবে? [খাবারের পাত্র বাহির করিয়া ধরিল]

জয়চন্দ্র। এত দয়া তোমার? দাও দাও।

রহিম। দেবই ত। তোমার জন্যেই ত এনেছি। আগে বল, কাশেম আলির মেয়েকে সদি করবে।

জয়চন্দ্র। না না, কিছুতেই না।

রহিম। তবে ভাল করে খাবার খাও। [খাবার ফেলিয়া দিল]

জয়চন্দ্র। ফেলে দিও না, ফেলে দিও না। [খাবার কুড়াইয়া খাইতে গেল]

রহিম। [পা দিয়া খাবার মাড়াইয়া দিল, এবং নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল]

জুলেখার প্রবেশ।

জুলেখা। মামা! এ কি মামা? ছি ছি ছি, তুমি মানুষ?

রহিম। কে, জুলেখা? এস, মা এস। তোমার কথাই বলছিলাম মা। এত করে বোঝাচ্ছি, কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা। আমি যখন আছি, তখন সব ঠিক করে দেব।

জুলেখা। কি ঠিক করে দেবে?

রহিম। তোমার মনে যে কি ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সে আমি সব বুঝি। ও তুমি গায়ে মেখো না মা। বলুক যে যার খুশী,—লোকের কথায় সত্যিই ত আর তুমি কুলটা হয়ে যাবে না।

জুলেখা। কুলটা! লোকে বলছে আমি কুলটা!

রহিম। আমিও বলেছি,—খবরদার আমার ভাগ্নীর নামে যে নিন্দে করবে, তার হাতে মাথা নেব। আমার ভাগ্নী জনাব কাশেম আলির মেয়ে। সে যার সঙ্গে খুশী নৌবিহার করবে, যাকে খুশী নিয়ে উড়বে—

জুলেখা। মামা!

রহিম। তুমি ঘাবড়ে যেও না মা। যৌবনকালে অমন হয়েই থাকে। তোমার বাবা যৌবনে—

জুলেখা। থামো। তোমার গায়ে বোধহয় মানুষের চামড়া নেই।

রহিম। তোমাদের আত্মীয় কি না। হেঃ-হেঃ-হেঃ।

[প্রস্থান।

জুলেখা। ব্রাহ্মণ!

জয়চন্দ্র। আমার অন্তরের মধ্যে তুমি আছ ত কবি? বল কবি, সেদিনকার মত আবার উদাত্ত কণ্ঠে বল,—

দুঃখেরে আর ডরিব না আমি,
দুঃখহরণ, নম ;
দুনয়নে যদি বারি ঝরে প্রভু ;
ক্ষণিকের মোহ ক্ষম,
আসুক ঝঞ্ঝা, আসুক মৃত্যু,
আসুক প্রলয় নামি,
নাহি কিছু ভয়, জানি দয়াময়,
জাগ্রত তুমি স্বামি।

জুলেখা। তোমার কবিকে তুমি দেখবে ঠাকুর? কাল না তোমাদের বিয়ে?

জয়চন্দ্র। তুমিও ব্যঙ্গ কচ্ছ জুলেখা? আমি ত তোমার কোন অপকার করি নি। অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে সারারাত বজরার ছাউনির উপর বসে কাটিয়েছি। শীতে সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেছে, তবু তোমার আব্রু নষ্ট করি নি। তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে নিজের জীবন আমি বিপন্ন করেছিলাম, তার কি এই ফল?

জুলেখা। ক্ষমা কর ঠাকুর। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তুমি, ক্ষমাই তোমার ভূষণ। আমি বুদ্ধিহীনা নারী, বুঝতে পারি নি যে এরা উপকারীর বুকে এমনি করে দাঁত বসিয়ে দেবে। তাহলে তোমার নাম এদের কাছে আমি প্রকাশ করতুম না। তোমার ওই অনাহারক্লিষ্ট মলিন মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছে, আমার মরাই ভাল ছিল।

জয়চন্দ্র। সীমাহীন অন্ধকারে তবু এ একটু আলোকের রেখা! যাও জুলেখা, তোমার উপর আমার কোন অভিমান নেই।

জুলেখা। তুমি যাও ঠাকুর, এখনি চলে যাও। বাইরে একজন খোজা দাঁড়িয়ে আছে, সে তোমায় চাচার কাছে নিয়ে যাবে। তারপর

আর তোমার কোন ভয় নেই। চাচা তোমায় কবিরাজ বংশিদাসের বাড়ী পৌঁছে দেবেন।

জয়চন্দ্র। উপকারের প্রতিদান দিতে এসেছ জুলেখা?

জুলেখা। না ঠাকুর, না। তোমার যে কাল বিবাহ। তোমার কবি তোমার অপেক্ষায় বসে থাকবে। তুমি কাল না গেলে আর তার বিবাহ হবে না।

জয়চন্দ্র। সত্য। কিন্তু—

জুলেখা। এখনও কিন্তু? যাকে ভালবাস, তার জীবনটাকে কি তুমি ব্যর্থ করে দেবে? যাও ঠাকুর, যাও। বিয়ের পরেই তোমরা এ রাজ্য ছেড়ে চলে যেও। আমার এই গহনাগুলো নিয়ে যাও। এতে বিশ হাজার টাকার গহনা আছে। কোন অসুবিধে হবে না তোমাদের। [গহনার পেটিকা দিল] সারাজীবন দুজনে মুখোমুখী বসে মনের সুখে কবিতা রচনা করো, আর মাঝে মাঝে মনে করো এই মুসলমানী জুলেখার কথা। মনে করো ঠাকুর, জুলেখার রক্তও চন্দ্রাবতীর মতই রাঙা।

জয়চন্দ্র। তুমি কাঁদছ শাহাজাদি?

জুলেখা। না না, তুমি যাও। মামা হয়ত এখনি বাপজানকে পাঠিয়ে দেবে। কেন দেরী কচ্ছ ঠাকুর? এক মুহূর্ত্তের বিলম্বে তোমারও সর্ব্বনাশ হবে, তোমার কবিরও সর্ব্বনাশ হবে।

জয়চন্দ্র। তোমার পিতা যা চান, তুমি তা চাও না?

জুলেখা। না না, চাই না।

জয়চন্দ্র। কিন্তু তোমার চোখ যে অন্য কথা বলছে।

জুলেখা। তুমি ভুল দেখেছ। তোমার জন্যে আমার শুধু কৃতজ্ঞতাই আছে, আর কিছু নেই। যাও তুমি, যাও।

কাশেম আলির প্রবেশ।

কাশেম। জুলেখা,—

জুলেখা। বাবা,—

কাশেম। মান সন্মান কি সবই বিসর্জ্জন দিয়েছ? লোকে কি বলছে শুনেছ?

জুলেখা। লোকের কি অপরাধ বাবা? তুমি নিজেই ত ঢাকঢোল বাজিয়ে আমার দুর্ণাম রটিয়ে দিয়েছ? দাও বাবা দাও, যত পার আমার মুখে কালি ঢেলে দাও; আমি ভ্রূক্ষেপও করব না। কিন্তু এই নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে তুমি মুক্তি দাও বাবা।

কাশেম। জয়চন্দ্র, মুক্তি চাও তুমি?

জয়চন্দ্র। মুক্তির বিনিময়ে যদি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে হয়, আমি চাই না মুক্তি।

জুলেখা। উনি চাইলেও আমার মত নেই।

কাশেম। তোমার মতামতের কোন মূল্য নেই। বেরিয়ে যাও বলছি।

জুলেখা। খোদা, নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

কাশেম। জয়চন্দ্র,—তোমার দাদাকে দেখবে?

জয়চন্দ্র। কোথায় দাদা?

কাশেম। এই কারাগারে।

জয়চন্দ্র। কেন? কেন? তাঁর কি অপরাধ?

কাশেম। অপরাধ এই যে সে তোমার ভাই। সে যদি অনুমতি দেয়, তাহলে তুমি সম্মত?

জয়চন্দ্র। সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে, তবু দাদা অনুমতি দেবেন না।

কাশেম। মেহের আলি,—

মেহের আলি সহ শিবচন্দ্রের প্রবেশ।

মেহের। জনাব,—

জয়চন্দ্র। দাদা,—

শিবচন্দ্র। ভাই, ভাই, ওরে এ কার মুখ? এযে চেনা যায় না। কাশেম আলি খাঁ, দোহাই তোমার, ওকে ছেড়ে দিয়ে তুমি আমাকে বন্দী করে রাখ।

কাশেম। দুজনকেই ছেড়ে দেব। তোমার ভাইকে তুমি অনুমতি দাও।

শিবচন্দ্র। কিসের অনুমতি?

কাশেম। আমার কন্যাকে বিবাহ করতে।

শিবচন্দ্র। দেব অনুমতি। কিন্তু তার আগে আমি তোমার কন্যাকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দেব।

কাশেম। কি, আমার কন্যা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করবে? এতবড় কথা বলতে তোমার সাহস হল?

শিবচন্দ্র। তুমি ত কত হিন্দুকে মুসলমান করেছ। তোমার ত সাহসের অভাব হয় নি। আমি একটা মুসলমানীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দেব, এতটুকু সাহস আমার হবে না? নিয়ে এস তোমার কন্যাকে। অনুষ্ঠান নেই, আড়ম্বর নেই। আমি এইখানে দাঁড়িয়ে তাকে দীক্ষা দেব, আর এই লগ্নেই তাদের বিবাহ দিয়ে বাদ্যভাণ্ড দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব।

কাশেম। [মেহেরকে] দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? চাবুক মার। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ঝরুক, তারপর আমি এই পাষণ্ডের শিরশ্ছেদ করি। [তরবারি নিষ্কাসন]

[মেহের চাবুক মারিতে লাগিল]

জয়চন্দ্র। ওরে না, আমাকে মার, মহাপ্রলয় হবে। দাদা, দাদা,—

শিবচন্দ্র। মার, আরও মার। হত্যা কর, তবু আমি মুসলমানীর সঙ্গে ভাইয়ের বিবাহ দেব না। আঃ—আরও মার, আরও মার।

[লুটাইয়া পড়িলেন]

জয়চন্দ্র। আর মারিস না। ওরে ক্ষান্ত হ। জনাব কাশেম আলি খাঁ, আমি প্রস্তুত।

শিবচন্দ্র। না না, ওরে জয়া—

জয়চন্দ্র। ক্ষমা কর দাদা, ক্ষমা কর।

কাশেম। যা ছুটে যা, মোল্লাকে তলব দে! আজই কলমা পড়াব, কাল সকালেই বিবাহ হবে।

জয়চন্দ্র। কলমা পড়ব!

কাশেম। তবে কি? তুমি কি মনে করেছ, হিন্দু হয়ে শাহাজাদিকে সাদি করবে? তা হয় না যুবক।

জয়চন্দ্র। না হয় আমি আমার কথা প্রত্যাহার কচ্ছি।

কাশেম। তাহলে আগে ভাইয়ের মৃত্যু দেখ, তারপর নিজেই মর।

[তরবারি উত্তোলন

জয়চন্দ্র। না না না, আমি সম্মত জনাব, আমি সম্মত। ডুবেছি যখন, এইটুকু আর বাকি রাখব না।

শিবচন্দ্র। কি করলি নির্ব্বোধ, ওরে কি করলি তুই? উঃ—নিয়তি, নিষ্ঠুর নিয়তি। [প্রস্থান।

জয়চন্দ্র। তেত্রিশ কোটি দেবতা, বিদায়, বিদায়।

[প্রস্থান।

কাশেম। ইসলাম, ইসলাম। প্রথম কথা ইসলাম, শেষ কথা ইসলাম। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ছ-আনি প্রাসাদ।

ময়নার প্রবেশ।

ময়না। বাপ মা হাত পা বেঁধে আমায় জলে ফেলে দিয়েছে। এই মানুষ নিয়ে কেউ ঘর করতে পারে? পই পই করে বললুম, নিজের পাওনা ভাল করে বুঝে নাও। কথা শুনলে? বড় মিঞা দশ আনি রেখে ছ আনি ছুঁড়ে দিলে, আর এই হাঁদারাম্ তাই নিয়েই সেলাম করে চলে এল! তাই কি দুটো জাতভাইয়ের চোপা দেখবার জো আছে? যে দিকে চাও, খালি হিন্দু আর হিন্দু। মুখপোড়া হিন্দুগুলো মরে না?

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ। গীত।

চরণ ধরে আছি পড়ে, মরণ দেবে দাও,
ও সজনি, বারেক শুধু নেকনজরে চাও।
তোমার মুখের একটু হাসি
প্রাণে মোদের বাজায় বাঁশী,
একটু মিঠে কথা বলে ও সজনি প্রাণ বাঁচাও।
নইক মোরা পশুর ছানা,
নইক মোরা দত্যিদানা,
প্রাণ পেলে প্রাণ দিতে পারি; ইমান রাখ, মাথা খাও।

ময়না। খবরদার এসব বাজে গান আমার কাছে গাইবি না বলে দিচ্ছি। উর্দ্দু গান জানিস ত গাইবি, নইলে সবাইকে বরখাস্ত করব। [বাঈজীগণের কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান ; নেপথ্যে শঙ্খনাদ ও ঘণ্টাধ্বনি] ওই নাও, আবার কার বাড়ী ঠাকুরপূজো হচ্ছে। এরা আমায় পাগল করবে। ধর্ম্ম গেল, মান সম্ভ্রম রসাতলে গেল। ভাল করে দু-ওক্ত নমাজ পড়ব, তারও জো নেই। অমনি কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠবে। আমি এদের কোতল করব।

সিপারের প্রবেশ।

সিপার। কি হয়েছে মা ?

ময়না। হয়েছে তোর বাপের মাথা।

সিপার। আমি ভেবেছিলুম তোমার বাপের মাথা।

ময়না। কি বললি হতভাগা ?

সিপার। চটছ কেন মা ? তুমি যদি কথায় কথায় আমার বাবাকে গাল দাও, আমিও তোমার বাবাকে কবর থেকে টেনে তুলব।

ময়না। ছেলেটা পর্য্যন্ত আমার দুশমন ! কোথায় গিয়েছিলি শুনি।

সিপার। চন্দ্রাপিসীদের বাড়ী।

ময়না। কোন পোড়ামুখী চন্দ্রাপিসী এল আবার ?

সিপার। পোড়ামুখী সে নয় মা। অমন মুখ তুমি কখনও দেখ নি। দেখলে মনে হয় সাক্ষাৎ দেবী।

ময়না। দেবী দেবী করবি না বলে দিচ্ছি।

সিপার। জাতটা গেল বুঝি ? তাই ত মা, আমি যে ওদের বাড়ী থেকে পূজোর প্রসাদ খেয়ে এলুম।

ময়না। কি,—পূজোর প্রসাদ খেয়ে এলি তুই আমার ছেলে হয়ে?

সিপার। শুধু কি প্রসাদ খেয়েছি? ঘণ্টাও বাজিয়েছি, আবার পিসীর কাছে ঠাকুর দেবতার গানও শিখেছি। তুমি শুনবে মা? চন্দ্রাপিসীর গান শুনবে? সব তার নিজের রচনা।

ময়না। থাক থাক, হিন্দুর গান আমি শুনি না।

সিপার। শোন না, কাণ অপবিত্র হবে না।

সিপার। গীত।

দয়াল জগন্নাথ,
মানুষের বুকে কেন গো মানুষ করিছে অশনিপাত?
চক্রে তোমার নাই কি গো ধার,
শঙ্খ কেন গো নীরব তোমার,
গদা কি ভেঙ্গেছে গদাধর তব কে কেটছে চারি হাত?
নয়ন কি তব ঘুমেতে মগ্ন,
কবে গো আসিবে জাগার লগ্ন,
দলিত পৃথ্বী ছিন্ন ভগ্ন, ভোর হবে না কি রাত?

ময়না। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার সমুখ থেকে। দশ বছর বয়স হল, আজ পর্য্যন্ত ভাল করে নমাজ পড়তে শিখলে না, একটিবার কোরাণশরীফ ছুঁয়ে পর্য্যন্ত দেখলে না। হবে কোত্থেকে? যেমন বাপ, তেমনি হবে ত? বলে যিনি আল্লা, তিনিই ভগবান্। তোবা. তোবা। আমার বাপের বাড়ীতে এমন কথা আমি কখনও শুনি নি। ফের যদি হিন্দু দেব দেবীর নাম মুখে আনবি ত আমি তোকে কেটে ফুলেশ্বরীর জলে ভাসিয়ে দেব।

সিপার। মুসলমানের ছেলেকে কবর না দিয়ে ভাসিয়ে দেবে। তাও আবার ফুলেশ্বরীতে। ফুলেশ্বরীও ত হিন্দুর দেবী।

ময়না। ফুলেশ্বরীও দেবী, আমরা যার জল খাচ্ছি!

সিপার। দেবী বই কি? মহাদেবের মানসকন্যা।

ময়না। মহাদেব মরুক।

সিপার। মহাদেব কখনও মরে না মা। রাশি রাশি বিষ খেয়ে সে মৃত্যুঞ্জয় হয়ে গেছে। মরে তারা, যারা তাকে মারতে চায়। হিন্দুধর্ম্মটাই তাই। কত দাঁতাল পশু এর বুকে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে; তাদেরই শুধু দাঁত ভেঙ্গেছে, ধর্ম্মের কোন ক্ষতি হয় নি। এদের ভালবেসে দেখ, এমন বন্ধু দুনিয়ায় কেউ নেই।

[প্রস্থান।

ময়না। কি করব আমি? কার মাথাটা চিবিয়ে খাব?

কাঙালীর প্রবেশ।

কাঙালী। আদাব বেগম সাহেবা। আমাদের তলব দিয়েছেন কেন?

ময়না। কোন বাড়ী তোমাদের?

কাঙালী। ওই যে নদীর ধারে কুঁড়েঘর দেখছেন, ওই কবিরাজ বংশিদাসের বাড়ী। আমি তাঁর সম্বন্ধী, আর তিনি আমার ভগ্নীপতি।

ময়না। কবিরাজ নিজে আসে নি কেন?

কাঙালী। তিনি পিণ্ডি জ্বাল দিচ্ছেন।

ময়না। তোমাদের বাড়ীতে অত বাজনা বাজছে কেন?

কাঙালী। কবিরাজের মেয়ের বিয়ে কি না। আমাদের আবার বাজি বাজনা না হলে বিয়ে জমে না।

ময়না। না জমে, নাই জমবে। তাই বলে আমার কাণের কাছে এমনি করে বাজনা বাজানো চলবে না। আর অত পূজোর ঘণ্টাও বাজাবে না।

কাঙালী। বরাবরই ত আমরা পুজোয় কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়েছি, বিয়ে অন্নপ্রাশনে বাজনা বাজিয়ে আসছি। এ বাড়ীতে যিনি কিল্লাদার ছিলেন, তিনি ত আপত্তি করেন নি। আপনি নতুন মালিক হয়ে এসে আমাদের বিয়ে বন্ধ করে দেবেন?

ময়না। বিয়ে বন্ধ করব কে বললে বেকুব? বাজনা বন্ধ কর।

কাঙালী। বন্ধ করব কেন, সেটা ত বলছেন না।

ময়না। আমাদের নমাজের ব্যাঘাত হচ্ছে।

কাঙালী। তাহলে নমাজ বন্ধ করে দিন।

ময়না। কি বললে বেয়াদপ? তোমাদের বাজনার জন্যে আমরা নমাজ বন্ধ করব?

কাঙালী। না করেন চালিয়ে যান।

ময়না। মালিক কি আমরা না তোমরা?

কাঙালী। আপনার ঘরে আপনি মালিক, আমাদের ঘরে আমরা। এতদিন কাশেম আলিকে খাজনা দিতুম, এখন থেকে আপনাদের দেব। খাজনা যদি বাকি পড়ে, মাথাটা নামিয়ে দেবেন। তা বলে পুজোর ঘণ্টা আর বিয়ের বাজনা থামিয়ে দিতে পারবেন না।

ময়না। বাজনা বন্ধ করবে না?

কাঙালী। আজ্ঞে না।

ময়না। কবিরাজকে পাঠিয়ে দাও গে।

কাঙালী। আসবে না। তার মেয়ে তাকে আসতে দেবে না।

ময়না। আমার বান্দা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আসবে।

কাঙালী। তাহলে গাঁয়ের লোকেরা তার ভাঙ্গবে হাত পা, আর আপনাকে দেবে কবর।

ময়না। আমি তোমায় খুন করব বেয়াদপ। কে আছ?

হাসেম আলির প্রবেশ।

হাসেম। আমি আছি বেগম সাহেবা।

ময়না। তুমি কি কাণে তুলো দিয়েছ? বাজনার শব্দ শুনতে পাচ্ছ না?

হাসেম। পাচ্ছি।

ময়না। তবে বন্ধ কচ্ছ না কেন? এত বাজনার মধ্যে মুসলমানরা নমাজ পড়বে কি করে?

হাসেম। সামান্য বাজনার জন্যে যাদের নমাজের ব্যাঘাত হয়, তাদের নমাজ না পড়লেও চলবে।

ময়না। এ তুমি বলছ কি?

হাসেম। ওরাই ত এ দেশের অধিকাংশ। ওরা ত কখনো বলে নি যে আমাদের আজানের জন্যে ওদের পূজোর অসুবিধে হচ্ছে। এ শুধু পায়ে পা দিয়ে কলহ করা। কিন্তু এ ত আর জনাব কাশেম আলির জায়গীর নয়। এর মালিক কাফের হাসেম আলি খাঁ, যার কাছে মন্দির আর মসজিদের সমানই দাম।

কাঙালী। আপনি মুসলমান হলেও দেখছি লোক খুব খারাপ নন।

হাসেম। শুনে আশ্বস্ত হলুম। যাও, ভাল করে বাজনা বাজাও গে। বাজি নেই কেন? টাকা নেই বুঝি? কুছ পরোয়া নেই। আমার জায়গীরের মধ্যে কবির বিয়ে; ঘটা করে বাজি পোড়াও টাকা যা লাগে, আমি দেব।

কাঙালী। ব্যস, ব্যস,—এই ত জায়গীরদার। কিচ্ছু ভেবো না মিঞা। আমি পৈতে ছুঁয়ে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমার পরিবার ছ মাসের মধ্যে টেঁসে যাবে। আচ্ছা আদাব। [প্রস্থান।

ময়না। তুমি মানুষ না কি?

হাসেম। মানুষ হলে তোমাকে বিয়ে করব কেন?

ময়না। আমাকে দিন রাত এই সব কাঁসর ঘণ্টা আর বাজনা শুনতে হবে?

হাসেম। কেন, ভাল লাগছে না? আমার ত বেশ লাগে।

ময়না। তুমি কাফের।

হাসেম। তুমিও কাফের হও।

ময়না। তোমার দাদা নিজে দশ আনা রেখে তোমাকে ছ আনা দিলে, আর তুমি তা বুঝতে পারলে না?

হাসেম। পেরেছিলাম।

ময়না। তবে নিলে কেন?

হাসেম। কেন নিলাম জান ময়নাবিবি? দাদার ভাগে শতকরা নব্বইজন প্রজা মুসলমান। আর আমার জায়গীরে শতকরা নব্বইজন হিন্দু। এরা দাদার হাতে পড়লে সবাই মুসলমান হয়ে যেত। আমি তাদের রক্ষা করেছি। ভাল করি নি বেগম?

ময়না। ভাল করেছ? তোমার কথা শুনে আমার যে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

হাসেম। অমন কাজ করো না প্রিয়ে। এ জিনিষ আর মিলবে না। তুমি আজ মরে গেলে কাল আমিও বিরহে মরে যাব। তখন সিপারের কি হবে?

ময়না। আর সিপার! ওটা ত তোমার চেয়ে কাফের। হতভাগা রাধাকৃষ্ণের গান গায়, ঠাকুরের প্রসাদ খায়।

হাসেম। সে কি কথা?

ময়না। আরও হবে, এই ত আরম্ভ। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত যেদিকে চোখ চাইব, কেবল হিন্দু—কেবল টিকি। সেরেস্তার কর্ম্মচারী

গুলো পর্য্যন্ত হিন্দু, সৈন্যাধ্যক্ষ—মনসবদার—হাবিলদার—সব হিন্দু। উঃ, আমি মরে যাব।

হাসেম। কবিরাজ বংশিদাসকে খবর পাঠাব?

ময়না। বংশিদাস মরুক।

হাসেম। তথাস্তু।

পুষ্পায়ুধের প্রবেশ।

পুষ্পায়ুধ। খবর এনেছি জনাব।

হাসেম। কি খবর বল।

পুষ্পায়ুধ। জয়চন্দ্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে।

হাসেম। [বিস্ময়ে]
ময়না। [আনন্দে] } করেছে!

পুষ্পায়ুধ। শাহজাদীর সঙ্গে তার বিবাহও হয়ে গেছে।

হাসেম। কবে?

পুষ্পায়ুধ। আজ সকালে।

ময়না। এতদিন পরে একটা সুখবর শুনলুম।

হাসেম। এতবড় দুঃসংবাদ আমি কল্পনাও করি নি পুষ্পায়ুধ। ভেবেছিলাম, জয়চন্দ্র মরবে, তবু ধর্ম্মত্যাগ করবে না। এও সম্ভব হল? পুষ্পায়ুধ,—

পুষ্পায়ুধ। জনাব,—

হাসেম। এখন উপায়? আজই যে চন্দ্রাবতীর বিবাহ, আজ বিবাহ না হলে আর যে মেয়েটির বিবাহ হবে না।

ময়না: না হয় না হক, তোমার কি?

হাসেম। তুমি বুঝবে না নারি, তুমি বুঝবে না। এ শুধু সেই বুঝবে, যার কন্যার এ দুর্ভাগ্য হয়েছে। পুষ্পায়ুধ, আমার প্রজার স্বার্থ আমাকেই

দেখতে হবে। দরিদ্র বংশিদাস মৃত্যুঞ্জয় ভেষজের সাধনায় মগ্ন, দেখো তাঁর সাধনায় যেন বিঘ্ন না হয়। চারিদিকে চর পাঠিয়ে দাও, কবির উপযুক্ত বর নিয়ে আসুক। বংশিদাসকে বল গে ভাই,—কোন ভয় নেই তাঁর, কবির যোগ্য বর চাই ; যত অর্থ লাগে, আমি দেব। বাজি আন, আরও বাজনা আন, গাঁয়ের সবাইকে নিমন্ত্রণ কর। সব ব্যয়ভার আমি বহন করব, আমি।

[প্রস্থান।

ময়না। খবরদার পুষ্পায়ুধ, এ পাগলের কথা শুনো না বলছি।

পুষ্পায়ুধ। আপনার কাছে যিনি পাগল, আমার কাছে তিনি দেবতা।

ময়না। কথা শুনবে না তুমি ?

পুষ্পায়ুধ। শুনব, কিন্তু রাখব না।

[প্রস্থান।

ময়না। একটা তুচ্ছ সৈন্যাধ্যক্ষ পর্য্যন্ত আমার কথা রাখবে না ? আমি এদের চাবুকের ঘায়ে শাসন করব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বংশিদাসের বাড়ী—প্রাঙ্গন।

নহবৎ বাজিতেছিল।

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। গীত।

রাইকিশোরি, তোমার কানু ওই চলে যায় মথুরায় ;
যাবার বেলা সজল চোখে বারে বারে ফিরে চায়।

ভিক্ষাপাত্র হস্তে সুসজ্জিতা চন্দ্রার প্রবেশ।

বৈষ্ণব। পূর্ব্বগীতাংশ।

ভাসছে হৃদয় নয়ন জলে,
ডাকছে বাঁশী 'রাধা' বলে,
গাছের পাতা পড়ছে ঝরে যাবার পথের কিনারায়।
বাজবে না আর ব্রজে বাঁশী,
ফুরিয়ে গেল ব্রজের হাসি,
পারিস যদি, যা ছুটে যা, ফিরিয়ে তায় নিয়ে আয়।

চন্দ্রাবতী। ভিক্ষা নাও বাবা।

বৈষ্ণব। দাও মা।

চন্দ্রাবতী। কি বাবাজি, ঘন ঘন কপালের দিকে চাইছ কেন ?

বৈষ্ণব। তোমারই বুঝি বিয়ে, না মা ? কিন্তু তোমার কপালটা ত ভাল দেখছি না। এই নোয়াটা রেখে দাও, ভক্তি করে পরো। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। আজও ত কোন খবর এল না। কি হয়েছে কে জানে? না জানি কত তাঁর উপর নির্য্যাতন হচ্ছে। নির্ব্বোধ কাশেম আলি জানে না যে জয়চন্দ্র মরবে, তবু আর কাউকে বিবাহ করবে না।

রহিমের প্রবেশ।

রহিম। কবিরাজ মশায় আছেন? ও কবিরাজ—

চন্দ্রাবতী। ঘরে ঢুকবেন না কি? তার চেয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বসুন, আপনাকে দিয়েই প্রথম ব্রাহ্মণভোজন হক। হাঁ করে রইলেন যে?

রহিম। হেঃ হেঃ? তুমিই কবিরাজ মশায়ের মেয়ে?

চন্দ্রাবতী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রহিম। কি নাম যেন তোমার?

চন্দ্রাবতী। আমার নাম চন্দ্রাবতী।

রহিম। দূর দূর, চন্দ্রাবতী না গুষ্টীর মাথাবতী। নাম আমি ঠিক করেই রেখেছি; তোমার নাম গুলবাহার। বেশ দেখতে তোমাকে। আমি কিন্তু এতটা ভাবি নি।

চন্দ্রাবতী। আপনি কোন গাছ থেকে নেমে এলেন?

রহিম। গাছ থেকে কে বললে? আমি রাজধানী থেকে আসছি। আমি লোকটা কে জান?

চন্দ্রাবতী। জানি; আপনি ত্রেতায় ছিলেন বীর জাম্বমান, আর দ্বাপরে ছিলেন শকুনির পুত্র উলুক।

রহিম। হেঃ হেঃ হেঃ, তুমি অত্যন্ত রসিক। আমি ঠিক এই রকমই খুঁজছিলুম। আমার দুলুভাই বলে দিয়েছেন, তুমি নাকি কবিতা লিখতেও জান, গান গাইতেও পার। তা বেশ, তা বেশ, আমি গান শুনতে খুব ভালবাসি। দুলুভাই বললে—

চন্দ্রাবতী। কে আপনার দুলুভাই?

রহিম। ওই যে দশ আনির জায়গীরদার জনাব কাশেম আলি খাঁ।

চন্দ্রাবতী। কাশেম আলি খাঁ!

রহিম। ভড়কাচ্ছ কেন? ভয় নেই, ভয় নেই। আমি যখন আছি, তখন তোমার কি ভয়? তিনিই ত আমায় পাঠিয়ে দিলেন তোমার কাছে।

চন্দ্রাবতী। কেন?

রহিম। বলতে ভাই আমার শরম লাগছে। জয়চন্দ্র বললে, আজ তোমার বিয়ে না হলে আর নাকি বিয়েই হবে না। কাশেম আলি বললেন,—কুছ পরোয়া নেই, লে আও উসকো। আজ রাত্রেই বিয়ে হবে। তবে জয়চন্দ্রের সঙ্গে নয়, এই রহিম হালদারের সঙ্গে।

চন্দ্রাবতী। বেরিয়ে যাও জানোয়ার।

রহিম। আমাকে বলছ?

চন্দ্রাবতী। দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাবে না?

রহিম। তুমি ঠাট্টা কচ্ছ না কি? জান আমি কাশেম আলি খাঁর বেগমের ভাই?

বংশিদাসের প্রবেশ।

বংশিদাস। ওহে তোমাদের বাড়ী জয়ত্রী আছে, জয়ত্রী?

রহিম। শুধু জয়ত্রী কি ঠাকুর? জয়ত্রী, ধরিত্রী, গায়ত্রী—সব আছে। বিয়েটা হয়ে গেলে ধামায় ধামায় পাঠিয়ে দেব।

চন্দ্রাবতী। কেন বাজে কথা বলছ?

রহিম। আপনার এ মেয়েটির কি মাথায় ছিট আছে? আমাকে বলছে বেরিয়ে যাও? আমি এখনও অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করে আছি। ধৈর্য্য যদি ছুটে বেরিয়ে যায়, তাহলে বিশ্রী ব্যাপার হবে বলে দিচ্ছি।

বংশিদাস। তুমি কে বাপু?

রহিম। ওই যে বললুম,—আমি কাশেম আলি খাঁর বেগমের ভাই।

বংশিদাস। জয়চন্দ্র আসছে, জয়চন্দ্র? কাশেম আলি তাকে ছেড়ে দিয়েছে ত?

রহিম। তা না দেবে কেন?

বংশিদাস। তবে সে এখনও আসছে না কি বলে?

রহিম। আর আসবে না বলে।

বংশিদাস। আসবে না জয়চন্দ্র?

রহিম। আর কি জয়চন্দ্র আছে; তার নাম এখন জয়নাল।

বংশিদাস।
চন্দ্রাবতী। } জয়নাল।

চন্দ্রাবতী। তার অর্থ?

রহিম। অর্থ এই যে, সে আর হিন্দু নেই, মুসলমান।

চন্দ্রাবতী। মুসলমান!

বংশিদাস। জয়চন্দ্র? এ তুমি বলছ কি মিঞা?

রহিম। তবু ত এখনও সব বলি নি। আজ সকালে কাশেম আলির মেয়ের সঙ্গে তার সাদি হয়েছে।

/ বংশিদাস। তাহলে আমার মেয়ের উপায়?

রহিম। উপায় ত জনাব কাশেম আলিই করে দিয়েছেন। এক্ষুণি মেয়ে নিয়ে চলে আসুন। আজ রাত্রেই আপনার মেয়ের বিয়ে হবে। তবে জয়চন্দ্রের সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গে।

চন্দ্রাবতী। বটে! তুমি সেই কাশেম আলির সম্বন্ধী নও?

/ বংশিদাস। আমার মেয়েকে আমি কেটে দুখানা করে ফুলেশ্বরীর জলে ভাসিয়ে দেব, তবু ধর্ম্ম ত্যাগ করতে দেব না, আর তোমার মত মর্কটকেও বিবাহ করতে দেব না।

রহিম। তবে এইবার ধৈর্য্য ছুটল, আর আমি চেপে রাখতে পাচ্ছি না। এইবার আমায় বীরবাহু বিস্তার করতে হল। [চন্দ্রাবতীর হাত ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল]

সহসা হাসেম আলি আসিয়া তাহার কাণ ধরিয়া টানিল।

চন্দ্রাবতী। পায়ের জুতো পায়েই থাকে, মাথায় ওঠে না।

[প্রস্থান।

রহিম। কে? হাসেম মিঞা? তোমার সাহস ত কম নয়? আমি এসেছি জনাব কাশেম আলির হুকুম তামিল করতে, আর তুমি আমাকে অপমান কর?

হাসেম। অপমান! আমি তোমাকে কুকুরের মত গুলি করে মারব। জনাব কাশেম আলির হুকুম! কি হুকুম তোমার জনাবের?

রহিম। হুকুম এদের নিয়ে যেতে।

হাসেম। কেন?

রহিম। বলতে শরমে মরে যাই।

বংশিদাস। কাশেম আলির হুকুম, আমার কন্যার সঙ্গে এই মর্কটটার বিয়ে হবে।

রহিম। মর্কট মর্কট করো না। ওতে ভয়ানক লাগে। আর তুমিও জেনে রেখো মিঞা। আমি একা আসি নি; আমার সঙ্গে ফৌজ আছে। বেশী বাড়াবাড়ি করলে—

হাসেম। বেরোও, বেরোও বলছি। বল গিয়ে তোমার মনিবকে, এ আমার জায়গীর, তাঁর খাস মহাল নয়। আমার একটা সামান্য প্রজার উপর যে নির্য্যাতন করবে, তাকে আমি ভাই বলে ক্ষমা করব না।

রহিম। তাহলে এবার সৈন্যদের ডাকি? তোমার দফা যদি আমি রফা না করেছি ত আমার নাম রহিম আলি নয়, কুকুর আলি। [প্রস্থান।

হাসেম। পুষ্পায়ুধ,—

পুষ্পায়ুধের প্রবেশ।

পুষ্পায়ুধ। এত ফৌজ এল কোথা থেকে জাঁহাপনা? প্রায় দুশো সশস্ত্র সৈন্য ফুলেশ্বরীর তীরে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর অর্থ কি জনাব? আপনি কি এদের এপারে আসতে অনুমতি দিয়েছেন?

হাসেম। না পুষ্পায়ুধ; এরা জোর করে আমাদের জায়গীরে প্রবেশ করেছে।

বংশিদাস। এত অত্যাচার! আমার এতবড় সর্ব্বনাশ করেও তার শান্তি হয় নি? আবার আমার মেয়েকে ধরে নিয়ে যাবে!

পুষ্পায়ুধ। কি? আমাদের ঘর থেকে আমাদের প্রজাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? আদেশ দিন জনাব, আমি এই দুশো সৈনিকের রক্তে ফুলেশ্বরীর জল লাল করে দেব।

হাসেম। সে জল খেলে যে অসুখ করবে পাগল। ফুলেশ্বরীর কি অপরাধ? তার জলটা বিষাক্ত করবে কেন?

পুষ্পায়ুধ। তাহলে কি করব বলুন।

হাসেম। যদি বলি, কবিকে তারা নিয়ে যাক? কি করবে তুমি?

পুষ্পায়ুধ। মানব না আপনার হুকুম? আগে ওদের ভাল করে শিক্ষা দেব, তারপর ইচ্ছা হয় আপনি আমায় দণ্ড দেবেন।

হাসেম। দণ্ডই তোমায় দেব পুষ্পায়ুধ। যাও, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করো না। আমাদের মাটিতে যারা অনধিকার প্রবেশ করেছে, তারা যেন কেউ ফিরে যেতে না পায়। আর ওই কুকুরটাকে চাবুক মারতে মারতে গাধার পিঠে চড়িয়ে পেছনে কুকুর লেলিয়ে দাও।

পুষ্পায়ুধ। ও যে আপনার আত্মীয়।

হাসেম। আমার আত্মীয় আমার প্রজারা। আমার হুকুম রইল পুষ্পায়ুধ, মানবজাতির কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ এই ব্রাহ্মণ পরিবারের উপর যে এতটুকু নির্য্যাতন করবে, সে আমার ভাই হলেও তার মাথাটা কেটে ভাগাড়ে ফেলে দেবে।

পুষ্পায়ুধ। জনাব হাসেম আলি খাঁর জয় হক।

[প্রস্থান।

বংশিদাস। আশ্চর্য্য!

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। আপনিই কি আমাদের নূতন জায়গীরদার? অভিবাদন গ্রহণ করুন জনাব।

হাসেম। জনাব নয় ভগ্নি, ভাইসাহেব বল!

বংশিদাস। কি বলে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাব হাসেম আলি খাঁ? তুমি রাজা হও, রাজরাজেশ্বর হও। তুমি আমাদের নূতন জায়গীরদার। প্রজারা সবাই তোমাকে নজর দিয়েছে! আমি বড় গরীব, তোমাকে দেবার মত আমার কিছুই নেই বাবা। কি দেব তোমাকে?

হাসেম। সমগ্র মানবজাতিকে যে মহার্ঘ্য রত্ন দেবার জন্য আপনি সাধনা কচ্ছেন, তার ভাগ আমিও ত পাব ঠাকুর। এর উপরেও যদি কিছু দিতে চান আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করুন,—আমি যেন ভুলে না যাই,—প্রজাদের জন্যই আমি, আমার জন্য প্রজারা নয়।

চন্দ্রাবতী। ভাইসাহেব,—

হাসেম। দুঃখ করো না ভগ্নি। প্রাণের জন্য যে পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে, সে তোমার যোগ্য নয়।

চন্দ্রাবতী। হয়ত এ ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। আমি জানি, অন্যায় তিনি কখনও করতে পারেন না।

হাসেম। তার কথা ভুলে যাও ভগ্নি। [চন্দ্রাবতীর ম্লান হাসি]

বংশিদাস। এখন আমি কি করব হাসেম ?

হাসেম। আপনি যা কচ্ছেন, তাই করুন।

বংশিদাস। তুমি জান না হাসেম, আজ বিবাহ না হলে এ মেয়ের আর বিবাহ হবে না।

হাসেম। আজ রাত্রেই বিবাহ হবে। দশজন যোগ্য পাত্র আমার সেরেস্তায় উপস্থিত। এরা সবাই ধনীর সন্তান, কৃতবিদ্য, রূপে গুণে অতুলনীয়।

বংশিদাস। কিন্তু—

হাসেম। কোন কিন্তু নেই। আপনি শুধু বলুন, কার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবেন। যত অর্থ লাগে, আমি দেব।

বংশিদাস। তুমি দেবে ! ওরে ও চন্দ্রা, ছেলেটা কি বলছে শুনছিস ? সন্ধ্যে হয়ে গেল। চল চল,—ওরে তোরা ভাল করে বাজনা বাজা, ভাল করে বাজনা বাজা।

চন্দ্রাবতী। বাবা, ফেরো বাবা। বাজনা বন্ধ কর, ওঁদের ফিরে যেতে বল। বিয়ে হবে না।

হাসেম।
বংশিদাস। } হবে না ! !

চন্দ্রাবতী। না। আমি বিয়ে করব না।

বংশিদাস। অবুঝ হস নে মা। কি ছার জয়চন্দ্র ? তার চেয়ে যোগ্য বর মিলেছে তোর। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নে। ওরে এ সুযোগ আর আসবে না। চোখের জল মুছে ফেল্। বল্ মা, হাসিমুখে বল্, আমি বর নিয়ে আসি।

চন্দ্রাবতী। একটা মন কজনকে দেব বাবা? তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, —তুমি হিন্দুধর্ম্মের ধারক,—আমায় অধর্ম্মের পথে ঠেলে দিও না। সারাজীবন একজনের মূর্ত্তিই আমি ধ্যান করেছি। আজ আর একজনের ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে জীবনভোর অভিনয় করতে আমি পারব না।

বংশিদাস। তবে সারাজীবন করবি কি?

চন্দ্রাবতী। গীত।

[আমি] বহিব জীবন ভোর,
দুঃখের বোঝা ললাটের লেখা, এই গৌরব মোর!
সারাটি জীবন কাঁদিয়া গিয়াছে জনকদুহিতা সীতা,
আমি বসে বসে অশ্রুমালায় রচিব তাহারি গীতা।
দিও না, দিও না বাধা গো,
এ মোর সুখের কাঁদা গো,
পরের জনমে হয় ত করমে মিলিবে সে চিতচোর।

হাসেম। তাই কর ভগ্নি, তাই কর। ফুলেশ্বরীর তীরে আমি তোমাদের ঘর বেঁধে দিচ্ছি। তোমাদের সমস্ত ব্যয়ভারও আজ থেকে আমিই বহন করব, তোমার পিতা যোগাসনে বসে জগতের জন্য অমৃত আহরণ করুন, আর তুমি কবি চন্দ্রাবতী নীরবে নির্ভয়ে রামায়ণ মহাকাব্যের জাহ্নবীধারা বহিয়ে দিয়ে বহু পাপে পঙ্কিল এই ফুলেশ্বরীর জল পবিত্র কর, পবিত্র কর।

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। তুমি যাও বাবা। ওষুধ বুঝি পুড়ে গেল। দুঃখ করো না, বিবাহ আমার কপালে নেই। [প্রস্থান।

বংশিদাস। ওরে তোরা বাজনা বন্ধ কর, বাজনা বন্ধ কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্মশান।

জয়চন্দ্রের প্রবেশ।

জয়চন্দ্র। এই ত পিতার শ্মশান। ওই আমার বাড়ী, আমার আশৈশবের তীর্থভূমি। পিতা, এই মাটিতে তুমি আমার গলায় একদিন যজ্ঞসূত্র পরিয়ে দিয়েছিলে। তোমার দেওয়া যজ্ঞসূত্র তোমার চিতায় রেখে যাচ্ছি। ক্ষমা কর পিতা, ক্ষমা কর।

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। গীত।

ওরে অবোধ ছেলে,
কাচের লোভে দিলি যে তুই কাঞ্চনে হায় জলে ফেলে।
সাত পুরুষের সৌধ গড়া,
পারিজাতের গন্ধে ভরা,
কিসের লোভে ভাঙ্গলি তারে পদাঘাতে অবহেলে!
হায়রে তোরে স্মরণ করে
সারা গাঁয়ের অশ্রু ঝরে,
যা হারালি পাবি না আর সোনার স্বর্গ হাতে পেলে!

জয়চন্দ্র। কে? ভৈরব? কি বলছ ভাই?

ভৈরব। "কি বলছ ভাই?" বলছি তুই মরলি না ক্যান্ পোরাকপাইল্যা? ছাতার পরাণের লাইগ্যা তুই চৌদ্দ পুরুষেরে নরকে ডুবালি?

জয়চন্দ্র। দোষ আমার নয় ভৈরব, আমার অদৃষ্টের।

ভৈরব। অদেষ্ট! নিজে আকাম কইয়া আবার অদেষ্ট মারাইতে আইছ? এহানে আইছ কি কামে?

জয়চন্দ্র। কেন, নিজের ঘরে বাস করতে এসেছি।

ভৈরব। বাস করতে আইছ? নিজের ঘরে! ঘর কোহানে তোর? এ হিন্দুর গাঁও, খেয়াল আছে? দূর দূর মোছলার নিকুচি করছে। দূর হইয়া যা।

জয়চন্দ্র। কোথায় যাব?

ভৈরব। ফুলেশ্বরীতে জল আছে, ডুইব্যা মর গিয়া যা। তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়। একটা বাম্‌নের মাইয়ার সর্ব্বনাশ করছ তুই। যা— দূর হ। যাবি না? তবে তুই যমের বাড়ী যা। [মাথায় লাঠির বাড়ি মারিবার উপক্রম]

জুলেখার প্রবেশ।

জুলেখা। আমাকে মার ভাই, আমাকে মার, ওঁর কোন অপরাধ নেই।

ভৈরব। তুমি বুঝি কাছিম আলির মাইয়া? এই গেরামে থাকতে আইছ? এই বাড়ীতে? আহা হা, তা থাকবাই ত। নিজের বাড়ী নিজের ঘর। থাক থাক, আমিও গেরামের লোক ডাইক্যা জর করি, দেহি কেমন কাছিম আলি, আর কেমন তার মাইয়া।

[প্রস্থান।

জয়চন্দ্র। তুমি আবার কেন এলে জুলেখা? এত করে বারণ করলুম, তবু কথা শুনলে না?

জুলেখা। তুমি কি আমার কথা শুনেছিলে? কত অনুরোধ তোমায় করেছি, কোন কারণেই পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিও না।

জয়চন্দ্র। তুমি কি শোন নি তোমার পিতা শুধু আমাকে নির্য্যাতন করেন নি, আমার দাদার উপর পর্য্যন্ত অকথ্য অত্যাচার করেছেন; সর্ব্বজনমান্য সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দেহ চাবুকের ঘায়ে জর্জ্জরিত হয়েছে।

জুলেখা। তাই তুমি ধর্ম্মটা ডালি দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করেছ। এর পরে যখন আবার একটা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে চাবুক হাতে নিয়ে তারা এগিয়ে আসবে, তখন কি দিয়ে তাদের রক্ষা করবে স্বামি? তুমি জান না, ছ'লে বলে কৌশলে সমগ্র জায়গীরে ইসলামের আবাদ করাই বাপজানের সারাজীবনের স্বপ্ন; আমি হয়েছি তার একটা উপলক্ষ্য।

জয়চন্দ্র। জুলেখা!

জুলেখা। মুখের দিকে চেয়ে আছ যে! মনের কথা পাঠ কচ্ছ?

জয়চন্দ্র। আমাকে বিবাহ করে তুমি কি সুখী হও নি জুলেখা?

জুলেখা। না। তোমার সে ব্রহ্মণ্য তেজে উদ্ভাসিত মুখ, তোমার সেই বলিষ্ঠ চরিত্রের অনমনীয় অহঙ্কার, তোমার সে শুভ্র উপবীত আমায় পাগল করেছিল। তোমার এ রূপ আমি দেখতে চাই নি। তুমি যখন বাপজানের মুখের উপর মাথা তুলে বলেছিলে,—"আমার মনটা চন্দ্রাবতীতে ভরা,—আর কোন নারীর সেখানে স্থান নেই," তখন আমার কাণে যেন সহস্র কোকিল কূজন করে উঠল। মনে হল ছুটে এসে তোমার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিই।

জয়চন্দ্র। আমি ত দেখেছি, তুমি আমায় ভালবাস।

জুলেখা। ঠিকই দেখেছ। কিন্তু আমি যাকে ভাল বেসেছিলাম, তার নাম জয়চন্দ্র শর্ম্মা, জয়নাল আবেদিন নয়; সে তারই অপেক্ষায় বসে থাকা একটা নিরপরাধ নারীর মাথায় এমনি করে পাহাড় ছুঁড়ে মারতে পারে না।

জয়চন্দ্র। আমি যদি চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করতুম, তুমি কি তাতে সুখী হতে জুলেখা?

জুলেখা। নিশ্চয়। তুমি তার, সে তোমার; জুলেখা তার মধ্যে কেউ নয়। দূর থেকে তোমাদের দেখে যে সুখ আমার হত, আজ তোমাকে এত কাছে পেয়েও তার অর্দ্ধেকও পাচ্ছি না।

জয়চন্দ্র। জুলেখা,—জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীর কথা আজ আর বলতে নেই। সে অতীতের স্বপ্ন! দোহাই তোমার,—তার কথা তুলো না, তোমার ভালবাসার স্পর্শ দিয়ে তার কথা আমায় ভুলিয়ে দাও। এস, কাছে এস, চোখের জল মুছে ফেল। তোমাকে নিয়েই আমি পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করব।

জুলেখা। আমাকে তোমার ঘৃণা হচ্ছে না?

জয়চন্দ্র। না; তোমার কি দোষ?

শিবচন্দ্রের প্রবেশ।

শিবচন্দ্র। কে রে? কে এল? জয়া?

জয়চন্দ্র। দাদা,—[প্রণাম করিবার উপক্রম]

শিবচন্দ্র। থাক্ থাক্,—ওঠ্, কে আবার দেখে ফেলবে। হাতে আমার নারায়ণ, এইমাত্র স্নান করে এসেছি। কেউ দেখলে অনর্থ হবে।

জয়চন্দ্র। প্রণাম কর জুলেখা।

[জুলেখা শিবচন্দ্রকে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল]

শিবচন্দ্র। কে, বউমা? কি বলে তোমায় আশীর্ব্বাদ করব? তোমাদের ভাষা আমার জানা নেই; চন্দ্রাবতী হলে বলতুম,—পাকা চুলে সিঁদুর পর। তুমি সুখে থাক মা, সুখে থাক। কত আদরের তুমি, আমার জয়ার বউ, সেই জয়া—যাকে শৈশবে আমার কোলে ফেলে দিয়ে মা চলে

গিয়েছিলেন। কত কষ্টে যমের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করে ওকে বড় করে তুলেছি। ছেলে ওর সম্পত্তি কতবার গ্রাস করতে চেয়েছে; আমি ওর ভাগ তাকে ছুঁতে দিই নি।

জুলেখা। আমি সব জানি বটঠাকুর।

শিবচন্দ্র। সেই জয়ার বউ দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, তবু বাজনদার বাজনা বাজালে না, কেউ উলু দিলে না, একটা শঙ্খধ্বনি হল না। কত আশা করেছিলাম, কত যত্নে তোমাদের ফুলশয্যার ঘর তৈরী করিয়েছিলাম। কিছুই হল না, সব আশা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

জয়চন্দ্র। দাদা,—আমি অনেক কেঁদেছি, আর আমায় কাঁদিও না।

শিবচন্দ্র। না না, কাঁদবি কেন? কাঁদবি কেন? বউমা ব্যথা পাবে, অমঙ্গল হবে। যাক যাক, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। মাকে অবহেলা করিস নি, ওকে নিয়েই তুই সুখী হ।

জয়চন্দ্র। তুমি কি আমায় ক্ষমা করেছ দাদা?

শিবচন্দ্র। সে ত জন্মের সঙ্গেই করে রেখেছি। নতুন করে আর কি করব বল্।

জয়চন্দ্র। এই বৃদ্ধ বয়সে যে আঘাত তোমায় দিয়েছি,—

শিবচন্দ্র। যেতে দে ভাই, যেতে দে। কটা দিন আর? হয়েই ত এল, তারপর সব জুড়িয়ে যাবে। আর, সব ধর্ম্মই ত এক। একই দীঘির বারি,—কেউ বলে পানি, কেউ বলে জল। মনটা বোঝে না তাই, নইলে যিনি খোদা, তিনিই ত ভগবান্। তাই না বৌমা?

জুলেখা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শিবচন্দ্র। দেখ মা, জয়ার বউয়ের মুখ দেখব বলে সামান্য এক জোড়া শাঁখা বাঁধাতে দিয়েছিলাম। আসবার সময় স্যাকরা দিয়ে দিলে। তেমন কিছু নয়, তবু—কাকে যে দিই—

জুলেখা। আমার শাঁখা আমাকেই দিন।

শিবচন্দ্র। তুমি শাঁখা পরবে?

জুলেখা। আপনি দিলে শাঁখাও পরব, সিঁদুরও পরব।

শিবচন্দ্র। ওরে জয়া, মেয়েটা কি পাগল? চন্দ্রাবতীই কি আর এক মূর্ত্তিতে এসেছে? দুঃখের ঘনঘটায় এও এক বিদ্যুতের আলো।

জয়চন্দ্র। বাড়ীতে তালা বন্ধ কেন দাদা? ঝী চাকর কি কেউ নেই? তালা খুলে দাও,—আমরা ভেতরে যাব!

শিবচন্দ্র। তা ভেতরে—না না, আজ তোরা চলে যা, এখনি চলে যা, এখনি চলে যা।

জয়চন্দ্র। চলে যাব কেন দাদা? নিজের বাড়ী থাকতে আমি পরের ঘরে থাকব কেন?

শিবচন্দ্র। তা ত বটেই, তা ত বটেই। কিন্তু—

জুলেখা। কোন কিন্তু নেই। দু বাড়ীর মাঝখানে পাঁচীল তুলে দেব; আমরা কাউকে স্পর্শ করব না।

শিবচন্দ্র। না না, সে কথা নয়। তোমরা আজ চলে যাও। দেখি ছেলেটাকে বোঝাতে যদি পারি। দিনরাত কি সব দলিলপত্র দেখে, আর মাথা নাড়ে। আমি আবার ওসব বুঝি না। তোমরা যাও, তোমরা যাও।

জয়চন্দ্র। যাবার জন্যে ত আসি নি দাদা। আমরা আমাদের বাড়ীতেই থাকব।

ভূতনাথের প্রবেশ।

ভূতনাথ। কোন্‌টা তোমাদের বাড়ী চাচা?

জয়চন্দ্র। কেন ভূতনাথ? এই যে আমার বাড়ী, তোমরা তালাবন্ধ করে রেখেছ।

ভূতনাথ। তালাটা ভাঙ্গ না, দেখি তুমি কেমন সিদ্ধেশ্বর শর্ম্মার ছেলে।

শিবচন্দ্র। ওরে ও ভূতো, এ তুই কাকে কি বলছিস্? এ যে তোর কাকা।

ভূতনাথ। কাকা! কে কাকা? কাকা মরে ভূত হয়েছে। নিজের ঘরে বাস করতে এসেছে! কিসের ঘর তোমার? এ এখন আমার বাড়ী।

জয়চন্দ্র। তোমার বাড়ী!

ভূতনাথ। চোখ কপালে তুললে যে? এত লেখাপড়া শিখেছ, আর এইটে জান না? তুমি ত মরে গেছ।

জয়চন্দ্র। মরে গেছি!

শিবচন্দ্র। ও ভূতো,—ওরে বাড়ীটা খুলে দে।

ভূতনাথ। তুমি চুপ কর বাবা। খালি কতকগুলো ব্যাকরণের কচকচি শিখেছ, আর ঘণ্টা নাড়তে শিখেছ। আর কিচ্ছু জান না। ধর্ম্ম ত্যাগ করেছ কি মরেছ। আজ তুমি ধর্ম্ম ত্যাগ কর, কাল আমি তোমার শ্রাদ্ধ করব। জয়চন্দ্র শর্ম্মা মরে গেছে, তার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি এখন তার সুযোগ্য ভাইপো এই ভূতনাথ শর্ম্মার। এ হচ্ছে আইনের কথা। বুঝলে?

শিবচন্দ্র। আইন! ওরে, প্রাণের আইনের চেয়ে পুঁথির আইন কি বড় হবে? দে ভূতো,—ঘর খুলে দে। আমি মরার পর তোর যা খুশী করিস্। ওরে দেখ—তোর কাকার চোখের জল পড়ছে। বৌমা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। গাঁয়ের লোকেরা দেখলে আমাদেরই মাথা হেঁট হবে।

ভূতনাথ। হলে কি করব? তোমার না হয় ভীমরতি হয়েছে, আমার ত ভীমরতি হয় নি। এ হচ্ছে আইন। আমি বরং তোমাকে বাড়ী থেকে

তাড়িয়ে দিতে পারি, তবু আইনকে ফাঁকি দিয়ে নরকে যেতে পারব না।

জুলেখা। তোমার আইন বজায় থাক বাবা। আমরা স্বীকার কচ্ছি, এ তোমারই বাড়ী। আমাদের দুটি প্রাণীকে এ বাড়ীতে থাকতে দাও। আমরা মাসে মাসে খাজনা দেব।

ভূতনাথ। খাজনা দিলে আরও বাড়ী মিলবে চাচি। এখানে নয় দয়াময়ি; তোমরা চলে যাও। ভোরবেলা কুক্কুরু ডাকবে, আর ইমাম এসে গলা ছেড়ে আজান দেবে; আজ গড়বে মসজিদ, কাল করবে আমাদের বাজনা বন্ধ, পরশু আমাদের রান্নাঘরে ঠেলে উঠবে, এ সুযোগ আমার ওই বাবা দিতে পারত, কিন্তু আমি দেব না।

জুলেখা। আমরা তোমাদের কোন অনিষ্ট করব না। কথা শোন বাবা—

ভূতনাথ। সরে যাও বলছি। সকালবেলা বামুনের ছেলে যাকে তাকে ছুঁয়ে চান করতে পারব না।

শিবচন্দ্র। আঃ—কি বলছিস্ তুই হতভাগা ?

ভূতনাথ। ওরে ও মনসার মা, গঙ্গাজল নিয়ে আয়।

জয়চন্দ্র। ভাল করে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দাও ভূতনাথ। যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছি, এখানে কোন শস্য হবে না, হলেও তোমরা তা খেতে পারবে না। আইনের জয় হক,—যে বাড়ীর প্রতি ইট পাথরে আমার পিতার নাম জ্বল্‌জ্বল্ কচ্ছে, সে বাড়ীতে আমার স্থান হল না, শুধু আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করেছি বলে। কেন আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করেছি, তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর।

শিবচন্দ্র। ওরে তোরা আর এখানে দাঁড়াস নে। চলে যা ভাই, চলে যা।

ভূতনাথ। ছুঁয়ে দিচ্ছ কেন? তোমার কি কোনকালে বুদ্ধি শুদ্ধি হবে না?

শিবচন্দ্র। আমি বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেব। এ বাড়ী আমি কাউকে ভোগ করতে দেব না।

জয়চন্দ্র। তোমায় কিছু করতে হবে না দাদা, তোমায় কিছু করতে হবে না। যা করবার কাশেম আলি খাঁই হয় ত করবেন। আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু তোমরা সাবধানে থেকো দাদা। যে বাড়ীতে আমার স্থান হল না, সে বাড়ী হয় ত ধূলোর সঙ্গে মিশে যাবে। আর বংশের এই কুলাঙ্গারটাকে—

ভূতনাথ। তবে রে মোছলমানের নিকুচি করেছে।

[পিতার যষ্টি কাড়িয়া লইয়া জয়চন্দ্রকে প্রহারোদ্যোগ, জুলেখা মাঝখানে দাঁড়াইল ; তাহারই গায়ে লাঠি পড়িল]

জয়চন্দ্র। এ তুই করলি কি শয়তান?

জুলেখা। রাগ করো না ; বেশী লাগে নি আমার। চল চল। তুমি সুখে থাক বাবা, তুমি সুখে থাক।

জয়চন্দ্র। আচ্ছা চল। সুখেই থাক তোমরা, সুখেই থাক।

[জুলেখা সহ প্রস্থান।

শিবচন্দ্র। আমি তোকে ত্যাজ্যপুত্র করব।

ভূতনাথ। তার আগে আমিই তোমায় ত্যাজ্য বাপ করব।

[প্রস্থান।

শিবচন্দ্র। বজ্রধারি, বজ্র যদি থাকে তোমার, আমার মাথায় মার, আমার মাথায় মার।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দশ-আনি—প্রাসাদ।

নাদিরার প্রবেশ।

নাদিরা। এ জায়গীর থাকবে না। এত অধর্ম্ম প্রকৃতি কখনও সয় না। হিন্দুদের ধরে ধরে মুসলমান বানিয়ে দিয়ে কি যে সুখ, আমি বুঝতে পাচ্ছি না। ছেলেটা স্পষ্ট বললে, তার মনে চন্দ্রাবতী ছাড়া আর কারও জায়গা নেই, তবু তার হাতেই মেয়েটাকে তুলে দিলে? কোন কথাই কাণে তুললে না।

হলায়ুধের প্রবেশ।

হলায়ুধ। জাঁহাপনা কোথায় বেগম সাহেবা?

নাদিরা। কেন বল দেখি; মুখে আষাঢ়ের মেঘ জমেছে দেখছি। ব্যাপার কি বল ত?

হলায়ুধ। কি বলব বেগম সাহেবা? আপনার ভাই দুশো সৈন্য নিয়ে চন্দ্রাবতী আর তার পিতাকে ধরে আনতে গিয়েছিল।

নাদিরা। নিয়ে এসেছে?

হলায়ুধ। না। সৈন্যগুলো সব বন্দী।

নাদিরা। বহুৎ আচ্ছা। আর সেই বাঁদরটা?

হলায়ুধ। আপনার ভাই? তাকে প্রহার করে গাধার পিঠে চড়িয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে।

নাদিরা। কে এমন কাজ করলে বল ত?

হলায়ুধ। জাঁহাপনার ভাই হাসেম আলি খাঁ।

নাদিরা। তাকে একটা খবর পাঠাতে পার হলায়ুধ?

হলায়ুধ। কি খবর বেগম সাহেবা?

নাদিরা। তাকে বলে পাঠাবে যে তোমার ভাবী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছে।

হলায়ুধ। তা ত হবেনই, ভাই বলে কথা।

নাদিরা। তার উচিত ছিল এই জানোয়ারটাকে কেটে দুখানা করে ফুলেশ্বরীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া।

হলায়ুধ। এ আপনি বলছেন কি? সে যে আপনার ভাই।

নাদিরা। এমন ভাই থাকার চেয়ে মরাই ভাল। কিন্তু তুমি যে সেজে এসেছ দেখছি। কোথাও যাবে না কি?

হলায়ুধ। জাঁহাপনার অনুমতি পেলে আমি যাব পাটওয়ারী গ্রামে।

নাদিরা। একবার ত গিয়েছিলে বংশিদাস কবিরাজকে নিয়ে আসতে। তার মেয়ে তোমায় কুকুর তাড়া করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

হলায়ুধ। সেদিন আমার সঙ্গে সৈন্য ছিল না। আজ দেখব কেমন সে বংশিদাস কবিরাজ, আর কেমন তার মেয়ে। বংশিদাসকে ত পিঠমোড়া করে বেঁধে আনবই; তার মেয়েকেও চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে ওই রহিমের বাঁদী করে দেব।

নাদিরা। তা নইলে এ জাতের এত অধঃপতন হবে কেন? মুসলমান কজন? তোমরাই ত তাদের সহায়। তোমাদেরই হাত দিয়ে এরা হিন্দুগুলোকে ধরে এনে কলমা পড়িয়ে দেয়, তোমাদেরই সহায়তায় মন্দির ভেঙ্গে বিগ্রহগুলোকে টেনে এনে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তোমরা ঘরভেদী বিভীষণের দল সজাতির লাঞ্ছনা দেখে দাঁত বার করে হাস, আর মনে কর তোমাদের গায়ে এদের আঁচড় কখনও লাগবে না।

তা হয় না মূর্খ। আজ জয়চন্দ্রের ঘরে আগুন লেগেছে, কাল তোমার ঘরেও লাগবে।

হলায়ুধ। আপনি বৃথাই আমাকে অপমান কচ্ছেন।

নাদিরা। অপমানের হুল তোমার গায়ে বেঁধে না; গায়ে তোমার গণ্ডারের চামড়া। মেয়েটার এতবড় সর্ব্বনাশ করেও তোমাদের সাধ মেটে নি, আবার তাকে টেনে এনে ওই জানোয়ারটার গলায় ঝুলিয়ে দিতে চাও। জাঁহাপনা বিধর্ম্মী; কিন্তু তুমি ত তার বিধর্ম্মী নও। তোমার এ আক্রোশ কেন?

হলায়ুধ। আপনি জানেন না, সে আমাদের অত্যন্ত অপমান করেছে।

নাদিরা। বেশ করেছে। দুর্ভাগ্য তোমাদের যে এ দেশে তোমাদের মত শয়তানদের অপমান করতে আর কেউ রইল না।

কাশেম আলির প্রবেশ।

কাশেম। হলায়ুধ,—

হলায়ুধ। জনাব,—

কাশেম। এ কথা সত্য যে হাসেম আলি আমাদের দুশো সৈন্যকে বন্দী করে রেখেছে?

হলায়ুধ। সত্য জনাব। তার উপর রহিম মিঞাকে নিদারুণ প্রহার করে গাধার পিঠে চড়িয়ে ফেরৎ পাঠিয়েছে।

কাশেম। এত স্পর্দ্ধা সেই অপোগণ্ড যুবকের যে আমার সৈন্যদের বন্দী করে রাখে?

নাদিরা। আর তোমরা দেরী করো না। সৈন্য-সামন্ত অস্ত্র-শস্ত্র যেখানে যা আছে, সব নিয়ে বেরিয়ে পড়। যদিও হাসেম আলি তোমার ভাই, তবু তার মাথাটা কেটে দেহটা গাড়ীর চাকায় বেঁধে শোভাযাত্রা

করা চাই। তার ছেলেটাকে জ্যান্ত কবর দিতে হবে, তার বউটাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে—

কাশেম। থামো।

নাদিরা। থামব কেন? অপরের অপরাধ সহ্য করা যায়, কিন্তু নিজের সহোদর ভাইয়ের বেয়াদপি কি সহ্য হয়?

কাশেম। যা বোঝ না, তার মধ্যে মাথা গলাতে আস কেন?

নাদিরা। স্বভাব, বুঝলে মিঞা? স্বভাবের দোষ।

কাশেম। স্বভাব সংশোধন কর নারি, নইলে এখানে তোমার স্থান হবে না।

নাদিরা। না হয়, হাসেম মিঞার বাড়ীতেই চলে যাব।

হলায়ুধ। ছি ছি ছি, এ আপনি কি বলছেন?

কাশেম। আমার বেগম ওই কাফের হাসেমের বাড়ীতে গিয়ে উঠবে? কথাটা বলতে তোমার লজ্জা হল না?

নাদিরা। লজ্জাশরম কি আর আছে জনাব? এ বাড়ী থেকে লজ্জাশরম লজ্জায় মুখ ঢেকে পালিয়ে গেছে। এক সদাশয় ব্রাহ্মণ তোমার মেয়েকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছে, আর কেউ হলে দুহাত ভরে তাকে খেলাত দিত। তুমি জোর করে তার ধর্ম্মটা কেড়ে নিলে, তার হাতে মেয়েটাকে পর্য্যন্ত তুলে দিলে। তোমার মেয়েকে সে অনুগ্রহ করতে পারে, ভাল কখনও বাসবে না। তার মনে চন্দ্রাবতী ছাড়া আর কারও জায়গা নেই।

কাশেম। চন্দ্রাবতীর বিবাহ হলেই এ রোগ সেরে যাবে।

হলায়ুধ। আমরা তারই ব্যবস্থা কচ্ছি।

নাদিরা। যোগ্য হিন্দু পাত্রের ত অভাব ছিল না। কেন এই জানোয়ারটার গলায় অমন একটা মেয়েকে ঝুলিয়ে দিতে চাও? মজা

দেখবে, না? আমি তা হতে দেব না। আমার ভাইকে আমি মাটিতে পুঁতে ফেলব, তবু অমন একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে দেব না।

হলায়ুধ। আশ্চর্য্য! আপনার রাগ হচ্ছে না? এই মেয়েটার জন্য আপনার ভাই লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে, আর আপনি তার প্রতিশোধ চান না?

নাদিরা। না। আগুনে হাত দিলে হাত ত পুড়বেই। সে দোষ আগুনের নয়, হাত যে দেয়, তার।

কাশেম। যাও যাও, তোমার কোন বুদ্ধি নেই।

নাদিরা। বুদ্ধি না থাকা বরং ভাল, তবু বেশী বুদ্ধি ভাল নয়। এই বেশী বুদ্ধির জন্যে তুমি জুলেখার সর্ব্বনাশ করেছ। দোহাই তোমার, আর একটা নিরপরাধ মেয়ের সর্ব্বনাশ করো না। এ পাপ মানুষে সইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মে কখনও সইবে না। [প্রস্থান।

কাশেম। ধর্ম্মে সইবে না, ধর্ম্মে সইবে না। আশৈশব হিন্দু প্রতিবেশীর সঙ্গে বাস করে কতকগুলো হিন্দু বুলি শিখেছে। ধর্ম্ম আমার মুঠোর মধ্যে; আমি যা করব তাই ধর্ম্ম; যা বলব, তাই শাস্ত্র। হলায়ুধ,—

হলায়ুধ। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

কাশেম। যত সৈন্য লাগে নিয়ে যাও। বংশিদাস আর চন্দ্রাবতীকে বেঁধে নিয়ে এস। হাসেম আলির প্রাসাদ ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দাও। রহিমকে সে যেমন করে গাধার পিঠে চড়িয়ে আমার কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছে, সেই কাফেরকেও তেমনি গাধার পিঠে চড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে এস।

হাসেমের প্রবেশ।

হাসেম। কাফের এসেছে দাদা।

কাশেম। হাসেম আলি খাঁ!

হলায়ুধ। বুকের পাটা ত কম নয়!

হাসেম। তা একটু আছে ভায়া।

কাশেম। এতবড় অপরাধ করে নিজেই আমার সামনে হাজির হয়েছ?

হাসেম। উপায় কি বল। সব খবর ত তুমি জান না। শুনে সুখী হবে, তোমার সৈন্যেরা সবাই তরবারি স্পর্শ করে আমার বশ্যতা স্বীকার করেছে।

কাশেম। তোমার বশ্যতা স্বীকার করেছে!

হাসেম। তাদের কলঙ্কিত তরবারি গুলো আমি ফুলেশ্বরীর জলে ফেলে দিয়ে নূতন তরবারি হাতে তুলে দিয়েছি।

কাশেম। আমি যাদের ধরে আনতে পাঠিয়েছি, তুমি তাদের রক্ষা কর কোন্ সাহসে?

হাসেম। তুমি তাদের ধরে আনতে পাঠাও কোন্ সাহসে?

হলায়ুধ। তুমি কি বলছ উন্মাদ? জাঁহাপনার কাজের কৈফিয়ৎ চাও তুমি?

হাসেম। হাঁা চাই। জনাব কাশেম আলি খাঁ, পাটওয়ারী গ্রাম ত আর তোমার নয়। বংশিদাস আর তার কন্যা আর ত তোমার প্রজা নয়। তুমি আমার জায়গীরের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ কর কোন্ বিবেচনায়?

কাশেম। কদিনের জায়গীরদার তুমি?

হাসেম। দুদিনের মাত্র। তুমি আমাকে সৈন্য দাও নি, অস্ত্রশস্ত্র দাও নি, শুধু দিয়েছ মাটি, আর কতকগুলো দারিদ্র্যপীড়িত হতভাগ্য প্রজা। আমার রাজকোষে অর্থ নেই, অস্ত্রাগারে গোলাবারুদ নেই;

তবু আমার মাটিতে কারও অনধিকার প্রবেশ আমি সহ্য করব না। আমি প্রাণ দেব—যা আছে সব দেব, তবু কারও হাতে আমার একটা দীনতম প্রজার লাঞ্ছনাও আমি বরদাস্ত করব না; সে জনাব কাশেম আলিই হক, আর দিল্লীর বাদশাই হক। [প্রস্থানোদ্যোগ।

হলায়ুধ। আজ যদি আমরা পাঁচশো সৈন্য নিয়ে তোমার জায়গীর আক্রমণ করি, কি দিয়ে তুমি প্রতিরোধ করবে? তোমার সৈন্য কই? অস্ত্রশস্ত্র কই?

হাসেম। আকাশ থেকে ঝরে পড়বে। হিন্দু তুমি, হিন্দুশাস্ত্র পড় নি? ধর্ম্মকে যে রাখে, ধর্ম্মও তাকে রাখে। [প্রস্থানোদ্যোগ।

কাশেম। আমি এ বেয়াদপি সহ্য করব না হাসেম।

হাসেম। বেয়াদপি আমায় নয়, তোমার। নিজের এলাকায় তুমি যত পার ইসলামের আবাদ কর। কিন্তু আমার এলাকায় কোন হিন্দুকে কলমা পড়ানোর স্বপ্ন দেখো না, মরবে।

কাশেম। তোমার মত কাফেরকে জায়গীরের অংশ দেওয়াই আমার ভুল হয়েছিল। আমি সে ভুল সংশোধন করব। শোন নির্ব্বোধ,—

হাসেম। তুমি শোন। চন্দ্রাবতী শুধু আমার প্রজা নয়, আমার ভাগ্যবিড়ম্বিত ধর্ম্মভগ্নী। সে আর তার পিতা আমারই পোষকতায় দুনিয়ার কল্যাণসাধনায় ধ্যানমগ্ন। তাদের উপর যে কেউ এতটুকু অত্যাচার করবে, সে আমার দুশমন; তাকে আমি সমূলে ধ্বংস করব, বুঝে কাজ করো।

[প্রস্থান।

হলায়ুধ। আমি অবাক হয়েছি এই যুবকের সাহস দেখে। একি উন্মাদ? আপনাকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করে দুদিনের জায়গীরদার এই হাসেম আলি খাঁ?

কাশেম। ধ্বংস কর, ধ্বংস কর। ছ-আনির জায়গীরে দাবানল জ্বালিয়ে দাও। দুশো নয়, পাঁচশো নয়, হাজার হাজার সৈন্য দিয়ে হাসেম আলির জমিদারী ছেয়ে ফেল। কাল যা দয়া করে দান করেছি, আজ তা পয়জার মেরে কেড়ে নাও।

কেনারামের প্রবেশ।

কেনারাম। কিন্তু দোহাই জাঁহাপনা, চন্দ্রাবতীর উপর কোন অত্যাচার করবেন না।

হলায়ুধ। চন্দ্রাবতীকে আমাদের চাইই চাই।

কেনারাম। চাইলেই সব পাওয়া যায় না হুজুর।

কাশেম। কে তুই ?

কেনারাম। মানুষ।

কাশেম। চন্দ্রাবতী তোর কে ?

কেনারাম। আমার বোন, আমার দেশের কবি।

কাশেম। কবিকে আমি কলমা পড়াব।

কেনারাম। সে কলমা এখনও তৈরী হয় নি।

কাশেম। কে এ উন্মাদ !

কেনারাম। উন্মাদ আপনার প্রজা নয় যে তার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবেন, সে জয়চন্দ্রের মত দুর্বল নয় যে ধরে এনে মুসলমান বানিয়ে দেবেন। শক্তিহীন হিন্দুসমাজের উপর বহুদিন ধরে তুমি অবর্ণনীয় অত্যাচার করে আসছ। সব আমরা মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু চন্দ্রাবতীর ছায়াও তুমি আর মাড়িও না কাশেম আলি খাঁ। তাহলে তোমার প্রজারাই তোমার টুঁটি কামড়ে ধরবে। আর কেউ যদি অঙ্গুলিহেলন নাও করে, তাহলে আমিই তোমাকে কবরের পথ দেখিয়ে দেব। [প্রস্থানোদ্যোগ।

হলায়ুধ। আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব।

জুলেখার প্রবেশ।

জুলেখা। বাবা—বাবা, শীগ্‌গির এস, রণখোলার লোকেরা তোমার জামাইয়ের মাথা কাটিয়ে দিয়েছে।

কেনারাম। কে? এ কার মেয়ে! জনাব কাশেম আলি খাঁ,—এ তোমার কন্যা?

কাশেম। সরে যাও বেয়াদপ।

কেনারাম। যাচ্ছি যাচ্ছি। কিন্তু ওর হাতে এ পোড়া দাগ এল কোথা থেকে? না না, এ আমারই ভুল, আমারই ভুল। আর একখানা পোড়া হাতের কথা মনে পড়ে গেল, মাথাটা গুলিয়ে গেল। কিছু মনে করো না শাহাজাদি; সেলাম সেলাম।

কাশেম। মাথাটা রেখে দাও হলায়ুধ।

কেনারাম। এ মাথা পোকামাকড়ের নয় কাশেম আলি খাঁ, এ মাথা দস্যু কেনারামের। আদাব, আদাব।

[প্রস্থান।

হলায়ুধ। দস্যু কেনারাম নিজে প্রাসাদে প্রবেশ করে অনায়াসে ফিরে গেল? কে আছ প্রহরি, শাস্ত্রি, সৈন্যগণ,—বন্দী কর ওই পলায়মান দস্যুকে।

[প্রস্থান।

কাশেম। কোথায় জয়নাল?

জুলেখা। মুসলমানেরা তাঁকে তুলে নিয়ে আসছে। আছে কি নেই, বলতে পারি না। আমি আগে আগে তোমায় খবর দিতে এসেছি।

কাশেম। তোমরা ফিরে এলে কেন?

জুলেখা। দিলে না বাবা, আমাদের ঘরে ঢুকতে দিলে না। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সে জায়গাটা পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে ধুয়ে দিয়েছে। তাতেও আমার দুঃখ ছিল না বাপজান। আমি পাতার কুটিরে বাস করতুম। কিন্তু কাকে নিয়ে বাস করব বাবা? চন্দ্রাবতী ছাড়া এঁর মনে আর কারও স্থান নেই। তোমাকে বলি নি,—রাত্রে ঘুমের ঘোরে দশবার চন্দ্রাবতীর নাম করে চেঁচিয়ে ওঠে। জেনে শুনে তুমি এ কি করলে বাবা? আমার জীবনটা এমনি করে ব্যর্থ করে দিলে?

কাশেম। চন্দ্রাবতী! চন্দ্রাবতী! সে কি এতই সুন্দরী?

জুলেখা। সুন্দরী কি না জানি না। কিন্তু দেখলুম, তাকে সবাই ভালবাসে। তাকে বঞ্চনা করেছি বলে গাঁয়ের সবাই আমাদের ধিক্কার দিয়েছে। পথে পথে কত লোক যে আমাদের অভিশাপ দিয়েছে, তার সংখ্যা নেই। পথের কুকুরগুলো পর্য্যন্ত আমাদের দেখে ক্ষেপে উঠেছিল। গ্রামবাসীরা ওঁর মাথায় লাঠি মেরেছে শুধু ওই চন্দ্রাবতীকে বঞ্চনা করেছেন বলে। বাবা, আমি কি করব বাবা? এ যে আর আমি সইতে পাচ্ছি না।

কাশেম। ওঠ মা ওঠ, তোমাকে সুখী করবার জন্য আমার সর্ব্বস্ব পণ রইল। যে ঘরে তোমার স্থান হয় নি, সে ঘর আমি ধুলোয় মিশিয়ে দেব; যে গাঁয়ের লোকেরা তোমাদের বিদ্রূপ করেছে, সে গাঁয়ে আগুন ধরিয়ে দেব। দস্যু কেনারাম কে আমি জীবন্ত কবর দেব, আর তোমার পথ থেকে চন্দ্রাবতী-কণ্টক সমূলে উপড়ে ফেলে দেব, যেন জয়নাল তার নামটাও আর কখনও উচ্চারণ না করে।

[জুলেখার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ছ-আনি প্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে সিপারের প্রবেশ।

সিপার। গীত

দশানন-শাসন তাড়কাবিনাশন দুর্জ্জয় সীতাপতি রাম,
আবার এস হে তুমি অজেয় ধনুকধারি, জর্জ্জর পাপে ধরাধাম।

ময়নার প্রবেশ।

সিপার। পূর্ব্বগীতাংশ।

পাতকীর পদতলে বিদলিত ধরণী,
দাও তারে করুণায় পদছায়া তরণী,
চন্দ্রাবতী কয় এস রাম গুণময়, জনগণমন অভিরাম।
দুর্জ্জনে কর লয়, জয় সীতাপতি জয়, পুরাও সবার মনস্কাম॥

ময়না। আবার চন্দ্রাবতীর গান! কথা বললে শুনতে পাওনা মুখপোড়া ছেলে? তোকে না বলেছি মৌলবী সাহেবের কাছে দুবেলা কেতাব পড়তে?

সিপার। ও কেতাব ত তোমার কাছেই শুনছি, তার জন্যে মৌলবীর দরকার কি? একই ত পাঠ,—"মুসলমান ছাড়া আর সবাই জাহান্নামে যাবে। ভগবান ফগবান সব মিথ্যে, ঠাকুর দেবতা বিলকুল বাজে। তোবা তোবা।"

ময়না। শুধু কি এই সবই বলে হতভাগা? কোরাণ শরীফ পড়ায় না?

সিপার। পড়াবে কি? কোরাণ শরীফ বানান করতে জানে?

ময়না। ছেলেটা বলে কি? অতবড় আলেম কোরাণ শরীফ বানান করতে জানে না?

সিপার। আলেম হতে হলে বোধহয় বানানের দরকার হয় না। মৌলবী সাহেব পিতা লেখেন কেমন করে জান? পয়ে দীর্ঘ ঈকার ত য়ে আকার।

ময়না। না হয় অন্য মৌলবী রেখে দিচ্ছি।

সিপার। মৌলবীর কাজ নয় মা। বাবার অবসর হক, আমি তার কাছেই কোরাণ শরীফ পড়ব।

ময়না। তবেই তুই পড়েছিস্। এক লহমা কি ঘরে থাকে? এত করে বলি, খবরদার ঘর থেকে বেরিও না, জায়গীরদার পায়ের উপর পা দিয়ে বসে হুকুম দেবে। কথা শুনবে আমার? ছোটলোকের মত গরীবের মড়া ঘাটতে দিনরাত ছুটোছুটি করে মরবে। কোথায় গেছে তোর বাপটা?

সিপার। পিসীমার রামায়ণ শুনছেন।

ময়না। পিসীমার রামায়ণ! সে আবার কি জিনিষ? রামায়ণ ত শুনেছি কে এক মুখপোড়া কৃত্তাবাস লিখেছে।

সিপার। কৃত্তাবাস নয়, কৃত্তিবাস। চন্দ্রা পিসীমাও রামায়ণ লিখছে মা। সে কি সুন্দর! শুনবে মা?

ময়না। আমি ত আর কাফের নই যে বসে বসে রামায়ণ শুনব। ডেকে নিয়ে আয় তোর বাপকে। এক্ষুণি ডেকে আন, নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

সিপার। ডাকলে তিনি আসবেন না। পিসীমা রামায়ণ পড়ছে, আর বাবার চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। একে সীতার কাহিনী,

তার উপর পিসীমার লেখা, বাবার ত ভাল লাগবেই। পিসীমা বাবার ধর্ম্মবোন কিনা।

ময়না। ধর্ম্মবোন্! কবে থেকে হল? খেয়েছে আমার মাথাটা। এই হাঁদারামকে নিয়ে আমি কি করব বল দেখি। মেয়েটা দেখতে কেমন রে?

সিপার। পিসীমার কথা বলছ? মা দুর্গার মত।

ময়না। মা দুর্গা উচ্ছন্ন যাক। হতভাগা কথায় কথায় ঠাকুর দেবতার নাম করবে। জাত ধর্ম্ম রসাতলে গেল। তা সে মেয়েটার এখনও বিয়ে হয় নি?

সিপার। বিয়ে করবেন না পিসীমা; শুধু রামায়ণ লিখবে।

ময়না। আর আমার মাথা খাবে তাকে যে বড় মিঞা ধরে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছিল, কি হল তারপর?

সিপার। তা বুঝি জান না? বাবা তাদের সবাইকে বেঁধে রেখে মামাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ময়না। কি?

সিপার। চোখ পাকাচ্ছ কেন? ভালই ত করেছেন। মামা নাকি পিসীমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

ময়না। তাতে তোর বাবার কি?

সিপার। আমার বাবা দেশের মালিক কি না। তার প্রজার ভাল-মন্দ তাকেই ত দেখতে হবে। তুমি রাগ করো না মা। তোমার ভাই একটি—

ময়না। একটি কি?

সিপার। একটি গেছো বাঁদর।

[প্রস্থান।

ময়না। ওঃ—আমি কার কলজের মাংস চিবিয়ে খাব? এমনি করে আমায় জব্দ করা? আমি বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেব।

হাসেম আলির প্রবেশ।

হাসেম। আবার কি হল?

ময়না। কোথায় গিয়েছিলে তুমি শুনি।

হাসেম। তোমার না শুনলেও চলবে।

ময়না। না চলবে না। তুমি যা খুশী তাই করবে, আর আমি মুখ বুজে সয়ে যাব?

হাসেম। সাধ্বী স্ত্রীরা সবাই তাই করে।

ময়না। তেমন মেয়ে ময়না বিবি নয়।

হাসেম। তা জানি প্রিয়ে। খোদাতালা তোমায় নির্জ্জনে বসে বিশেষ যত্নে তৈরী করেছেন। সবার যে পথ, তোমার সে পথ নয়। কি যে তুমি চাও, আজ পর্য্যন্ত আমায় বুঝতে দিলে না। বাঈজীদের মধ্যে যারা ভাল গান গায়, তারা কেউ টিকতে পারে না; দাসীগুলোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবার উপায় নেই, তাহলেই তাদের চাকরি যাবে। হিন্দুদের দেখলেই ঘন ঘন থুথু ফেলবে। কি করি তোমাকে নিয়ে বল ত?

ময়না। চন্দ্রাবতীর রামায়ণ শুনে এলে বুঝি? একা গেলে কেন? আমাকে নিয়ে গেলেই পারতে। আহা, তোমার ধর্ম্মবোন, ছেলের পিসী,—তার গান ত শোনবারই জিনিষ।

হাসেম। সে আমার ভাগ্যবিড়ম্বিতা দুঃখিনী ভগ্নী, তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করো না।

ময়না। গান শুনতে তুমি ছুটে যাও চন্দ্রাবতীর কাছে? কই আমার গান ত একবারও শুনতে চাও না। বসো ওইখানে, দেখি তুমি কত গান শুনতে পার।

হাসেম। তোমার গান তোমার ভাইকে শুনিও।

ময়না। কি করেছিল আমার ভাই? কেন তুমি তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে দশ-আনিতে ফেরৎ পাঠিয়েছ?

হাসেম। মাথাটা রেখে দিই নি, এই যথেষ্ট। সে জানোয়ারটা চন্দ্রাবতীকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

ময়না। তাতে তোমার গায়ে বিষ ঢেলে দিলে কেন? চন্দ্রাবতী মরুক।

হাসেম। মরবেই ত। তা বলে অপরকে মারতে দেব না। সে আমারই প্রজা, কাশেম আলি খাঁর নয়।

ময়না। তুমি কি মনে করেছ, তোমার দাদা এ অপমান নীরবে সহ্য করবেন?

হাসেম। তেমন লোকই তিনি নন; আমার বিরুদ্ধে তিনি অবিলম্বেই সৈন্য পাঠাচ্ছেন। যেটুকু জায়গীর তিনি আমায় দিয়েছেন, তা কেড়ে নেবেন, আর সুদ নেবেন আমার মাথাটা।

ময়না। তবে? কার জন্য মাথা দেবে তুমি?

হাসেম। আমার দীনদুঃখী অসহায় প্রজাদের জন্য। এরা বিদ্রোহ করে না, বেইমানি করে না, একজোট হয়ে অত্যাচারীর টুঁটি কামড়ে ধরে না। দেশের রাজাকে এরা ভগবানের অবতার বলে মনে করে। অবতার যদি তাদের জন্য মাথা না দেন, তবে সে মাথার কোন দাম নেই।

ময়না। আসল কথা, চন্দ্রাবতী তোমার মাথা খেয়েছে।

হাসেম। ময়না!

ময়না। থামো। আমি কোরাণ শরীফ নিয়ে আসছি, কোরাণ-শরীফ ছুঁয়ে তোমায় শপথ করতে হবে, চন্দ্রাবতী বাঁচুক কি মরুক, তুমি তার মধ্যে মাথা গলাতে পারবে না।

হাসেম। কোরাণ শরীফ না ছুঁয়েই আমি শপথ কচ্ছি, কবিরাজ বংশিদাস আর তার কন্যার গায়ে যে একটা কাঁটার আঁচড় দেবে, তার ধ্বংসের জন্য আমার সর্ব্বস্ব পণ রইল, সে কাশেম আলি খাঁই হক আর আমার স্ত্রী ময়নাবেগমই হক।

পুষ্পায়ুধের প্রবেশ।

পুষ্পায়ুধ। ক্ষমা করবেন জনাব, অনুমতি না নিয়েই আমায় আসতে হল।

ময়না। বেরিয়ে যাও বে-আদপ।

পুষ্পায়ুধ। কিন্তু—

হাসেম। কোন কিন্তু নেই। কি খবর এনেছ বল।

পুষ্পায়ুধ। দুঃসংবাদ জনাব। জনাব কাশেম আলি খাঁ রণখোলায় সৈন্য পাঠাচ্ছেন গ্রামবাসীদের ধ্বংস করতে।

হাসেম। কেন? কেন? কি করেছে ওরা?

পুষ্পায়ুধ। ওই রণখোলায় জয়চন্দ্রের বাড়ী। সে তার নিজের বাড়ীতে বাস করতে এসেছিল। তার ভাইপো তাকে দখল দেয় নি।

হাসেম। ঠিকই করেছে। হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্মত্যাগী মৃত।

পুষ্পায়ুধ। ব্যর্থ হয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল। পথে পথে গ্রামবাসীরা তাকে প্রহার করেছে।

ময়না। হিন্দুগুলো এমনি শয়তান।

হাসেম। তুমি চুপ কর বেগম। আরও ত কতলোক ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। কাউকে ত তার গ্রামবাসীরা প্রহার করে নি।

পুষ্পায়ুধ। সে জন্যে নয় জনাব। কবি চন্দ্রাবতীকে সবাই ভালবাসে। জয়চন্দ্র তার জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়েছে, এই তাদের আক্রোশের কারণ।

হাসেম। হতভাগিনী কবিকে সবাই ভালবাসে, ভালবাসতে পারলে না জনাব কাশেম আলি আর তার ভ্রাতৃবধূ এই ময়না বেগম।

ময়না। তুমি ভালবাসলেই হবে।

পুষ্পায়ুধ। আমি এখন কি করব জনাব?

ময়না। কি আবার করবে? দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখ।

হাসেম। মজা তুমিই দেখ, আমরা সাজার ব্যবস্থা কচ্ছি। পুষ্পায়ুধ, যে কজন সৈন্য আছে, তাদের সবাইকে নিয়ে ছুটে যাও। আগুন নিভিয়ে দাও, প্রজাদের রক্ষা কর, আর যতগুলো দুশমনকে পার, বেঁধে এ পারে নিয়ে এস।

পুষ্পায়ুধ। কিন্তু আপনাকে অরক্ষিত রেখে আমি যাব কি করে?

হাসেম। না গেলে ওরা যে মরবে ভাই। আমার প্রাণরক্ষার যদি প্রয়োজন থাকে, খোদাতালা নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। না হয় একা আমিই মরব, তবু একটা গোটা গ্রাম ত রক্ষা পাবে। তুমি যাও পুষ্পায়ুধ, দেরী করো না, যাও।

ময়না। না না, যেও না খবরদার। ওরা মরুক।

হাসেম। তার চেয়ে আমাদের মরা অনেক সহজ।

পুষ্পায়ুধ। আপনাকে একা রেখে যেতে আমার মন চাইছে না জনাব। বাতাসে বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। সৈন্যদের বরং পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি আপনাকে ছেড়ে যাব না।

হাসেম। যাও ভাই যাও, আমার চেয়ে আমার আদেশ অনেক বড়।

পুষ্পায়ুধ। যাচ্ছি জনাব। খোদাতালা আপনার সহায় হউন। না জানি কেন মনে হচ্ছে, এ শুধু জয়চন্দ্রের নির্য্যাতনের প্রতিশোধ নয়,—আমাদের সমস্ত শক্তি দূরে সরিয়ে নেওয়ার অভিসন্ধি, আমার অনুরোধ

রইল জনাব, বিপদ যদি আসে, যেমন করে হক, আমাকে সংবাদ দেবেন। আমি যে অবস্থায় থাকি, উড়ে আসব। আদাব, আদাব।

[প্রস্থান।

ময়না। ওকে ফেরাও। কথা শোন বলছি।

হাসেম। আগে ভদ্রলোকের মত কথা বলতে শেখ, তারপর শুনব তোমার কথা, তারপর শুনব তোমার গান। [প্রস্থান।

ময়না। কথাগুলো শুনলে? ভদ্রলোক আমি নই, ভদ্রলোক উনি। খেয়ে ফেলেছে মাথাটা, আর কিচ্ছু বাকি নেই। এইজন্যেই ছুঁড়ী বিয়ে করে নি। আমিও দেখব, কেমন সে চন্দ্রাবতী। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বংশিদাসের গৃহ।

বংশিদাসের প্রবেশ।

বংশিদাস। হয়ে এসেছে, আর একটুখানি বাকি। তারপর পৃথিবীতে আর কেউ মরবে না। অভিশাপ দিচ্ছ যমরাজ? দাও অভিশাপ, হান তোমার যমদণ্ড। তবু তোমার অত্যাচার থেকে আমি পৃথিবীকে রক্ষা করব।

মরণ শঙ্কা-আকুল বিশ্ব করিছে আর্ত্তনাদ,
সংসারে তুমি হে মরণ একি পাতিয়া রেখেছ ফাঁদ!

কাঙালীর প্রবেশ।

দণ্ড তোমার করিব ব্যর্থ, শঙ্কা করিব জয়,
জীবের জীবন হবে না ক আর দুঃখ মরণময়।

কাঙালী। গুষ্টীর মাথা বাপের শ্রাদ্ধ বন্ধ কর ত কর, নইলে বেয়াই উদ্ধার নাই, তুমিই ত আগে মর।

বংশিদাস। অ্যাঁ! কি বলছিস্ তুই?

কাঙালী। টাকা বার কর। শীগ্‌গির টাকা বার কর।

বংশিদাস। টাকা! টাকা কি হবে?

কাঙালী। তোমার শ্রাদ্ধ হবে। চাল ডাল তেল নুন কিচ্ছু ঘরে নেই।

বংশিদাস। ও—তা সে আমাকে সে কথা বলছিস্ কেন? চন্দ্রাবতীকে বল্।

কাঙালী। চন্দ্রাবতী টাকা কোথায় পাবে?

বংশিদাস। তাও ত বটে। চন্দ্রাবতীকে ত আমি টাকা দিই নি। তা হ্যাঁরে কাঙালি, এই এতদিন চলল কি করে?

কাঙালী। এতদিন জায়গীরদার দিয়েছে। আমি ছিলুম না, এর মধ্যে তোমরা বেশ পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নিয়েছ। দোকান থেকে মালপত্র আসছে আমাদের বাড়ী, আর দাম দিচ্ছে জায়গীরদার।

বংশিদাস। তাই না কি? এ কথা ত এতদিন বলিস নি।

কাঙালী। আমি ছিলুম না কি এখানে?

বংশিদাস। ছিলি না? তাই বল্। সেইজন্যেই আমার উনুনে কেউ জল ঢেলে দেয় নি, ওষুধের হাঁড়ি থেকে কেউ ওষুধ তুলে ফেলে দেয় নি, মা মনসার মুখে তাই এত হাসি ফুটে উঠেছে। আর আমারও সাধনার তরণী কূলের কাছে এসে পৌঁছেছে। তা তুই গেলিই যখন, আবার এলি কেন?

কাঙালী। এসেছি কি তোমার জন্যে? সাতজন্ম তোমার চোপা না দেখলেও আমার নিঃশেষ পড়বে না। এসেছি ওই হতভাগী মেয়েটার

জন্যে। আমি না থাকলে ওকে আগলাবে কে? তুমি যা বাপ, সে আমার জানতে বাকি নেই।

বংশিদাস। বাজারে যাচ্ছিস্? একটা জায়ফল নিয়ে আসিস্।

কাঙালী। ছাই আনব।

বংশিদাস। আর বেণের দোকানে শ্বেতদূর্ব্বা পাওয়া যায় —

কাঙালী। কিচ্ছু দরকার হবে না, আমি আজ তোমার ওষুধের হাঁড়ি ফাটাব। টাকা দাও।

বংশিদাস। টাকা ত তুই বলছিস্ হাসেম আলিই দেবে।

কাঙালী। কেন দেবে? তোমার সংসার ও ব্যাটা কেন চালাবে? ও কোন্ হ্যায়? কেন সে যখন তখন ঢোকে তোমার বাড়ীতে? আমি এসব কুমৎলব বুঝি না? রাজা আছে, রাজাই আছে; তা বলে জাত মারবে?

বংশিদাস। জাত সে মারে নি, বরং সেই জাত রক্ষা করেছে। ছেলেটা বড় ভাল, জানিস্?

কাঙালী। ভাল আছে ত ভালই আছে, তাবলে তোমার সংসার সে চালাবে কেন? তুমি কি কাণা? কিছুই দেখতে পাও না? মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ না কেন তুমি? জয়চন্দ্র ছাড়া কি আর পাত্র নেই? এ মেয়েকে না নেবে কে? মুখের কথাটি খসালে কত শালা ল্যা ল্যা করে আসবে।

বংশিদাস। তা না হয় আসবে, কিন্তু মেয়ে যে বিয়ে করবে না।

কাঙালী। মেয়ের বাবা বিয়ে করবে।

বংশিদাস। তবে তাই একটা দেখ গে যা।

কাঙালী। আচ্ছা আসছি আমি বাজার থেকে। সেই পেটিটা দাও দেখি নি।

বংশিদাস। কোন পেটি ?

কাঙালী। সেই যে গো গহনার পেটি। যাবার সময় তোমার কাছেই ত রেখে গিয়েছিলাম।

বংশিদাস। ও হ্যাঁ, তা সে ত আমি জ্বাল দিয়ে ফেলেছি।

কাঙালী। জ্বাল দিয়ে ফেলেছ ?

বংশিদাস। সোনার দরকার হয়েছিল কি না।

কাঙালী। তাই বলে অতগুলো গয়না !

বংশিদাস। একটু একটু করে কখন সব দিয়ে ফেললুম, সে আর আমার খেয়াল নেই। আর ওষুধও ত অনেক লাগবে। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ, কোটি কোটি পশুপাখী। এত ওষুধ জ্বাল দেবে কে ? শোন কাঙালি, তোর যে যেখানে আছে নিয়ে আয়। ওষুধের পেটিকা তৈরী করতে লেগে যা, পুরিয়ার পাহাড় জমিয়ে ফেল, একবার ওষুধ নামলে আর রক্ষে নেই। হাজারে হাজারে খদ্দের আসবে। খবরদার গরীবের থেকে এক পয়সা নিতে পাবি না।

কাঙালী। তোমার মাথার খুলি ওড়াব আমি ! দাঁড়াও লাঠি নিয়ে আসছি।

বাঁদীর বেশে জুলেখার প্রবেশ।

জুলেখা। আপনিই কি কবিরাজ বংশিদাস ঠাকুর ?

বংশিদাস। হ্যাঁ মা লক্ষ্মি। রামায়ণ শুনতে এসেছ ? ওই ঘরে যাও। মেয়েটা খুব কলম চালিয়েছে। শেষ হয়ে এল বলে। কবি কৃত্তিবাস রামায়ণ লিখে অমর হয়ে গেছে, আমার কবি মেয়ে কি অমর হবে না ? তুমি কি বল ?

জুলেখা। হবে বাবা, নিশ্চয়ই হবে।

কাঙালী। খাতিরের বালাই নিয়ে মরি। তুই এখানে ঢুকলি কি বলে? চুরি ফুরির মৎলব বুঝি? কার মেয়ে তুই? কোথা থেকে আসছিস তুই?

জুলেখা। দশ-আনি থেকে; মনসার বড়ি নিতে এসেছি।

কাঙালী। হবে না হবে না, বড়ি নেই।

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। মামা!

কাঙালী। বের করে দে, বের করে দে। বড়ি ফড়ি আর কাউকে দিস নি। এক বড়ি দিয়ে তোর সর্ব্বনাশ হয়েছে; আর এক বড়ি দিলে তুইও মরবি, তোর এই পাগল বাপটাও মরবে। তাড়িয়ে দে,—বড়ি ফড়ি সব ফেলে দে। আমরা আর কারও উপকার করব না, কারও নয়।

[প্রস্থান।

বংশিদাস। কাঙালি, ওরে শোন্ শোন্, জায়ফল আর শ্বেতদুর্ব্বা—

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন?

জুলেখা। তুমিই কবি চন্দ্রাবতী! তোমারই গান লোকের মুখে মুখে ফেরে? সপ্তকাণ্ড রামায়ণের পদ্যানুবাদ কচ্ছ তুমি?

চন্দ্রাবতী। [হাসিল] তুমি কে বোন?

জুলেখা। আমি শাহাজাদী জুলেখার বাঁদী।

চন্দ্রাবতী। শাহাজাদীর বাঁদী! ভালই হয়েছে। শাহাজাদীকে আমার সেলাম জানিয়ে এই আংটিটা তাঁর হাতে দিও। তিনি যেন আংটিটা তাঁর স্বামীকে দেন।

জুলেখা। এ ত জয়চন্দ্র নাম লেখা। ফেরৎ দিচ্ছ কেন? জয়চন্দ্র ত আর নেই। তোমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্মত্যাগী ত মৃত।

চন্দ্রাবতী। আর এক জায়গায় তাঁর পুনর্জন্ম হয়েছে।

জুলেখা। হ্যাঁ গা, তুমি বিয়ে করলে না কেন? জয়চন্দ্র ছাড়া কি আর পাত্র নেই?

চন্দ্রাবতী। আমার কাছে নেই।

জুলেখা। সে ত তোমার সঙ্গে বেইমানি করেছে।

চন্দ্রাবতী। না না, কখনই নয়। আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি,—এ ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ছিল না। অন্যায় তিনি কখনও করতে পারেন না, প্রাণ গেলেও নয়।

জুলেখা। তুমি তাঁকে এত বিশ্বাস কর?

চন্দ্রাবতী। বিশ্বাস করি বলেই বেঁচে আছি; নইলে পাগল হয়ে যেতুম। তুমি জান না, এ একদিনের বন্ধন নয়। দীর্ঘ দশ বছর আমরা একসঙ্গে একই গুরুর কাছে পাঠ নিয়েছি। তাঁর কাছেই আমি পেয়েছি কবিতা লেখার প্রেরণা! তাঁর কাছেই শুনেছি অষ্টাদশ পুরাণের কথা, দেশ বিদেশের কাহিনী। সে কি ভোলা যায়?

জুলেখা। এ তোমার পক্ষেই সম্ভব কবি। এতবড় আঘাত যে দিয়েছে, তাকে তুমি এখনও ভালবাস?

চন্দ্রাবতী। আজ আর ওকথা বলতে নেই বোন। দোহাই তোমার, জুলেখাকে একথা বলো না; সে বড় ব্যথা পাবে। তাকে বলো, তার স্বামীকেও বলো—চন্দ্রাবতী তাদের দুজনকেই ঘৃণা করে।

জুলেখা। হ্যাঁ গা, বিয়ে কর নি, তবে ও নোয়াটা হাতে পরেছ কেন?

চন্দ্রাবতী। তাই ত, এক ভিখিরী দিয়েছিল; বলেছিল, যার সঙ্গে বিয়ে হবে, তার মঙ্গল হবে। ফেলে দিতে আর মনে নেই। [খুলিয়া ফেলিয়া দিতেছিল]

জুলেখা। ফেলো না, ফেলো না, আমাকে দাও। [নোয়া লইয়া পরিল]

চন্দ্রাবতী। তুমি মুসলমানের মেয়ে, নোয়া পরলে লোকে বলবে কি ?

জুলেখা। বেশী আর কি বলবে ? শাঁখাও ত পরেছি। একটা কথা শুনবে দিদি ? শাহাজাদী আর তার স্বামীর বিশেষ অনুরোধ, তুমি বিবাহ কর। শাহাজাদী বলেছেন, যত টাকা লাগে, তিনিই দেবেন।

চন্দ্রাবতী। আমার অশেষ ধন্যবাদ জানিও তাঁদের। কিন্তু বিবাহ আমি করব না।

জুলেখা। তবে সারাজীবন কি নিয়ে থাকবে ?

চন্দ্রাবতী।　　　　　　গীত।

ধূপের মতন আমারে জ্বালায়ে গন্ধে ভরাব ধরণী,
বক্ষশোণিতে আল্পনা দিয়া রাঙাব সবার শরণি !
পাখীর কণ্ঠে দিয়ে যাব গান, তটিনীরে দেব সুর,
নামায়ে আনিব মরতের বুকে মধুময় সুরপুর ;
দুঃখসাগর মথিয়া মথিয়া,
অশ্রুর মালা গাথিয়া গাথিয়া,
জনগণমন আশিষে আমার ভরাব পারের তরণী ॥

বংশিদাসের প্রবেশ।

বংশিদাস। তাই ত মা, বড় দেরী হয়ে গেল। এই কাঙালীটার সঙ্গে বকে বকে আর পারি না। তা তুমি ত দেখছি মুসলমানের মেয়ে ; মনসার বড়ি নিয়ে কি করবে ? আর ত আমি মুসলমানের মেয়েকে মনসার বড়ি দেব না মা।

জুলেখা। আমার জন্যে নয় বাবা, আমার মনিবের জন্যে বড়ি নিতে এসেছি। মাথায় চোট লেগে কদিন অজ্ঞান হয়েছিল। আজ চোখ মেলেছে ; কিন্তু নাড়ী বড় দুর্ব্বল। হেকিমরা বলেছে,—জীবনের আশা কম। বড়ি দিন, শাহাজাদী পথ চেয়ে বসে আছেন। আমি ছুটতে ছুটতে যাব।

বংশিদাস। তা হয় না, মনসার বড়ি মুসলমানে খেলে জাত যাবে।

জুলেখা। যায় যাবে, শাহাজাদীর তাতে আপত্তি নেই।

বংশিদাস। শাহাজাদী তোমার কে?

জুলেখা। আমার মনিব।

চন্দ্রাবতী। কার মাথায় চোট লেগেছে বললে?

জুলেখা। জয়চন্দ্রের। তিনি চোখ মেলেই বললেন,—মনসার বড়ি এনে দাও।

চন্দ্রাবতী। বাবা,—চেয়ে রইলে কেন? বড়ি দাও।

বংশিদাস। না না,—দেব না, তুমি ফিরে যাও।

চন্দ্রাবতী। তোমার কোন দোষ হবে না বাবা। তিনি নিজে চেয়েছেন, তুমি চিকিৎসক হয়ে রোগীকে বিমুখ করবে?

জুলেখা। কত টাকা চাই বলুন, এখনি দিচ্ছি।

বংশিদাস। এক পয়সাও চাই না। কবিরাজ বংশিদাসকে অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। প্রাণের জন্য যে পাষণ্ড ধর্ম্ম ত্যাগ করেছে, আমার নিষ্পাপ মেয়েটার মাথায় জগদ্দল পাহাড় ছুঁড়ে মেরেছে, তার কোন উপকার আমি করব না। সে মরুক।

চন্দ্রাবতী।
জুলেখা। } বাবা,—[পায়ে আছড়াইয়া পড়িল]

গীতকণ্ঠে সিপারের প্রবেশ ।

সিপার । গীত ।

মরণের ভয় করিবারে জয় তুমি ত ধরেছ ব্রত ।
তুচ্ছ এ ঘায় তুমি কেন বীর হবে আজ অবনত ?
বশিষ্ঠ যার পূর্ব্বপুরুষ, সে ত ক্ষমা-অবতার,
দুশমন তার পরমাত্মীয়, আঘাত পুষ্পহার ;
হে ঋষি সাধক নমঃ,
ধরণীর দোষ ক্ষম,
সকলের পথ তোমার ত নয় তুমি যে সাধনে রত ॥

চন্দ্রাবতী । এ কি করলে বাবা ? এমন কথা ত তোমার মুখ দিয়ে কখনও বেরোয় নি ।

বংশিদাস । তাই ত, মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল । সকলের পথ আমার পথ নয়, আমি বশিষ্ঠের বংশধর, ঠিক বলেছিস্, ঠিক বলেছিস্ । এস মা এস । এই নাও বড়ি, ছুটে যাও, এক্ষুণি ছুটে যাও । [বড়ি দিলেন]

জুলেখা । সেলাম সেলাম । [প্রস্থানোদ্যোগ ।

সিপার । দিদি !

জুলেখা । চুপ্ । দিদি মরেছে ।

[প্রস্থান ।

সিপার । দিদি কেন এসেছিল পিসীমা ?

চন্দ্রাবতী । দিদি কে ? ও জুলেখার বাঁদী ।

সিপার । বাঁদী নয় পিসীমা ; ও নিজেই জুলেখা দিদি ।

বংশিদাস । তাই ত, তাই ত, এ ত সেই মুখ ! এ হে হে, মেয়েটা এল, একটু বসতেও দিলুম না ? ওগো মেয়ে, শোন শোন ।

[প্রস্থান ।

সিপার। আর কতটা লিখলে পিসীমা? শোনাবে চল। যতটুকু লিখেছ, সব সদরের কর্ম্মচারীদের শুনিয়েছি।

চন্দ্রাবতী। কি করে শোনালে? বই ত আমার কাছে।

সিপার। আমার যে সব মুখস্থ হয়ে গেছে।

চন্দ্রাবতী। বল কি সিপার, তুমি সব মুখস্থ করে ফেলেছ? বল ত শুনি।

সিপার। [সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল]

শয়নমন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী।
সোনার পালঙ্ক পাতা ফুলের বিছানি॥
চারিদিকে শোভে তার গো সুগন্ধি কমল।
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা সরযূর জল॥
নানা জাতি ফল আছে সুগন্ধে রসিয়া,
যাহা চায় তাহা দেয় সখীরে আনিয়া।

চন্দ্রাবতী। থাক থাক, আর বলতে হবে না। এমন শ্রুতিধর ছেলে আমি কখনও দেখি নি। চল, আমি পুজোটা সেরে নিই, তারপর তোমার মুখে আমার রামায়ণ শুনব।

[সিপারসহ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দশ-আনি—প্রাসাদ।

রহিম গাহিতেছিল।

রহিম। গীত।

হায়, আর কি হবে না দেখা ?
কত আর কাঁদি হাঁপুস নয়নে দিবানিশি একা একা ?
নয়নের ঘুম গোল্লায় গেছে ছাই হয়ে গেছে খাস্ত,
দেখিল না কেউ যে যার ব্যস্ত করিতে নিজের শ্রাদ্ধ,

নাদিরা আসিয়া দাঁড়াইল।

আছে এক বোন ডাইনীর বাবা,
বোনাইটা এক গর্দ্দভ হাবা,
এই কি আছিল হায় খোদাতালা আমার নসীবে লেখা ?

নাদিরা। বটেরে হতভাগা, তুমি এমনি করেই আমাদের গুণগান কচ্ছ ? তুই এ কদিন কোথায় ছিলি ?

রহিম। কেন ঘরেই ছিলুম।

নাদিরা। তবে তোকে দেখতে পাইনি কেন ?

রহিম। চোখ থাকলে ত দেখবে।

নাদিরা। সন্ন্যিসী সেজে কোথায় গিয়েছিলি আজ ?

রহিম। সন্ন্যিসী সেজে ! এ তুমি বলছ কি দিদি ?

নাদিরা। চন্দ্রাবতীর বাড়ী গিয়েছিলি বুঝি ?

রহিম। কই না ত।

নাদিরা। নিশ্চয়ই গিয়েছিলি।

রহিম। গেছি ত গেছি ; তাতে আর হয়েছে কি ?

নাদিরা। তুই মরবি কবে ? কবে আমার হাড় জুড়োবে ? সেদিন হাসেম মিঞা তোকে গাধার পিঠে চড়িয়ে কুকুর লেলিয়ে দিলে, তবু আবার সেখানে যেতে শরম লাগল না তোর ?

রহিম। শরম লাগল না তোর ? বলছি আমি গাধার পিঠে চড়ি নি, তবু তোমরা ঢাক পিটিয়ে খালিই বলবে,—'গাধার পিঠে চড়েছে, গাধার পিঠে চড়েছে।'

নাদিরা। তবে কি ঘোড়ার পিঠে চড়েছিস্? ঘোড়া ছুঁয়েছিস কখনও ?

রহিম। ঘোড়া কে বললে ?

নাদিরা। তবে কি ?

রহিম। আমি খচ্চরের পিঠে চড়ে এসেছি।

নাদিরা। কেন আজ গিয়েছিলি তাই বল। সন্ন্যিসী সেজে মেয়েটাকে ফুসলে আনার মৎলব, না ? এত করেও তোদের সাধ মিটল না ? দুঃখী মেয়েটা সব ছেড়ে দিয়ে আপন মনে রামায়ণ লিখছে, তাতেও তোমরা বাদ সাধবে ?

রহিম। আর সে যে আমাদের বারবার অপমান করেছে, হাসেম মিঞাকে ডেকে এনে আমার—আমার পবিত্র কাণ মলে দিয়েছে, সেটা ত বলছ না ? তার সেই কাঙালী মামাটা আজ কি করেছে জান ? এক সন্ন্যিসীকে বাড়ীতে পেয়ে জুতোপেটা করেছে, তার শোধ ত তোমরা তুলতে পাচ্ছ না।

নাদিরা। সে তোকে জুতোপেটা করেছে, আমি তোকে ঝাঁটা-পেটা করব।

রহিম। এ তুমি বলছ কি দিদি ? তুমি কি ক্ষেপে গেলে ?

নাদিরা। হ্যাঁ, আমি ক্ষেপেই গেছি। তুই যত চেষ্টাই করিস, তোর মত গর্দ্দভ চন্দ্রাবতীর ছায়াও মাড়াতে পারবে না। কিন্তু তুই আর একটা সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিস্ কেন, সেই কথাটার জবাব দে। ময়না তোর কি ক্ষতি করেছিল? আমার চেয়ে সে কি তোকে বেশী ভালবাসে নি? তবে কেন তাকে বলে এসেছিস্ যে চন্দ্রাবতীর সঙ্গে হাসেমের অবৈধ সংস্রব?

রহিম। লোকে যদি বলে—আমি কি করব?

নাদিরা। কেউ বলে না, তুই-ই চাবদিকে ঢাক পিটিয়েছিস্। চন্দ্রাবতীকে সবাই ভালবাসে। তুই আর তোর দুলুভাই ছাড়া একটা নিষ্পাপ বালিকার নামে এতবড় অপবাদ আর কেউ দিতে পারে না। তুই আমার খেয়ে আমারই ঘরে আগুন জ্বালাবি, এতবড় বাড় বেড়েছে তোর?

রহিম। তোমার ঘরে আগুন জ্বালিয়েছি আমি?

নাদিরা। জ্বালাস নি? তবে ময়নার কাণ ভারী করেছিস্ কেন? কেন তার সর্ব্বনাশ করতে হাত বাড়িয়েছিস।

রহিম। তাতে তোমার বাবার কি? সে আমার কাণে হাত দিয়েছে, আমায় গাধা থুড়ি খচ্চরের পিঠে বসিয়ে ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়েছে, আমি তার ভিটেয় ঘুঘু চড়াব।

নাদিরা। আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘুঘু চড়া। এক্ষুণি বেরুবি ত বেরো, নইলে মেহের আলি এসে তোকে কাণ ধরে রাস্তায় নামিয়ে দেবে।

রহিম। ফের কাণে হাত দিলে আমার ধৈর্য্য ছুটে গিয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড হবে বলে দিচ্ছি।

নাদিরা। যাবি না তুই?

রহিম। নিশ্চয়ই যাব। তার আগে হাঁড়ি ফাটিয়ে দিয়ে যাব। এই জুলি, এই জুলেখা,—

নাদিরা। আবার জুলেখাকে কেন? তার নামেও দুর্নাম দিবি না কি? তুই জানোয়ার, তুই নেমকহারাম,—তোর সঙ্গে আমার মেয়ের কোন কথা থাকতে নেই।

রহিম। তোর বাবাকেলে মেয়ে! হেঁদুর মেয়েকে এনে নিজের বলে চালাচ্ছিস্, তোদের আবার বড় বড় কথা!

নাদিরা। কে বলেছে তোকে?

রহিম। আমি না জানি কি? তুই ত সেদিন এসেছিস্, আমি তার আগে থেকে কাশেম মিঞার ঘর কচ্ছি। তোর সতীন পিয়ারা বিবি যখন মেয়ের শোকে কাঁদছিল, তখন আমিই এ মেয়েটাকে দশ টাকা দিয়ে কিনে এনেছিলুম। ও হেঁদুর মেয়ে, বামুনের মেয়ে। এই জুলে—

নাদিরা। খবরদার রহিম, ভাল হবে না বলছি।

রহিম। ভাল আমার হয়ে গেছে। আমি যখন চন্দ্রাবতীকেই পেলুম না, তখন দুনিয়ার সবাই আমার দুশমন। আমার হল অপমান, আর তুই আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিস্? আমিও তোদের হাঁড়ি ফা—

কাশেম আলির প্রবেশ।

কাশেম। হাঁড়ি ফা কি?

রহিম। সরে যাও মিঞা, সরে যাও, ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

কাশেম। ভয়ঙ্কর ব্যাপার এখন থাক। জয়নাল কোথায় গেল দেখ।

রহিম। দেখতে নেই পারে গা।

কাশেম। তবে বেরিয়ে যাও শয়তান।

রহিম। যাচ্ছি মিঞা যাচ্ছি; যাবার সময় হাঁড়ী ফাটাব কি না, তাই একটু দেরী হচ্ছে।

জুলেখার প্রবেশ।

জুলেখা। ফেরাও বাবা, তোমার জামাইকে ফেরাও।

নাদিরা। কোথায় যাচ্ছে জয়নাল?

রহিম। চুলোয় যাক্ না; তাতে তোর কি মেয়ে? ও ব্যাটা মুসলমান আর তুই—

কাশেম। }
নাদিরা। } রহিম,—

রহিম। তুই হিন্দুর মেয়ে, ওর সঙ্গে—

জুলেখা। হিন্দুর মেয়ে! কে হিন্দুর মেয়ে?

রহিম। তুই। খোদার কসম।

জুলেখা। আমি হিন্দুর মেয়ে!

নাদিরা। না না না।

কাশেম। মিছে কথা।

রহিম। মিছে কথা বই কি? তোর দাদা এখনও বেঁচে আছে। দেখবি তাকে, দেখবি?

কাশেম। [রহিমের কাণ ধরিয়া] দূর হয়ে যা দুশমন।

রহিম। কাণ ছাড় মিঞা, কাণ ছাড়। ধেত্তোর জায়গীরদারের নিকুচি করেছে। [কাণ ছাড়াইয়া লইল] ফের হাঁড়ি ফাটাব। শোন্ দিদি তোর খসমের কীর্ত্তি। নেহাৎ জামাইয়ের কণেকে বিয়ে করতে বাধে, তাই আমাকে দিয়ে সাদি করিয়ে নিতে চেয়েছিল; একমাস পরে আমি তালাক দেব, আর উনি নিকে করবেন। বরাতে হল না, নইলে ভাল

করে তালাক দিয়ে দিতুম। তোমরা বেইমান, তোমরা চোর, তোমরা জানোয়ারের বাচ্ছা জানোয়ার।

[প্রস্থান।

কাশেম। মেহের আলি, বন্দী কর এই শয়তানকে।

জুলেখা। বাবা,—খোদার কসম, সত্য বল বাবা, আমি মুসলমানের মেয়ে নই?

কাশেম। কেন মা একথা বলছ? ও জানোয়ারটাকে তুমি চেন না? এমন মিথ্যে নেই, যা ও বলতে পারে না।

জুলেখা। মা, তুমি ত কখনও মিথ্যে কথা বল না। বল মা, আমি তোমার মেয়ে নই?

নাদিরা। আমার মেয়ে নয় ত কার মেয়ে রে পাগলি? পেটে না ধরলে কি মা হয় না? এই ষোল বছর কি তোমায় কখনও জানতে দিয়েছি যে তুমি আমার পেটের মেয়ে নও?

জুলেখা। পেটের মেয়ে নই?

কাশেম। তাতে আর হয়েছে কি? সে মারা গেল, এ এসে তার স্থান অধিকার করলে। তখন তুমি এক বছরের শিশু।

জুলেখা। মা,—দোহাই তোমার, সত্যি করে বল,—জনাব কাশেম আলি খাঁ আমার পিতা নন?

নাদিরা। তা—হ্যাঁ—না।

কাশেম। নাদিরা!

জুলেখা। সত্যাই আমি হিন্দুর মেয়ে?

কাশেম। ওরে না রে, ওরে না। কেন তুই অবুঝ হচ্ছিস? হিন্দুত্বের আর আছে কি তোর? পাছে তুই জানতে পারিস, তাই—তোকে কলমা পড়িয়ে নিই নি। ছ মাসের শিশু—হলিই বা বামুনের

মেয়ে—তোর মামা তোকে টাকা নিয়ে বিক্রি করেছে। সেই থেকে তুই আমার ঘরে মানুষ। মুসলমানীর দুধ খেয়ে তুই মানুষ হয়েছিস্। ষোল বছর আমরা জেনেছি, তুই আমাদের মেয়ে, তুই জেনেছিস্ আমরা তোর বাপ মা। এর চেয়ে আর কি পরিচয় আছে মা তোর?

জুলেখা। দুঃখ সেখানে নয় বাবা। দুঃখ কি জান? আমি যদি হিন্দুরই মেয়ে, তবে কেন আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য একটা নির্দ্দোষ হিন্দুর ধর্ম্মটা তুমি কেড়ে নিলে? আর একটা নারীর জীবন কেন এমনি করে তোমরা ব্যর্থ করে দিলে? তাঁর যে কোন দোষ ছিল না বাবা। তাঁর ধর্ম্ম বজায় থাকলে আমরা দুজনেই তাঁকে বিবাহ করে সংসারে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করতে পারতুম।

কাশেম। কাঁদিস নে মা। যা শুনেছিস ভুলে যা। মনে কর, এ নিশীথের দুঃস্বপ্ন। জন্মের পরিচয় মাটি চাপা দিয়ে তুই আবার কল-হাস্যময়ী নির্ঝরিণীর মত আমাদের বুকে ঝাঁপিয়ে আয়। আমাদের যা আছে, সব তোরই থাকবে, কেউ তোর অংশীদার নেই।

নাদিরা। কোথায় গেল রে জয়নাল? ছেলেটা পাগল না কি? এখনও যে ভাল করে হাটতে পাচ্ছে না। ওগো তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ফিরিয়ে নিয়ে এস।

জুলেখা। আর কেউ পারবে না মা; আমি যাচ্ছি। বাবা, যেখানে আমাদের বাড়ী, তার কাছে আমাদের একটা খড়ের ঘর তৈরী করে দেবে বাবা? আমি সেখানেই থাকব, আর নিত্য দুবেলা আমার ভাসুরের পূজোর প্রসাদ খাব। তোমার ঐশ্বর্য্য আমি চাই না, শুধু এইটুকু আমায় দাও বাবা, শুধু এইটুকু দাও।

[প্রস্থান।

কাশেম। মেয়েটা চলে গেল যে? ধর না।

নাদিরা। ও আর ধরা দেবে না জনাব। যদি ভাল চাও, ও যা চায়, তাই কর, রণখোলায় একটা কুটির বাঁধিয়ে দাও।

কাশেম। রণখোলার অস্তিত্ব থাকলে ত কুটির বেঁধে দেব? এতক্ষণে রণখোলা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কি না তাই দেখ। তারা জয়নালের গায়ে হাত তুলেছে, আমি তাদের সবাইকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।

নাদিরা। এ তুমি করেছ কি? দু দশটা লোকের অপরাধে গোটা গ্রামের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছ? তাই শুনেই বুঝি জয়নাল ছুটে গেছে। ফেরাও, ওগো ফেরাও তোমার লোকজনদের, না হয় তুমি নিজেই ছুটে যাও; বন্ধ কর এ অগ্ন্যুৎপাত।

কাশেম। আমি যাচ্ছি সসৈন্যে হাসেমের মাথা নিতে।

নাদিরা। এ কি তুমি সত্যি বলছ? সে যে তোমার ছোট ভাই, তোমার ছেলের মত। দোহাই তোমার, ও কুমৎলব করো না। তার রাজ্যে সৈন্য নিয়ে যেও না। তাকে তুমি সৈন্য দাও নি, অর্থ দাও নি, তবু সে প্রতিবাদ করে নি, তোমার হুকুম মাথায় নিয়ে নিঃশব্দে চলে গেছে। তার মাথা নিতে যাচ্ছ তুমি?

কাশেম। তার মাথাও নেব, আর চন্দ্রাবতীকেও নিয়ে আসব।

নাদিরা। আবার চন্দ্রাবতী! রহিম ত চলে গেছে, তবে আবার কার জন্যে, তাকে নিয়ে আসতে চাও?

কাশেম। সে থাকলে জুলেখা সুখী হবে না।

নাদিরা। বেশ ত, কিছু টাকা দাও; কবিরাজ তার মেয়েকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাক্।

কাশেম। তা হয় না।

নাদিরা। তাহলে রহিম যা বলে গেল, তাই সত্যি? তুমি নিজেই তাকে চাও? ছি ছি ছি, এত হীন প্রবৃত্তি তোমার? তোমার চুলে পাক ধরেছে, তবু তোমার রূপের নেশা ঘুচল না?

কাশেম। রূপের নেশা তোমারও ত ঘোচে নি পিয়ারি। আমি চন্দ্রাবতীকে চাই কিনা, সে কথা তুমিই জান, কিন্তু তুমি যে আমার বেগম হয়ে আর একজনের দিকে চেয়ে আছ, একথা তুমিও জান, আমিও জেনেছি। এইজন্যই তাকে আমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব।

নাদিরা। কে? কার কথা বলছ?

কাশেম। আমার দুশমন—বেগম সাহেবার পরমাত্মীয় হাসেম আলির কথা।

[প্রস্থান।

নাদিরা। ছি ছি ছি, এও আমায় শুনতে হল? সে যে ছেলে না হয়েও আমায় মায়ের মত ভক্তি করে। এ কি মানুষ না জানোয়ার? এর চেয়ে আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিলে না কেন? এরই মঙ্গল কামনায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না? এরই নাম সংসার! দূর দূর, এর চেয়ে বনে বাস করা অনেক ভাল।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"আল্লা আল্লা আল্লা হো, জয় জনাব কাশেম আলির জয়।]

নাদিরা। ওই যাচ্ছে শেয়াল কুকুরের দল নির্য্যাতিত মনুষ্যত্বের গলিত শব ভক্ষণ করতে। খোদা, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না দুর্ব্বলের উপর সবলের এ অকারণ অত্যাচার? হিন্দুর দেবতা, তোমরা কি সব মরেছ? দুঃখিনী মেয়েটাকে তোমরা রক্ষা কর, রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখ।

[নেপথ্যে গোলাগুলির শব্দ; গ্রামবাসীদের আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছিল, "আগুন আগুন।"]

পুষ্পায়ুধের প্রবেশ।

পুষ্পায়ুধ। ভয় নেই ভাইসব, আমরা এসেছি। সৈন্যগণ, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়, আগুন যারা জ্বালিয়েছে, অগ্নিকুণ্ডে তাদেরই নিক্ষেপ কর। মাত্র একশত শত্রুসৈন্য আমাদের এলাকায় প্রবেশ করে আমাদেরই প্রজাদের পুড়িয়ে মারবে; এ বড় লজ্জা, এ বড় ঘৃণা! হত্যা কর, হত্যা; একটা শত্রুকেও তোমরা ঘরে ফিরে যেতে দিও না।

হলায়ুধের প্রবেশ।

হলায়ুধ। তুমি আবার মরতে এসেছ কেন নির্ব্বোধ? আমি এ পল্লীর একটা প্রাণীকেও জীবিত রাখব না।

পুষ্পায়ুধ। কেন দাদা? এদের অপরাধ?

হলায়ুধ। অপরাধ এরা জয়নালকে প্রহারে জর্জ্জরিত করেছে।

পুষ্পায়ুধ। বেশ করেছে। আমি যদি তখন উপস্থিত থাকতুম, তাহলে রণখোলার মাটিতে তাকে জীবন্ত সমাধি দিতুম। তুমি এসেছ তারই প্রতিশোধ নিতে? অমন একটা নিষ্পাপ বালিকার জীবনটাকে যে ব্যর্থ করে দিয়েছে, কোন শাস্তিই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এরা কেন তাকে বাঁচিয়ে রাখলে, আমি শুধু তাই ভাবছি।

হলায়ুধ। চন্দ্রাবতীর উপর তোমাদের বড় বেশী দরদ দেখতে পাচ্ছি।

পুষ্পায়ুধ। বনের পশুও তাকে ভালবাসে ; আমরা ত মানুষ। সবাই জানে, তোমার মনিব কাশেম আলি খাঁ একটা দুপেয়ে জানোয়ার। কিন্তু তুমি ত জানোয়ার ছিলে না দাদা। কাশেম আলি তোমাকে কটা তালুক উপহার দিয়েছে যে তুমি এমনি করে হিন্দুর গাঁয়ে মৃত্যুর বীজ ছড়িয়ে দিতে এসেছ ?

হলায়ুধ। তোমার মনিব তোমাকে কটা টাকার তোড়া উপহার দিয়েছে যে তার হুকুমে তুমি তোমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে এসেছ ?

পুষ্পায়ুধ। ভাই বলে আর পরিচয় দিও না ; লজ্জায় আমার মাথাটা নুয়ে পড়ছে তোমার ব্যবহার দেখে।

হলায়ুধ। বটে !

পুষ্পায়ুধ। আমার মায়ের দুধ খেয়ে বোধহয় তুমি মানুষ হও নি, আমার পিতা বোধহয় তোমার পিতা ছিলেন না ; কোন বিজাতি বিধর্ম্মীকে কুড়িয়ে এনে বোধহয় তিনি পালন করেছিলেন।

হলায়ুধ। বাচালতা করো না পুষ্পায়ুধ।

পুষ্পায়ুধ। চোখ মেলে চেয়ে দেখ কি করেছ তুমি। হিন্দুর ধনপ্রাণ নিয়ে এমনি করে ছিনিমিনি খেলতে কালাপাহাড়ও পারে নি। হিন্দুত্বের পরিচয় কেন আর তুমি বহন কচ্ছ দাদা ? তোমার মহামান্য মনিবকে বল, জয়চন্দ্রের মত তোমাকেও কলমা পড়িয়ে মুসলমান করে নিক।

হলায়ুধ। পুষ্পায়ুধ,—

পুষ্পায়ুধ। বল বীপুরুষ, কেন তুমি আমাদের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করেছ ?

হলায়ুধ। কারণ যার লাঠি, তারই মাটি।

পুষ্পায়ুধ। মাটিটা তাহলে লাঠির জোরে তোমরাই নেবে? তার আগে এই মাটিতেই আমি তোমার শ্মশানশয্যা রচনা করব। তুমি ত মরবেই, তোমার একটা অনুচরও আর দশ-আনিতে ফিরে যাবে না।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

স্খলিতপদে জয়চন্দ্রের প্রবেশ।

জয়চন্দ্র। ক্ষান্ত হও হলায়ুধ, আগুন নিভিয়ে দাও। ওদের কোন দোষ নেই, সব আমারই দোষ। এ কি, দাদার বাড়ী থেকে ধোঁয়া উঠছে কেন? এ বাড়ীতেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে? দাদা, দাদা,—

ভূতনাথের প্রবেশ।

ভূতনাথ। মজা দেখতে এসেছ? দেখ দেখ। শুধু তুমিই মজা দেখবে না, আমিও দেখব। আগে ওদের নৌকোয় তুলে দিয়ে আসি, তারপর তোমার মাথা আমি ভাঙ্গব। [প্রস্থানোদ্যোগ।

জয়চন্দ্র। বল ভূতনাথ, বল,—বাড়ীর ভেতর থেকে ধোঁয়া উঠছে কেন?

ভূতনাথ। কেন, তুমি জান না? বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আবার ন্যাকামি হচ্ছে?

জয়চন্দ্র। আগুন ধরিয়ে দিয়েছি আমি! তুমি বলছ কি ভূতনাথ?

ভূতনাথ। বুঝতে পারলে না, না? বুঝিয়ে দিচ্ছি একটু পরে।

জয়চন্দ্র। দাদা কোথায়, দাদা?

ভূতনাথ। পূজো কচ্ছে। সবাই এল, বাবাকে তুলে আনতে পারলুম না। মরতে ইচ্ছে হয়েছে মরুক।

জয়চন্দ্র। দাদাকে ফেলেই তোমরা চলে যাচ্ছ?

ভূতনাথ। বড় দরদ যে! গাছ কেটে গোড়ায় জল ঢালতে খুব ত জান দেখছি।

জয়চন্দ্র। এ তুমি কি বলছ ভূতনাথ? বিশ্বাস কর, আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না।

ভূতনাথ। তুমি মিথ্যাবাদী।

জয়চন্দ্র। ভূতনাথ,—না থাক, আমি ভুলে যাব সব। বিপদে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। তুমি আবার ভেতরে যাও ভূতনাথ, দাদাকে জোর করে তুলে নিয়ে এস। ওরে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আগুনে পুড়ে মরবে যে।

ভূতনাথ। অত দরদ থাকে, নিজে ভেতরে গিয়ে ভাইকে নিয়ে এস।

জয়চন্দ্র। আমার যে হিন্দুর ঘরে প্রবেশের অধিকার নেই।

ভূতনাথ। সে কথা যদি বুঝবে, তবে বাড়ীতে বাস করতে এসেছিলে কেন? ঘরে ঢুকতে দিই নি বলে কেন লোকজন নিয়ে এসে গোটা গ্রামটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করবার আয়োজন করেছ? যদি সাহস থাকে, দাঁড়িয়ে থাক, এ আগুনে আমি তোমাকেও পোড়াব।

[প্রস্থান।

জয়চন্দ্র। দাদা, দাদা, বেরিয়ে এস দাদা।

জুলেখার প্রবেশ।

জুলেখা। আবার তুমি এখানে এসেছ? একবার এরা তোমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, আবার কি এসেছ মরবার জন্যে? কিছুতেই কি তুমি আমায় শান্তি দেবে না? কেন? কেন? কি করেছি আমি তোমার?

জয়চন্দ্র। তুমি কেন এলে জুলেখা? দেখতে পাচ্ছ না তোমার পিতার অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি? শুনতে পাচ্ছ না মরণাহতের আর্ত্তনাদ? যাও, ফিরে যাও।

জুলেখা। যাচ্ছি, তুমি ফিরে এস।

জয়চন্দ্র। আর আমি যাব না জুলেখা। তোমার পিতার আদেশে হলায়ুধ আমাদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ওই চেয়ে দেখ অগ্নিশিখা সমস্ত বাড়ী ছেয়ে ফেলেছে :

জুলেখা। সর্ব্বনাশ! বাড়ীর লোকেরা কোথায়?

জয়চন্দ্র। সবাই পালিয়ে গেছে ; কিন্তু দাদা যান নি। তিনি ঠাকুর-ঘরে ব'সে পূজো কচ্ছেন।

জুলেখা। পূজো কচ্ছেন এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে?

[নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি, শিবচন্দ্র আবৃত্তি করিতেছিলেন]

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।"

জয়চন্দ্র। দাদা, দাদা, বেরিয়ে এস। কি করব আমি? আমি যে ভেতরে যেতে পাচ্ছি না। হা ঈশ্বর, আকাশে এত মেঘ, তবু কি মুষল ধারে বৃষ্টি হতে পারে না? হে তেত্রিশ কোটি দেবতা,—যত শাস্তি দিতে হয়, আমাকে দাও ; আমার দাদাকে রক্ষা কর, আমার দাদাকে রক্ষা কর।

জুলেখা। তুমি বাড়ী যাও, আমি তাঁকে বের করে দিচ্ছি।

জয়চন্দ্র। না না, যেও না ; এ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বাড়ী, এ বাড়ীতে মুসলমানের প্রবেশাধিকার নেই।

জুলেখা। আমার অধিকার আছে, আমি হিন্দুর মেয়ে।

জয়চন্দ্র। হিন্দুর মেয়ে! তুমি? কে বললে?

জুলেখা। বাবা মার কাছেই শুনে এসেছি।

জয়চন্দ্র। আমাকে একথা বল নি কেন? হিন্দুর মেয়েই যদি তুমি, তবে আমার ধর্ম্ম তোমরা কেড়ে নিলে কোন্ দোষে?

জুলেখা। দোষ তোমার নয়, সব আমারই অদৃষ্টের দোষ, আমারই অদৃষ্টের দোষ।

[দ্রুত প্রস্থান।

জয়চন্দ্র। জুলেখা, জুলেখা, আঃ—এরা সবাই আমায় পাগল করবে।

কেনারামের প্রবেশ।

কেনারাম। তোমার নাম জয়চন্দ্র নয়?

জয়চন্দ্র। হ্যাঁ। তুমি কে?

কেনারাম। আমি দস্যু কেনারাম।

জয়চন্দ্র। আমার ত কিছু নেই দস্যু।

কেনারাম। আর কিছু না থাক, ওই সুন্দর দেহটার মধ্যে একটা জানোয়ারের প্রাণ ত আছে। আমি তোমার সেই প্রাণটাই কেড়ে নেব। তুমিই ত চন্দ্রাবতীর জীবনটা ব্যর্থ করেছ, হিন্দুধর্ম্মের মুখে পদাঘাত করে ইসলাম ধর্ম্মের ধ্বজা মাথায় তুলে নিয়েছ, একটা মুসলমানীর জন্যে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলেছ সেই মেয়েটাকে যে তোমাকে ছাড়া কাউকে জান ত না।

জয়চন্দ্র। সবারই সে আপনজন, শুধু আমিই তাকে আপন করতে পারলুম না। হান দস্যু তোমার তরবারি; এ জীবনে আর আমার কোন প্রয়োজন নেই।

কেনারাম। কবরে গিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। [তরবারি উত্তোলন]

রহিমের প্রবেশ।

রহিম। ক্ষান্ত হও ভাই, ক্ষান্ত হও। এ যে তোমার পরমাত্মীয়।

কেনারাম। তার অর্থ?

রহিম। অর্থটা বলবার জন্তেই ত তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার একটা ছোট বোন ছিল মনে আছে ?

কেনারাম। মনে থাকবে না ? সে ছিল আমার বুকের হাড়, চোখের মণি,—মামার কাছে রেখে এসেছিলাম। শুনেছি মামা তাকে বিক্রি করে দিয়েছে। সে এক অতীতের দুঃস্বপ্ন ! আজ বোধহয় সে আর বেঁচে নেই।

রহিম। আছে, আমি তাকে চিনি।

কেনারাম। বল বল, কোথায় সে ? তোমাকে আমি অতুল ঐশ্বর্য্য দেব।

রহিম। কিছুই দিতে হবে না দস্যু। কাশেম আলির প্ররোচনায় অসংখ্য পাপ করেছি। ফুলেশ্বরীর জলে এ পাপ ধোয়া যাবে না। যার জন্ত এত পাপ করেছি, সেও আজ আমাকে ছেঁড়া কাঁথার মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমি মক্কায় হজ করতে চলেছি। যাবার আগে তোমার বোনটাকে চিনিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। তার হাতে একটা পোড়া দাগ আছে। সে আজ কাশেম আলির মেয়ে জুলেখা। [প্রস্থান]

জয়চন্দ্র। জুলেখা ! তাহলে জুলেখা সত্যই হিন্দু !

কেনারাম। তুমি তার স্বামী ! কি করব তোমাকে ? হত্যা করব, না মাথায় তুলে নাচব ? তুমি আমার এতবড় শত্রু, আর এতবড় আত্মীয় ! কোথায় জুলেখা ? বল, কোথায় জুলেখা ?

জয়চন্দ্র। ওই বাড়ীর মধ্যে।

শিবচন্দ্রের প্রবেশ।

শিবচন্দ্র। দিলে না, দিলে না, পূজো শেষ করতে দিলে না। কে ওই নারী আমাকে জোর করে মন্দিরের বাইরে ঠেলে দিলে ? ধোঁয়ার মধ্যে ভাল করে মুখ দেখতে পেলাম না। কে এখানে ? জয়া ?

জয়চন্দ্র। চল দাদা, আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

শিবচন্দ্র। কোথায়?

জয়চন্দ্র। যেখানে কাশেম আলির ছায়া মাত্র নেই।

শিবচন্দ্র। না না, আমি যাব না। আমার দামোদরের গায়ে আমি আগুন দেখে এসেছি। দামোদরকে ফেলে আমি যাব না। তার সঙ্গে আমিও পুড়ে মরব।

জয়চন্দ্র। দাদা! যেও না দাদা, জুলেখার এতবড় ত্যাগ ব্যর্থ করো না।

কেনারাম। জুলেখা, জুলেখা,—

শিবচন্দ্র। হা দামোদর, আমি বেঁচে রইলুম, আর তুমি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? দামোদর, দামোদর,—

দামোদরের বিগ্রহ বুকে করিয়া দগ্ধ জুলেখার প্রবেশ।

জুলেখা। এই নিন আপনার দামোদর।

সকলে। জুলেখা!

শিবচন্দ্র। এ কি করলে বৌমা? আমাকে রক্ষা করতে তুমি প্রাণ দিলে! আমার যে নরকেও স্থান হবে না।

কেনারাম। সেই মুখ—সেই হাতের পোড়া দাগ! পায়ের পাতায় সেই জটুল চিহ্ন। ওঃ, আর দুদিন আগে যদি দেখতে পেতুম। মায়া, ওরে মায়া,—

জুলেখা। তুমি কে?

কেনারাম। আমি ভাই—আমি তোর দাদা—আমি দস্যু কেনারাম। ষোল বছর আমি কত ধনীর ঘরে হানা দিয়েছি—শুধু ঐশ্বর্য্যের লোভে নয়, তোর সন্ধানে বোন, তোর সন্ধানে। সারাজীবন আমি আশায়

আশায় ঘুরে মরতুম, সে যে অনেক ভাল ছিল। আমার অদৃষ্ট আমায় নিয়ে এল তোর মৃত্যুশয্যায় !

জুলেখা। দুঃখ করো না ভাই। আমি মরেও মরব না, আমি বেঁচে থাকব কবি চন্দ্রাবতীর মধ্যে। আমাকে যা দেবার, সব তাকেই দিও। আমার মৃত্যুতেই তোমার দস্যুতার অবসান হক।

কেনারাম। তাই হবে বোন, তাই হবে। কিন্তু যে শয়তান আমাকে এমনি করে নিঃস্ব রিক্ত সর্ব্বস্বান্ত করেছে, সেই কাশেম আলিকে আমি ক্ষমা করব না। সমগ্র হিন্দুজাতির দুশমন এই শয়তানটাকে আমি দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

জয়চন্দ্র। কেন এমনি করে আত্মদান করলে জুলেখা? আমি ত তোমায় অবহেলা করি নি। অতীতের স্মৃতি মাটি চাপা দিয়ে আমি ত তোমাকে নিয়েই ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম।

জুলেখা। আমিও চেয়েছিলাম স্বামি। কিন্তু আমি দেখেছি, চন্দ্রাবতী ছাড়া তোমার জীবনের কোন অর্থ নেই। স্বার্থের জন্য তোমাকে চন্দ্রাবতীর কাছ থেকে দূর সরিয়ে রেখে আমি তোমার অপমৃত্যুর কারণ হব না। চন্দ্রাবতীর সম্পদ্ তুমি, চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে যাও। তাকে বিবাহ করো। দুজনের কবিতার জাহ্নবীধারায় তাপদগ্ধ ধরণী শীতল হক, পবিত্র হক।

শিবচন্দ্র। এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কেন অপরাধী করে গেলি মা? ঈশ্বর জানেন, আমি তোকে কখনও পর মনে করি নি। ভেবেছিলাম, তোদের নিয়ে আমি এ দেশ ছেড়ে চলে যাব, জগৎকে দেখিয়ে যাব যে হিন্দু মুসলমান একই ঘরে একই ছাদের নীচে পাশাপাশি বাস করতে পারে। তুই আমায় সে সুযোগ দিলি না? আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি,

পরজন্মে আমি যেন তোর ছেলে হয়ে জন্মাই, আর এমনি করে তোর বুক শূন্য করে দিয়ে চলে যাই ।

জুলেখা । বট্-ঠাকুর, আপনার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দিন। রাজার ঐশ্বর্য্য আমি পেয়েছিলাম, অদৃষ্টে সইল না । আমি হিন্দুর মেয়ে, মুসলমানের স্ত্রী; আমাকে পোড়াবেন না, কবরও দেবেন না; আমার দেহটা ফুলেশ্বরীর জলে ভাসিয়ে দেবেন ।

শিবচন্দ্র । তাই হবে মা, তাই হবে । ওরে জয়া, কবিরাজ বংশিদাসের মনসার বড়ি আনতে পারিস ?

জুলেখা । না না না. মনসার বড়ি একবার আমি খেয়েছি, তাতে পৃথিবীতে আগুন ধরে গেছে; আর খাব না, আর খাব না । আমায় ধর । এত বিপর্য্যয়ের মধ্যেও ওই কার বাড়ী শাঁখ বাজছে । [উদ্দেশে প্রণাম] ঠাকুর, যাদের রেখে গেলাম, তাদের দেখো ।

[জয়চন্দ্রের সাহায্যে প্রস্থান ।

শিবচন্দ্র । নিষ্ঠুর নিয়তি, খুব খেলছ তুমি । খেল, ভাল করে খেল, তবু শিবচন্দ্র টলবে না ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বংশিদাসের গৃহ।

মনসার বিগ্রহ লইয়া কাঙালীর প্রবেশ।

কাঙালী। একজন পড়ে পড়ে পিণ্ডি জ্বাল দিচ্ছে, আর একজন বসে বসে লিখছে ত লিখছেই। একটারও কি হুঁস আছে? আগে ছিল একটা পাগল, এখন দুটো পাগল নিয়ে পড়েছি। [বিগ্রহ নামাইয়া] তুই চ্যাংমুড়ি কাণীই যত নষ্টের গোড়া। খাওয়াচ্ছি তোকে দুধ কলা! আগে একটা চ্যালাকাঠ নিয়ে আসছি। আজ তোর মাথা ভাঙ্গব।

আরতির উপকরণ লইয়া চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। এ কি মামা? মা মনসার বিগ্রহ তুমি নিয়ে এসেছ? আর আমি এদিকে আরতি দিতে এসে ঠাকুর খুঁজে পাচ্ছি না।

কাঙালী। ফেলে দে সব, আরতি দিতে হবে না। চ্যাংমুড়ি কাণী তোর মাকে খেয়েছে, তোর বাপটাকে পাগল করেছে, তোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করেছে, তবু ওকে তোরা ঘরে ঠাঁই দিবি?

চন্দ্রাবতী। মাকে কি কেউ ফেলে দিতে পারে?

কাঙালী। আহা হা, মায়ের বালাই নিয়ে মরি, ছুঁসনি বেটি ছুঁস নি; হাত পুড়ে যাবে। ও দেবতা নয়, অপদেবতা; ইতর ছোটলোক বেইমান—রাশি রাশি দুধকলা খেয়েও শুধু বিষই ঢেলেছে, কখনও এক ফোঁটা অমৃত দেয় নি।

চন্দ্রাবতী। দিয়েছিল মামা, আমাদের স্পর্শে সে অমৃত বিষ হয়ে গেছে। দেবতার দোষ নেই মামা, দোষ আমাদের।

কাঙালী। সরে যা; আমি ওকে আজ খুন করব।

চন্দ্রাবতী। আমাকে খুন কর মামা; আমাকে নিয়েই তোমাদের অশান্তির শেষ নেই। আমি মরে গেলেই তোমাদের সব আপদ বালাই দূর হয়ে যাবে।

কাঙালী। এই চোখের জল ফেলবি নি বলছি। চোখ উপড়ে ফেলব। কারও দোষ নেই, সব দোষ এই কাণা শয়তানীর, আমি ওকে আজ বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব। [মুষ্ট্যাঘাতের উদ্যোগ]

চন্দ্রাবতী। না মামা, না; আমি বেঁচে থাকতে দেবীর গায়ে তুমি আঘাত করতে পারবে না। বোঝ না কেন? তোমার আমার কাছে এ খড় মাটির পুতুল হতে পারে, কিন্তু বাবার কাছে এ সজীব। মাকে না দেখতে পেলে বাবা বুক ফেটে মরে যাবেন।

কাঙালী। মরুক। কি হবে ও চিতার কাঠকে পুষে রেখে? ঘরের সোনাদানা এক রত্তি রাখলে না, সব আগুনে দিয়ে মনসার পিণ্ডি জ্বাল দিচ্ছে। নিজের মেয়ে জ্যান্তে মরে রইল, আর ও বুড়ো দুনিয়ার লোককে অমর কচ্ছে। দুনিয়ার লোক মরুক, তাতে আমাদের কি?

চন্দ্রাবতী। আমরা কি দুনিয়াছাড়া?

কাঙালী। তা নইলে সবাই যা করে তুই তা করলি নে কেন? বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, তাতে হয়েছে কি? আর কি পাত্র নেই? চোরের উপর রাগ করে কে কবে পাতায় ভাত খেয়েছে? একবার তুই মুখের কথাটা বল্; তারপর দেখি তোর বর জোটে কি না।

চন্দ্রাবতী। অনেক বর এসেছিল মামা। আমি সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছি। বিয়ে আমি করব না।

ময়নার প্রবেশ।

ময়না। কেন করবে না ঠাকরুণ? বউ সাজতে ভাল লাগছে না বুঝি? তা লাগবে কেন? রুজি নেই, রোজকার নেই,—বাপ বেটীতে পায়ের উপর পা দিয়ে পরের টাকায় নবাবী করা কার না ভাল লাগে? কিন্তু তোমার যা ভাল লাগে, আর পাঁচজনের তা ভাল না-ও ত লাগতে পারে।

চন্দ্রাবতী। আপনি কে?

কাঙালী। জায়গীরদার হাসেম আলির বিবি নয়?

চন্দ্রাবতী। সে কি? আপনি আমাদের ঘরে! বসুন বসুন।

ময়না। থাক, হিন্দুর ঘরে আমি বসি না।

কাঙালী। তাহলে আপনি আসুন। ঘরে ঠাকুর দেবতা আছে কি না। ওরে ও চন্দ্রা, একটা কাঁসর নিয়ে আয় না, বাজাই।

ময়না। থামো। আমার কাণের কাছে যে কাঁসর বাজাবে, তাকে আমি জবাই করব।

কাঙালী। আপনার কাণ সরিয়ে নিলেই ত গোল চুকে যায়।

ময়না। চোপরাও বেয়াদপ।

কাঙালী। কিছু মনে করবেন না বিবি সাহেবা; একটা জায়গীরদারের পরিবার যে এমন অখাদ্য হতে পারে, এ আমার জানা ছিল না।

ময়না। মরার পালক গজিয়েছে, না? চাল কেটে তুলে দেব।

কাঙালী। চালটা আমার হলে অনেক আগেই তুলে নিয়ে যেতুম। এরা যে কথা শোনে না, নইলে এই ছোটলোকের রাজত্বে মানুষ বাস করে? আপনাদের বড় মিঞা ত বহুৎ বহুৎ হিন্দুকে ধরে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছে। আপনারা এখনও সুবিধে করে উঠতে পারেন নি বুঝি?

ময়না। কেন বাজে কথা বলছ ?

কাঙালী। কাজের কথা ফুরিয়ে গেছে বলে।

ময়না। কবিরাজ কোথায় ? ডাক সে শয়তানকে।

কাঙালী। শয়তানের কি আসবার সময় আছে ? আপনিই বরং এগিয়ে যান। ওই যে ওই ঘরে পিণ্ডি জ্বাল হচ্ছে। একটু দূর থেকেই বাৎচিত করবেন। ভদ্রলোকের মাথার ঠিক নেই কি না ; হাতের কাছে সোনা দানা ইট কাঠ যা পান, সব উনুনে গুঁজে দেন, নয় ত কড়ায় ছেড়ে দেন। আপনাকেও হয় ত ধরে উনুনে গুঁজে দেবেন। আচ্ছা আমি এখন আসি। পায়ে রাখবেন। [প্রস্থান।

ময়না। কথা শুনতে পাচ্ছ না ? কবিরাজকে ডাক। আমি তাকে ভাল করে শিক্ষা দিয়ে যাব।

চন্দ্রাবতী। শিক্ষাটা আমাকেই দিয়ে যান, বাবা এখন আসবেন না।

ময়না। তুমি বিয়ে কচ্ছ না কেন ?

চন্দ্রাবতী। আমার খুশী।

ময়না। আমার জায়গীরের মধ্যে নিজের খুশী মাফিক কাজ করতে আমি দেব না।

চন্দ্রাবতী। জায়গীরদারের কাজ খাজনা নেওয়া, আর প্রজাদের ধন প্রাণ মান রক্ষা করা। কার মেয়ে বিবাহ করতে চায় না, তাই নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আপনার নেই।

ময়না। নিশ্চয়ই আছে। তুমি সারাজীবন আইবুড়ো থেকে এমনি করে আমার কাণের কাছে শাঁখঘণ্টা বাজাবে, তাই আমায় শুনতে হবে ?

চন্দ্রাবতী। আপনাদের নমাজ ত আমরা মুখ বুজে মাথা নত করে শুনি, আমাদের শাঁখঘণ্টা আপনারাই বা শুনবেন না কেন ?

ময়না। আমার কাণ অপবিত্র হয়।

চন্দ্রাবতী। তাহলে আপনার পবিত্র কাণ নিয়ে আপনি অন্য বাড়ীতে উঠে যান।

ময়না। কি বললি কসবি ?

চন্দ্রাবতী। বংশিদাস কবিরাজের মেয়েকে চোখ রাঙিয়ে কোন লাভ নেই বেগম সাহেবা। সে মরবে, তবু কারও ভয়ে তার আচার অনুষ্ঠান এক তিলও বন্ধ করবে না। এই পাটোয়ারী গ্রামে একঘর মুসলমানও যখন ছিল না, একটা মসজিদও যখন ওঠে নি, তখন থেকে আমাদের দেবমন্দির মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আজ আপনারা এসেছেন বলে আমরা মন্দিরের দোর বন্ধ করে দেব, পূজার্চ্চনা জলাঞ্জলি দেব, এত আবদার ভাল নয় বেগম সাহেবা।

ময়না। আমি তোদের খুন করব।

চন্দ্রাবতী। তাহলে আপনাকে খুন করবে আপনার স্বামী।

ময়না। তার মাথা ত তুইই চিবিয়েই খেয়েছিস; তাই ত তোর এত মুখের জোর। সারাদিন তার মুখে আর কারও কথা নেই, শুধু ভগ্নী ভগ্নী ভগ্নী। পিরীতের ভগ্নীর বালাই নিয়ে মরি।

চন্দ্রাবতী। বেগম সাহেবা!

ময়না। মুখখানা বড় সুন্দর দেখেছ, না ? একটাকে নিয়ে দশবছর ঢলাঢলি করেছ, সে মুখে লাথি মেরে চলে গেছে। এখন আবার আমার মাথা খাবার জোগাড় করেছ।

চন্দ্রাবতী। আপনার মাথা আপনি নিজেই খেতে পারবেন, আর কারও প্রয়োজন হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আপনার ও গুবরে মাথা খাবার লোভ আর যারই থাক, আমার নেই।

ময়না। এতবড় কথা বলতে সাহস হল তোর ?

চন্দ্রাবতী। আমাকে বাড়ী বয়ে অপমান করতে আপনার সাহস হল কি করে, সেই কথাটা বলুন। আমরা গরীব হিন্দু বলে? আপনি কাল এসেছেন, এখনও জানেন না, দীন দরিদ্র বংশিদাসের পায়ে দস্যু কেনারাম তার অতুল ঐশ্বর্য্য ঢেলে দিতে চেয়েছিল, যার শতাংশের একাংশ আপনার মত জায়গীরদার চোখেও দেখেন নি।

ময়না। চুপ্। বিয়ে করবি না তুই?

চন্দ্রাবতী। না।

ময়না। এমনি করেই আমার ছেলেটাকে কাফের বানাবি, আর আমার নির্ব্বোধ খসমকে নিয়ে ঢলাঢলি করবি?

চন্দ্রাবতী। ছেলেটাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখ, আর তোমার খসমকে শিকেয় ঝুলিয়ে রেখে দাও যেন তুমি ছাড়া আর কেউ নাগাল না পায়।

ময়না। কথা শুনবি না তুই?

চন্দ্রাবতী। না। তুমি বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। মা মনসার সন্ধ্যারতির সময় হয়েছে।

ময়না। ওটা কি? পুতুল?

চন্দ্রাবতী। পুতুল নয়, দেবী।

ময়না। সরিয়ে নে বলছি, আমার চোখ জ্বালা কচ্ছে।

চন্দ্রাবতী। তোমার চোখ নিয়ে তুমি দূর হয়ে যাও। [শঙ্খধ্বনি]

ময়না। কি? আমার কাণের কাছে শাঁখ বাজানো! [চন্দ্রাবতী ঘণ্টা বাজাইয়া আরতির উদ্যোগ করিল] চন্দ্রাবতি! বন্ধ কর, বন্ধ কর বলছি। নইলে আমি তোমারও মাথা নেব, তোমার বাপেরও মাথা নেব।

বংশিদাসের প্রবেশ।

বংশিদাস। আগে আমার মাথাটাই নিন বেগম সাহেবা।

[চন্দ্রাবতী আরতি করিতে লাগিল]

ময়না। তোমার নাম বংশিদাস?

বংশিদাস। হ্যাঁ মা লক্ষ্মি।

ময়না। মা-লক্ষ্মীর নিকুচি করেছে। আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম যাও নি কেন?

বংশিদাস। আমার মেয়ে যেতে দেয় নি।

ময়না। তোমার মেয়ের মরণ ঘনিয়েছে।

বংশিদাস। কবির কি মরণ আছে মা? তুমি আমি মরে হেজে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব, কিন্তু রামায়ণের কবি চন্দ্রাবতী পাঁচশো বছর পরেও এই বাংলার মাটিতে এমনি সজীব হয়ে থাকবে, বাংলার চণ্ডীমণ্ডপে কুলবধূর বিশ্রামাগারে—হাটে মাঠে ঘাটে যুগযুগান্ত পরেও বাঙ্গালীরা সুর করে গাইবে কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ—

[সুর করিয়া]

"সীতা বলে আমি তারে না দেখি কখন,
কিরূপে আঁকিব আমি পাপিষ্ঠ রাবণ।
যত করি বুঝান গো কুকুয়া না ছাড়ে,
হাসিমুখে সীতারে বুঝায় বারে বারে।"

ময়না। থামো।

বংশিদাস। বাজাও মা, শঙ্খঘণ্টা বাজাও।

ময়না। বন্ধ কর।

বংশিদাস। তা কি হয় মা? সন্ধ্যা যে বয়ে যায়। দেবতা বলে কথা।

ময়না । তোমার দেবতাকে আমি নর্দ্দমায় ফেলে দেব ।

বংশিদাস । চেষ্টা করে দেখতে পার । আমার মা মাটির পুতুল নয়, তোমার আমার মতই জীবন্ত । যদি ভাল চাও, তাকে স্পর্শ করো না, জ্বলে ছাই হয়ে যাবে । বাজাও মা বাজাও ।

ময়না । বেরিয়ে যাও তোমরা আমার জায়গীর থেকে । [চন্দ্রাবতীর হাত হইতে শঙ্খঘণ্টা টানিয়া ফেলিল ; সঙ্গে সঙ্গে কাঙালী আসিয়া তাহার হাতে লাঠির বাড়ি মারিল] এত সাহস তোমার, আমার হাতে আঘাত কর ?

কাঙালী । বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি, নইলে আমি তোমার মাথা ভাঙ্গব ।

বংশিদাস । ছি ছি ছি, জায়গীরদারের বেগম তুমি, তোমার এই নীচতা ?

ময়না । কে আছিস ? এদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দে, আর এই দুশ্চরিত্রা মেয়েটাকে—

সহসা হাসেমের প্রবেশ ।

হাসেম । ধীরে বেগম সাহেবা । দ্বিতীয়বার এ কথা উচ্চারণ করলে তোমার জিভটা আগে কেটে নেব, তারপর নেব মাথাটা ।

ময়না । কি ? একটা কাফের আমার হাতে আঘাত করলে, আর তুমি এসেছ আমাকেই চোখ রাঙাতে ?

হাসেম । আঘাত নয়, আঘাত নয় । যে হাত দিয়ে তুমি এক নিরপরাধ পূজারিণীর হাত থেকে শঙ্খঘণ্টা ফেলে দিয়েছ, আমি তোমার সে হাতখানা ছেদন করব ।

বংশিদাস । যেতে দাও বাবা । হাজার হক, জায়গীরদারের বেগম ।

হাসেম। আমি ত বলেছি কবিরাজ মশায়, আমার একটা সামান্য প্রজার চোখের জলে দশটা ভাই, বিশটা ছেলে, একশোটা বেগম তলিয়ে যায়। আমার নিরীহ হিন্দু প্রজাদের গায়ে যে নারী শুধু নিষ্ঠীবনই ত্যাগ করেছে, একটু স্নেহের ছায়া দেয় নি,—তাকে বেগমের মর্য্যাদা আর আমি দেব না। আজ থেকে ওর স্থান হবে দাসীদের মহলে।

ময়না। আর বেগমের আসনে বসবে বুঝি—

হাসেম। চুপ্। কসাইয়ের মেয়ে তুমি, তোমার বাবা বাজারে বসে গোমাংস বিক্রি করত। বাবা রূপ দেখে ঘরে এনেছিলেন। বেশী আশা তোমার কাছে কখনও করি নি। তাবলে এও আমি ভাবি নি যে আমার দেশের কবি—আমার সর্ব্বজনমান্যা ভাগ্যবিড়ম্বিতা ভগ্নীকে তুমি এমনি অকথ্য ভাষায় অপমান করবে, আর তার হাত থেকে পূজার ডালি ফেলে দিয়ে আমার মাথাটা মাটিতে মিশিয়ে দেবে।

ময়না। মাথা আছে তোমার? থাকলে অনেক আগেই এই শয়তানীকে জায়গীর থেকে বের করে দিতে। কিন্তু আমি এ বেয়াদপি সইব না। আমি তোমাকে গুলি করে মারব, তবু ওর হাতে তুলে দেব না। [প্রস্থান।

হাসেম। কাঙালিচরণ,—

কাঙালী। আদেশ করুন জনাব।

হাসেম। গঙ্গাজল এনে জায়গাটা ধুয়ে দাও।

কাঙালী। তাই করব জনাব, তাই করব। [প্রস্থান।

হাসেম। কবিরাজ মশায়,—

বংশিদাস। হাসেম, তুমি দীর্ঘজীবী হও, এমনি করে স্নেহে করুণায় তোমার দীনদুঃখী প্রজাদের পালন কর। কিন্তু তোমার স্ত্রীকে কোন শাস্তি দিও না বাবা। তাহলে এখানে আর আমাদের থাকা চলবে না।

হাসেম। আমিও সেই কথাই বলতে এসেছি। আপনারা চলে যান। ঘাটে বজরা প্রস্তুত হয়ে আছে, আপনার ঔষধপত্র আর কবির রামায়ণখানা নিয়ে আপনারা এ দেশ ত্যাগ করুন।

চন্দ্রাবতী। দেশ ত্যাগ করব ? কেন ? কার ভয়ে ?

হাসেম। একহাজার সৈন্য দিয়ে দাদা এসেছেন আমাকে চূর্ণ করে তোমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য। আমার সৈন্য নেই, পুষ্পায়ুধ সেই যে গেছে, আজও ফেরে নি। আমি তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু তোমাকে রক্ষা করতে পারব না ভগ্নি।

নাদিরার প্রবেশ।

নাদিরা। আমি রক্ষা করব তোমার ভগ্নীকে।

হাসেম। তুমি এসেছ ভাবি ! তুমি এসেছ আমার এই দুঃখিনী ভগ্নীকে রক্ষা করতে !

নাদিরা। যাও হাসেম, যে কটা সৈন্য আছে নিয়ে যাও। ভয় কি ? ধর্ম্ম তোমার সহায়। দেখবে আকাশ থেকে সৈন্য ঝরে পড়বে।

হাসেম। তোমার আশীর্ব্বাদ আমার অভেদ্য বর্ম্ম। তুমি আমার ভাবী নও, তুমি আমার মা, হিন্দুর মা, মুসলমানের মা, সবার মা। আর আমার চিন্তা নেই। তোমার হাতে রেখে যাচ্ছি মা এই জ্ঞানতপস্বী বৃদ্ধ সাধক আর তার দুঃখিনী কন্যার ভার। যদি প্রয়োজন হয়, এদের নিয়ে ফুলেশ্বরীতে ডুবে মরো, তবু এদের বন্দী হতে দিও না।

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। কে আপনি দয়াময়ি ?

নাদিরা। আমি জুলেখার মা, তোমারও মা।

বংশিদাস। তুমি কি জনাব কাশেম আলির স্ত্রী !

নাদিরা। এই ছোট কথাটা বুঝতে আপনার এতক্ষণ লাগল বেয়াই ?

বংশিদাস। কি দিয়ে তোমার অভর্থনা করব ?

নাদিরা। আপনার কিছু করতে হবে না। আপনি যান আপনার সাধনার মন্দিরে। অভ্যর্থনা করতে হয় আমার মেয়েই করবে।

বংশিদাস। আচ্ছা তবে তাই হক। আমার আবার ওদিকে ওষুধ পুড়ে যাচ্ছে। আদাব—

নাদিরা। না না না, আদাব নয় ঠাকুর, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করুন।

বংশিদাস। তবে তাই। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যা আছ, তাই থাক ; নেমে যেও না, ভেঙ্গে যেও না, স্বার্থের পঙ্কে তলিয়ে যেও না।

[প্রস্থান।

নাদিরা। [শঙ্খঘণ্টা তুলিয়া দিলেন] নাও মা, আরতি শেষ কর। তারপর তোমার রামায়ণ শোনাবে চল।

চন্দ্রাবতী। আপনার কাণ অপবিত্র হবে না?

নাদিরা। অনেক আগেই হয়েছে মা। একটা হিন্দুর মেয়েকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছিলাম। তার নাম কি জান? জুলেখা।

চন্দ্রাবতী। জুলেখা হিন্দুর মেয়ে!

নাদিরা। দস্যু কেনারামের বোন্।

চন্দ্রাবতী। তবে কেন একজন হিন্দুর ধর্ম্ম আপনারা কেড়ে নিলেন ?

নাদিরা। আমার কোন হাত ছিল না মা। তারও দুর্ভাগ্য, মেয়েটারও দুর্ভাগ্য। দাও মা, আরতি দাও। ভয় কি ? ময়না আর আসবে না।

[যুক্ত করে অবস্থান, চন্দ্রাবতীর আরতি]

গীতকণ্ঠে সিপারের প্রবেশ ।

সিপার । গীত ।

হে খোদা ভগবান্ !
পাশা পাশি সুখে রাখ হিন্দু মুসলমান্ ।
একই মাটিতে জলে যাহাদের দেহ গড়া,
কেন তাহাদের মন চিরবিদ্বেষে ভরা ?
দুঃখে বিদরে হিয়া,
অশনি আঘাত দিয়া
মাটির রহিমে রামে কর এ চেতনা দান,—
'একই বাঙ্গলা মার তারা দুই সন্তান ।'

[আরতি শেষে বিগ্রহ বুকে করিয়া চন্দ্রাবতীর ও উপকরণাদি লইয়া সিপারের প্রস্থান, পশ্চাৎ নাদিরার প্রস্থান ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

[নেপথ্যে গুলি গোলার শব্দ ও জয়ধ্বনি]—"জয় জনাব কাশেম আলির জয়।"

সশস্ত্র হলায়ুধ ও কাশেম আলির প্রবেশ।

কাশেম। কেল্লা অধিকার কর, কেল্লা অধিকার কর। পুরবাসীদের নির্ব্বিচারে হত্যা কর।

হলায়ুধ। আপনার ভাইকেও?

কাশেম। কে ভাই? সে আর আমার কেউ নয়, মুসলমানের সে দুশমন, আমাদের বংশের সে কলঙ্ক। হত্যা কর; কাফের বলতে আমরা কাউকে জীবিত রাখব না। পুষ্পায়ুধ কোথায়?

হলায়ুধ। পরলোকে।

কাশেম। তবে ত কাজ গুছিয়েই এসেছ।

হলায়ুধ। রণখোলার অগ্নিকুণ্ডে পুষ্পায়ুধ আমাদের সমস্ত সৈন্য-গুলোকে পুড়িয়ে মেরেছে। আমিও তাকে সন্ধির জন্য ডেকে এনে বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দিয়েছি।

কাশেম। বেশ করেছ। তুমিই আমার উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ। যুদ্ধটা শেষ হক, তোমাকে আমি আশাতীত পুরস্কার দেব। যাও হলায়ুধ, প্রাসাদ অধিকার কর; আমি বংশিদাস আর চন্দ্রাবতীকে আনতে চতুর্দ্দোলা নিয়ে যাচ্ছি।

হলায়ুধ। রহিম ত শুনছি মক্কায় চলে গেছে। তাহলে চন্দ্রাবতীকে নিয়ে গিয়ে—

কাশেম। তোমার গলায় ঝুলিয়ে দেব ; কুছ পরোয়া নেই। আমার পাঁচশো সৈন্য তুমি ডালি দিয়েছ, তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। ফিন্ পান্শো ফৌজ লেকে দরিয়ামে ডাল দেও। লেকিন কিল্লা দখল করনা চাহিয়ে। বহুৎ বহুৎ খেলাৎ মিলে গা, খাপসুরৎ জরুভি মিলে গা। আউর কেয়া? তোম্ ত বাদশা বন গিয়া। যাও যাও, দেরী করো না ; ওই হাসেম ছুটে আসছে। এই অবসর, ছুটে যাও, ছুটে যাও।

হলায়ুধ। জয় জনাব কাশেম আলির জয়।

[প্রস্থান।

কাশেম। কসবীর বাচ্ছা।

হাসেম আলির প্রবেশ।

হাসেম। ফিরে যাও দাদা, ফিরে যাও। কেন এসেছ তুমি এত সৈন্যসামন্ত নিয়ে? এ গরীবের গাঁ,—এ গাঁয়ের নিঃস্ব দরিদ্র অধিবাসীরা তোমার অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি শোন নি এ পাটোয়ারী গ্রাম দ্বিজ বংশিদাস আর কবি চন্দ্রাবতীর সাধনার পীঠস্থান? এখানে রক্তের বন্যা বহিও না দাদা; জরামরণসঙ্কুল দুনিয়াকে অমৃত থেকে বঞ্চিত করো না।

কাশেম। অমৃত! শূয়ারের চর্বি মেশানো মনসার বড়ি তোমার মত কাফেরের কাছে অমৃত হতে পারে, কিন্তু সমগ্র মুসলমানসমাজের কাছে বিষ।

হাসেম। না না, তুমি জান না। আমি জানি এদের মত হিন্দু মুসলমানের এতবড় বন্ধু আর নেই। আমাকে তুমি যে মুষ্টিভিক্ষা দিয়েছ, তা ফিরিয়ে নাও; আমার মাথাটায় যদি তোমার প্রয়োজন থাকে বলো,—আমি গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে তুমি শপথ কর,

এই নিরীহ গরীব হিন্দু প্রজাদের তুমি কোন অনিষ্ট করবে না; শপথ কর, কবিরাজ আর তাঁর কন্যার উপর কোন নির্য্যাতন তুমি করবে না।

কাশেম। চন্দ্রাবতীর মুখখানা কি তোমার ভাবীর চেয়ে সুন্দর?

হাসেম। এ তুমি কি বলছ দাদা?

কাশেম। গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে, এত আবদার ত ভাল নয় মিঞা। গাছে উঠেছ আরও ওঠ, তলার ফলে নজর দিও না। চতুর্ভুজ তুমি,—লক্ষ্মী সরস্বতী দু বোনকে নিয়ে তুমি সুখে রাজত্ব কর; এ পথে আর পা বাড়িও না।

হাসেম। এ কথার অর্থ কি দাদা?

কাশেম। নাদিরা কোথায়—তোমার পেয়ারের ভাবী?

হাসেম। দাদা,—

কাশেম। কবরের পথ দেখ শয়তান।

হাসেম। তাই ভাল দাদা, তাই ভাল। বাঁচতে আর আমি চাই না। তোমাকে আমি নিষ্ঠুর বলেই জানতুম, কিন্তু তুমি যে এত ইতর, তা আমার জানা ছিল না। আমি মরব তা জানি; শেষ কথাটা তোমায় বলে যাই। আমি মরে গেলে আমার ছেলেটা যেন তোমার ঘরে মানুষ না হয়।

কাশেম। তাকেও তোমার কাছেই পাঠিয়ে দেব। [উভয়ের যুদ্ধ; হাসেমের পতন] যাও কবরে গিয়ে নাদিরা আর চন্দ্রাবতীর মুখ ধ্যান কর।

[পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

হাসেম। আঃ—মৃত্যু আসছে, আলো নিভে যাচ্ছে। কে রক্ষা করবে চন্দ্রাবতীকে?

কেনারামের প্রবেশ।

কেনারাম। আমি রক্ষা করব। কোথায় কাশেম আলি? সে আমায় সর্ব্বহারা করেছে, আমি তাকে ধ্বংস করব। তার আছে হাজার সৈন্য, আমরা আছি দু হাজার।

হাসেম। তুমি কে?

কেনারাম। আমি দস্যু কেনারাম। আমারই ভগ্নী ছিল জুলেখা।

হাসেম। তোমার ভগ্নী জুলেখা? হাঁ্যা হ্যাঁ—ভাবীর কাছে শুনেছিলাম সে ব্রাহ্মণকন্যা। তুমি নিয়ে যাও, তাদের ঘরে নিয়ে যাও। যদি সম্ভব হয়, জয়চন্দ্রকে আবার হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়ে নিও। আমি জুলেখাকে বলে যাচ্ছি, জুলেখাকে—

কেনারাম। জুলেখা নেই; রণখোলার আগুনে পুড়ে মরেছে।

হাসেম। ফুরিয়ে গেল! কাঁটা গাছে একটা গোলাপ ফুটেছিল,—ঝরে পড়ে গেল!

কেনারাম। প্রতিশোধ নেব, চরম প্রতিশোধ নেব। ওঠ হাসেম আলি খাঁ, আমি এনেছি সৈন্য, তুমি হও আমাদের চালক।

হাসেম। আমি আর যাব না ভাই। কবরের ডাক এল। তুমি এগিয়ে যাও। দাদা চন্দ্রাবতীকে আনতে গেছে। চন্দ্রাবতী আমারও ভগ্নী, তোমারও ভগ্নী। আমি চলে যাচ্ছি, তুমি তাকে দেখো।

কেনারাম। সমগ্র জায়গীরের মধ্যে তুমিই ছিলে একমাত্র মুসলমান। তুমিও চলে যাচ্ছ? যাও—যাও। এইবার মুসলমান সমাজ কেনারামের আসল মূর্ত্তি দেখবে।

[প্রস্থান।

হাসেম। আঃ—খোদা, মেহেরবান্,—

গীতকণ্ঠে ভৈরবের প্রবেশ।

ভৈরব। গীত।

যাবার বেলায় সেলাম লও,
দুঃখ জ্বালার শেষ হল আজ, অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে রও।
বিশ্বজনের বন্ধু তোমার কেউ ছিল না অরি,
তোমার মাঝে এক হয়েছে আল্লাতালা হরি;
দুঃখে ঝরে গাছের পাতা,
কাঁদছে শোকে বসুমাতা,
সবার আশীষ মাথায় নিয়ে হে বীর, মরণজয়ী হও।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বংশিদাসের বাড়ী।

বংশিদাসের প্রবেশ।

বংশিদাস। চন্দ্রাবতি, ওরে চন্দ্রাবতি,—

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। কি বাবা,—কি হয়েছে বাবা?

বংশিদাস। কাঙালীকে ডাক, কাঙালীকে ডাক। আমি পাগল, আমার ভীমরতি হয়েছে, আমার মা মাটির পুতুল!

চন্দ্রাবতী। না বাবা, না; কে বলেছে তোমার মা মাটির পুতুল? কে বলেছে তুমি পাগল? যাও বাবা যাও; তোমার ঘর থেকে একটা অপূর্ব্ব সুগন্ধ বেরিয়ে আসছে। বোধহয় তোমার সাধনার তরী তীরে

এসে পৌঁছে গেল। শক্র এগিয়ে আসছে ; তার আগে তোমার কাজ শেষ কর, নইলে আমি হয় ত দেখে যেতে পারব না।

বংশিদাস। কেন? কেন? যাবি কোথায় তুই?

চন্দ্রাবতী। কি জানি বাবা? আমার চোখ থেকে এই পৃথিবীর আলো যেন বিদায় নিচ্ছে, কাণে যেন মৃত্যুর পদধ্বনি ভেসে আসছে।

বংশিদাস। কেউ মরবে না, কাউকে মরতে দেব না। জগতের জীব আজ হতে অমর অক্ষয় অবিনশ্বর হয়ে যাবে। ডাক ডাক, সবাইকে ডাক,—যমের দণ্ড আমি ব্যর্থ করেছি। আর এক মুহূর্ত্ত পরে মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃত আমার মুঠোর মধ্যে আসবে।

তাই ত আকাশ সৌরভে ভরা,
　　তাই ত অকালে মলয় বয়,
মৃত্যুশঙ্কা আকুল মানব
　　আয় কে করিবি মরণ জয়।

জয়চন্দ্রের প্রবেশ।

জয়চন্দ্র। ঠাকুর মশায়,—

বংশিদাস। কে?

জয়চন্দ্র। মুসলমান। ভেতরে আসতে পারি?

বংশিদাস। এস বাবা এস। কাঁদছ কেন? চোখে এত কালি পড়েছে কেন? কঠিন ব্যাধি বুঝি? ক বছর ভুগছ? পাঁচ বছর? দশ বছর? বিশ বছর? ভয় নেই, ভয় নেই। একটি মৃতসঞ্জীবনী বড়ি দেব, মৃত্যু আর কোনদিন বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসবে না।

চন্দ্রাবতী। বাবা, কার সঙ্গে কথা বলছ বাবা?

বংশিদাস। তাই ত, অমন করে মেয়েটার দিকে চেয়ে আছ কেন? তুমি কে?

জয়চন্দ্র। আমি জয়চন্দ্র।

বংশিদাস। জয়চন্দ্র, তুমি জয়চন্দ্র! একি বেশ তোমার? তাই ত তোমার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে যে।

জয়চন্দ্র। আমি সবার কাছে অপরাধী। কেউ আমাকে ক্ষমা করে নি; হিন্দুরাও নয়, মুসলমানেরাও নয়। সবাই আমাকে ইট পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। জুলেখা থাকলে সে আমায় পালক ঢাকা দিয়ে রাখ ত।

চন্দ্রাবতী। কোথায় জুলেখা?

জয়চন্দ্র। স্বর্গে। দাদার বিগ্রহ অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করে সে নিজেই ছাই হয়ে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে, তুমি যার সম্পদ্, তারই কাছে ফিরে যাও।

চন্দ্রাবতী। বাবা, ওঁকে ফিরে যেতে বল।

বংশিদাস। অত নিষ্ঠুর হসনে মা। যা হয়েছে, ভুলে যা। সে এক অতীতের স্বপ্ন! ছেলেটা বড় কাঁদছে, জানিস? তুই ওকে আশ্রয় না দিলে সবাই ওকে এমনি করে প্রহার করবে।

চন্দ্রাবতী। তবু হিন্দুর মেয়ে আমি,—মুসলমানকে বিবাহ করব না। প্রাণের ভয়ে যে ধর্ম্মটাকে বিসর্জ্জন দিতে পারে, তার প্রাণ যাওয়াই ভাল।

জয়চন্দ্র। মরতে আমি চেয়েছিলাম; জুলেখা যে মরতে দিলে না। মরার সময় আমার হাত দুটি ধরে বললে,—"তুমি বেঁচে থাক, চন্দ্রাবতী তোমার অপেক্ষায় বসে আছে, তার কাছে ফিরে যাও।" জুলেখা, হল না জুলেখা, হল না।

বংশিদাস। ওরে চন্দ্রা, কথা শোন্। আমি ওকে আবার হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দেব। তুই ওকে ত্যাগ করিস্ নি মা।

চন্দ্রাবতী। বাবা, তুমি নিজের কাজে যাও। আমি বিবাহ করব না, এই আমার শেষ কথা।

জয়চন্দ্র। আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করেছি, শুধু এই কথাটাই তোমরা জান। কেন ত্যাগ করেছি, কেউ তোমরা জান না। শুনবে সে কথা, শুনবে?

চন্দ্রাবতী। না না, শুনব না, যার তার কথা শোনবার আমার সময় নেই। স্ত্রীর চিতা নিভতে না নিভতে যে আর একটা নারীর কৃপা ভিক্ষা করতে ছুটে আসে, তার সঙ্গে কথা বলতেও আমি ঘৃণা বোধ করি।

জয়চন্দ্র। ও—আচ্ছা আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি; আর আসব না, আর তোমাকে বিরক্ত করব না। তুমি ভাল করে রামায়ণ লেখ, কবি চন্দ্রাবতি,—তুমি অমর হও, তুমি অমর হও।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় জনাব কাশেম আলি খাঁর জয়।"]

বংশিদাস। এ কি, এ যে কাশেম আলির সৈন্য; এদিকেই এগিয়ে আসছে।

চন্দ্রাবতী। আসুক, তুমি যাও, কূলে এসে তরী যেন ডুবে না যায়।

বংশিদাস। যা ভাল বুঝিস্ কর্, আমি আর ভাবতে পারি না।

[প্রস্থান।

সিপার। [নেপথ্যে] পিসীমা!

চন্দ্রাবতী। কে? সিপার নয়? এমন আর্ত্তকণ্ঠে ডাকছে কেন?

আহত সিপারের প্রবেশ।

সিপার। পালাও পিসীমা, পালাও; চাচা আসছে।

চন্দ্রাবতী। এ কি সিপার! তোমার গায়ে রক্ত কেন? কে তোমায় আঘাত করেছে?

সিপার। হলায়ুধ। বাবাকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম।

চন্দ্রাবতী। কোথায় তিনি? কোথায় তোমার বাবা?

সিপার। কবরের তলায়।

চন্দ্রাবতী। কবরের তলায়! ভাইসাহেব নেই সিপার? কে মারলে? ওরে, কে মারলে তাঁকে?

সিপার। তাঁর ভাই। চল পিসীমা চল, তোমাকে ফুলেশ্বরীর ওপারে রেখে আসি। দেরী কচ্ছ কেন? চল!

চন্দ্রাবতী। কোথাও যাব না সিপার। আমার জন্যই তোমাদের এই আত্মকলহ। আমারই জন্য তোমার পিতা প্রাণ দিয়েছেন, আমারই দীর্ঘনিঃশ্বাসে জুলেখা পুড়ে মরেছে। এ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষ! যে কেউ আমার সংস্পর্শে এসেছে, সেই দগ্ধ হয়ে গেছে। সরে যা বাবা, সরে যা, নইলে তুইও মরে যাবি। এ জীবনের যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই পৃথিবীর মঙ্গল।

কাশেম আলির প্রবেশ।

কাশেম। মরবে কেন কবি? কবির ত মৃত্যু নেই। তুমি বাঁচবে; যে হিন্দুসমাজ তোমাকে যৌবনে যোগিনী সাজিয়েছে, তার মাথায় পা তুলে দিয়ে তুমি বাঁচবে।

চন্দ্রাবতী। কাশেম আলি খাঁ!

কাশেম। ফেলে দাও রামায়ণ; রাম লক্ষ্মণ সীতা উচ্ছন্ন যাক, আজ থেকে তোমার কবিতার স্বর্ণ সূত্রে তুমি কারবালার কাহিনী গ্রথিত করে অমর হয়ে থাক।

চন্দ্রাবতী। সরে যাও কাশেম আলি খাঁ। এ সাধক বংশিদাসের সিদ্ধ পীঠ; তোমার কলুষিত স্পর্শে এর মাটি অপবিত্র করো না।

কাশেম। কলুষিত স্পর্শ! চলে আয় শয়তানি। [চন্দ্রাবতীকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ]

সহসা আগ্নেয়াস্ত্র হস্তে নাদিরার প্রবেশ।

নাদিরা। খবরদার! এক পা এগিও না বলছি। তাহলে আমি তোমায় গুলি করে মারব।

কাশেম। কে? নাদিরা! তুমি এখানে কেন? হাসেমের ঘরে যাবে না? কেন? কেন? আমাকে ত্যাগ করে তার ঘরে বাস করতে এসেছ; মধ্যপথে থামলে কেন? যাও যাও, গিয়ে দেখ, হাসেম আলি খাঁ কবরের তলায় মহাসুখে ঘুমিয়ে আছে।

নাদিরা। কি বললে? হাসেম নেই! শেষ হয়ে গেল! এই শয়তানের বংশে একটাই যে মানুষ জন্মেছিল! তাকেও তুমি জীবিত রাখলে না? ওঃ—কি বলব তোমাকে? মানুষের ভাষায় এমন কোন শাস্তি নেই, যা তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

কাশেম। চুপ্। সরে যা কসবি।

সিপার। চাচা, আমার বাবাকে তুমি মেরেছ। মা পাগল হয়ে গেছে। আমাদের সব তুমি নাও, ইচ্ছা হয় আমাকেও মার। আমি কিচ্ছু বলব না চাচা। শুধু একটা অনুরোধ, আমার পিসীমাকে তুমি অপমান করো না। [পদধারণ]

কাশেম। পিসীমা! কাফেরের ছেলে কাফেরের বুলি শিখেছ। [পা দিয়া ঠেলিয়া দিল]

চন্দ্রাবতী। উঃ—সিপার!

নাদিরা। তোমার গায়ে বোধহয় মানুষের চামড়া নেই। তোমার মা থাকলে জিজ্ঞেস করতুম কোন্ জানোয়ার তোমায় পয়দা করেছিল।

কাশেম। জাহান্নামে যা হারামির বাচ্ছা।

[নাদিরার আগ্নেয়াস্ত্র এক হাতে ছিনাইয়া নিল, অন্য হাতে নাদিরার কাঁধের উপর তরবারি তুলিল। এমন সময় সহসা কেনারাম আসিয়া পিছন হইতে কাশেমের পৃষ্ঠদেশে তরবারি বসাইয়া দিল।]

কাশেম। আ—আঃ; কে? [পতন]

কেনারাম। চিনতে পাচ্ছ না? আমি কেনারাম দস্যু। তোমার মেয়ে জুলেখা আমারই বোন্ ছিল। সে মরে স্বর্গে গেছে, তুমি মরে নরকে যাও।

নাদিরা।
কাশেম। } জুলেখা নেই!!

নাদিরা। একে একে সবাই চলে গেল? কেউ রইল না? দাঁড়াও, ওগো দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

[আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যার উদ্যোগ]

সিপার। মা! [নাদিরার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

নাদিরা। তুই আছিস্ বাবা? তবে আর মরা হল না, তোর জন্যেই আমায় বেঁচে থাকতে হবে। চন্দ্রাবতি, তোমার পরম শত্রুকে ক্ষমা কর মা।

চন্দ্রাবতী। তাই হক। ভাই সাহেব, আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করলাম।

নাদিরা। চল্ সিপার, কবিরাজ মশায়কে ডেকে আনি। আসবে না? দুজনে পায়ে ধরে নিয়ে আসব।

[সিপার সহ প্রস্থান।

কাশেম। উচ্ছন্ন যাক্ কবিরাজ।

কেনারাম। কেন? খাও না একটা মনসার বড়ি।

কাশেম। আমি মরব, তবু ধর্ম্মটাকে কলঙ্কিত করব না।

কেনারাম। কত বড় ধার্ম্মিক তুমি! ধর্ম্মটাকে কলঙ্কিত করবে না! ধর্ম্মের জন্যই হিন্দুর মেয়েকে এনে পুষেছিলে, ধর্ম্মের জন্যই একটা নির্দ্দোষ বামুনের ছেলেকে কলমা পড়িয়েছিলে, আজ আবার সেই ধর্ম্মেরই জন্য এই অভাগী মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিলে! আয়, উঠে আয়, [হাত ধরিয়া তুলিল] এত ধার্ম্মিক লোককে এখানে মরতে দেব না। তোর দেহটা আমি ভাগাড়ে ফেলে দেব, শেয়াল শকুনে ছিঁড়ে খাবে।

কাশেম। এ কি! কবর, চারদিকে কবর! কে কবরের তলায় বসে ঘণ্টা বাজাচ্ছে? শয়তান! উঃ—কি ভীষণ! কাকে ডাকব? কে রক্ষা করবে? আ—আ—আল্—নামটা মুখে আসছে না, জিভ জড়িয়ে আসছে। কবর, শুধু কবর, শুধু কবর। [প্রস্থান।

কেনারাম। তোমারও শয়তানির শেষ, আমারও দস্যুতার অবসান! [অস্ত্র ফেলিয়া প্রস্থানোদ্যোগ] ও—হঁ্যা, চন্দ্রাবতি, দেখ ত এই চিঠিটা কার। একটা পাগল সন্ধ্যামালতীর বোঁটা দিয়ে লিখে ফেলে দিয়ে গেল তোমাদের দেউড়ীতে। দেখ দেখ, কি লিখেছে দেখ। আর ভয় নেই চন্দ্রাবতি, কাশেম আলি মরেছে, আর কেউ তোমাদের বিরক্ত করবে না। আমার সমস্ত ধনদৌলত আমি তোমার ঘরে এনে উজোড় করে দেব। তুমি দুহাতে দানধ্যান কর, মনের সুখে কাব্যের পর কাব্য লেখ; আর জুলেখার নামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরী করে অন্ধ আতুরের সেবা কর। [প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। এ কি, এ যে জয়চন্দ্রের লেখা! কি লিখেছে?

"তুমিও যারে ত্যাগ করেছ
আশৈশবের প্রিয়া,
শূন্য যে তার বিশ্বধরাতল;

কোথাও তার ঠাঁই নাহি গো,
বুঝিনু জীবন দিয়া,
আছে শুধু ফুলেশ্বরীর জল !"

কাঙালীর প্রবেশ।

কাঙালী। ওরে ও চন্দ্রা, চন্দ্রা, দেখবি আর, ব্যাটা ফুলেশ্বরীর জলে ঝাঁপ দিয়েছে।

চন্দ্রাবতী। কে মামা, কে ?

কাঙালী। আবার কে ? জয়চন্দ্র।

চন্দ্রাবতী। জয়চন্দ্র ! মরে গেল মামা ?

কাঙালী। মরবে না ? এত পাপ কি ধর্ম্মে সয় ? ও যে মরবে, এ আমি আগেই জানি। দে পয়সা দে, হরির লুট দেব,—সওয়া পাঁচ আনা মানত করেছি। দে পয়সা।

চন্দ্রাবতী। যা আছে সব নাও গে মামা। বাবাকে বলো, আমি চললুম।

কাঙালী। কোথায় চললি ? ওরে ও চন্দ্রা,—

চন্দ্রাবতী। পায়ের ধুলো দাও মামা। চন্দ্রা বলে কেউ যে তোমাদের ছিল, সে কথা ভুলে যেও, ভুলে যেও।

[প্রস্থান।

কাঙালী। ও ভটচায্যি মশায়, কবরেজের পো, আরে ছুটে এস ; সর্ব্বনাশ হল।

[প্রস্থান।

বংশিদাস। [নেপথ্যে] পেয়েছি, পেয়েছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ফুলেশ্বরীর তীর।

বংশিদাসের প্রবেশ।

বংশিদাস। চন্দ্রা, চন্দ্রাবতি, ওরে ও চন্দ্রা, ওরে তুই ঘরে আয়। দেখে যা, আমি পেয়েছি মৃত্যুঞ্জয়ী ঔষধ। দেবতার দেবত্ব আমি এতদিনে মর্ত্তের মাটিতে নামিয়ে এনেছি। তাই প্রভঞ্জন ভৈরব গর্জ্জনে পৃথিবীর বুকে তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিয়েছে, বজ্রপাত শিলাবৃষ্টি প্রলয়ের সূচনা কচ্চে, ফুলেশ্বরীর জল পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ তুলে আমায় শাসন করতে এগিয়ে আসছে।

উন্মাদিনীপ্রায় চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। জয়, জয়, কোথায় তুমি জয়? ওগো আমি এসেছি, আমি এসেছি। জয়, ওগো জয়,—[মাটিতে লুটাইয়া পড়িল]

বংশিদাস। কর তুই যত বর্ষণ করতে পারিস! কে ও? যমরাজ? কটমট করে তাকাচ্ছ কেন? চাকরি গেল বুঝি? আর মানুষের গলায় সাঁড়াশী দিতে পারবে না বলে রাগ হচ্চে? রাগ করো না ধর্ম্মরাজ। আজ থেকে তুমি পশুপাখীর উপর রাজত্ব কর, মানুষের রাজ্যে আর তোমাকে প্রবেশ করতে দেব না! আগে কাকে খাওয়াব এ মরণজয়ী অমৃত? চন্দ্রাকে—হ্যাঁ চন্দ্রাকে। যুগ যুগ ধরে সে বেঁচে থাকবে, আর কবিতার জাহ্নবীধারায় বিশ্বজগৎকে স্নান করিয়ে দেবে। চন্দ্রাবতি, চন্দ্রা,—

চন্দ্রাবতী। বাবা,—

বংশিদাস। এ কি মা? তুই এখানে! কাঁদছিস কেন মা? আজ যে আনন্দের দিন! ওরে সাধনার তরী কূলে এসে পৌঁছেছে। মানুষকে আর আমি মরতে দেব না। খা—খা—তুইই আগে খা।

চন্দ্রাবতী। না বাবা না; আমারই জন্যে সে অভাগা ফুলেশ্বরীর জলে ঝাঁপ দিয়েছে। আগে তাকে খুঁজে আন, তাকে খাওয়াও তোমার মৃত্যুঞ্জয়ী মহৌষধ। তারপর আমাকে দিও।

বংশিদাস। কার কথা মা? জয়চন্দ্র! হ্যাঁ হ্যাঁ, কাঙালী বলছিল সে ফুলেশ্বরীর জলে ঝাঁপ দিয়েছে। এ ত তোমারই নির্দ্দেশ মা। তুমিই ত তাকে বলেছ, স্ত্রীর চিতার আগুন না নিভতে যে অন্য নারীর জন্য ছুটে যায়, তার প্রাণ যাওয়াই ভাল।

চন্দ্রাবতী। বাঁচাও বাবা, তাকে বাঁচাও।

বংশিদাস। ভয় কি মা, ভয় কি? আমি তাকে নিশ্চয়ই খুঁজে বার করব। যদি তার দেহে এতটুকু প্রাণ থাকে, আমি তাকে আর কোনদিন মরতে দেব না। জয়চন্দ্র, জয়চন্দ্র, —

চন্দ্রাবতী। জয়ি, জয়ি,—আমি এসেছি। জয়ি,—

সিপারের প্রবেশ।

সিপার। নেই পিসীমা, দুলুভাই নেই।

বংশিদাস।
চন্দ্রাবতী। } নেই!!!

সিপার। জেলেরা তাকে জল থেকে তুলেছে। সে দেহে আর প্রাণ নেই।

বংশিদাস। আছে, নিশ্চয়ই আছে।

সিপার। না দাদু। চাচী মনসার বড়ি মুখে দিয়েছিল, কস্ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। সবাই গেল পিসীমা, সবাই চলে গেল?

চন্দ্রাবতী। আমিও যাব সিপার; আমার জন্যে সে মরেছে, আমিও তার পিছে পিছে যাব।

বংশিদাস। চন্দ্রা,—

চন্দ্রাবতী। মর্ত্তের মাটি আমাদের মধ্যে পাহাড়েও প্রাচীর তুলে দিয়েছিল, পরলোকে কেউ আমাদের বিচ্ছিন্ন করবে না। আমি যাই বাবা, আমি যাই।

বংশিদাস। যাস নে মা, যাস নে। ওরে আজ যে মর্ত্তবাসীর মহোৎসবের দিন! এমন দিনে তুই কেন মৃত্যুর পরোয়ানা মাথায় তুলে নিবি? মৃত্যুকে আমি জয় করেছি, আর মৃত্যু আসবে আমারই ঘরে! না না, তুই যাসনে।

চন্দ্রাবতী। বাধা দিও না বাবা। এ জীবনের আর কোন অর্থ নেই। রামায়ণ অসম্পূর্ণ রইল। আবার যদি আসি, সেদিন রামায়ণ শেষ করব। আজ যাই বাবা, আজ যাই।

সিপার। পিসীমা,—

চন্দ্রাবতী। পিতার মত মানুষ হও, আকাশের মত উদার হও, ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু হও।

[প্রস্থান।

সিপার। ধর দাদু, ধর।

বংশিদাস। না না, মরতে দে, মরতে দে। বাঙ্গলার মেয়ে হিন্দুর মেয়ে মরবে না ত মরবে কে?

সিপার। দেখ দাদু দেখ, পিসীমা সেতু থেকে জলে ঝাঁপ দিলে। পিসীমা,— [প্রস্থানোদ্যোগ।

বংশিদাস। এই চুপ ; ধরবি নি বলছি। চন্দ্রাবতী মরেছে, জগৎ জুড়িয়েছে। কোন কাশেম আলি আর তাকে খুঁজে পাবে না। কোন জয়চন্দ্র আর তার জন্যে মরবে না। মরে ওরা অমর হয়ে গেছে। আর কেন মৃত্যুঞ্জয়ী মহৌষধ! নে বেটি ফুলেশ্বরি, তুই খেয়ে অমর হ। [ঔষধ নিক্ষেপ] তুই খেয়ে অমর হ।

সিপার। দাদু, কি করলে দাদু ?

বংশিদাস। ওই দেখ, যমরাজ দাঁত বার করে হাসছে। ঝড় থেমে গেল, শিলাবৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল, তেত্রিশকোটি দেবতার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সাধনার শেষ, সাধনার শেষ,—হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ।